জামে
আত-তিরমিযী
৪র্থ খণ্ড

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ)

জামে আত-তিরমিযী

[চতুর্থ খণ্ড]

جامع الترمذى

অনুবাদ

মুহাম্মাদ মূসা

মুহাম্মাদ শামসুল আলম খান

সম্পাদনায়

মুহাম্মাদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-31-1012-9 set

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৭
চতুর্থ : শাবান ১৪৩৫
জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
জুন ২০১৪

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

Jame At-Tirmizi (Vol. 4) Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition December 1997 4rd Edition June 2014 Price Taka 320.00 only.

প্রসংগ কথা

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন ওয়া খাতামান নাবিয়্যীনের প্রতি। তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহ্‌র রহমাত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীস বিশারদগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষণ ও তার চর্চা যুগ যুগান্তরে অব্যাহত রেখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের এই সাধনাকে কবুল করুন এবং একে উম্মাতের হেদায়াতের উপায় বানিয়ে দিন।

অনুবাদ গ্রন্থখানির হাদীস বিন্যাসে প্রধানত মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইবরাহীম আতওওয়াহ ইওয়াদ সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে তিরমিযীর মূল পাঠ গ্রহণ করেছি এবং কঠিন শব্দের বিশ্লেষণে হাফেজ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (র)-এর তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী শীর্ষক তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ অনুসরণ করেছি। হাদীসের পরিচয়, হাদীসের পরিভাষা এবং ইমাম তিরমিযীর নিজস্ব বিশেষ কতিপয় পরিভাষার জন্য প্রথম খণ্ডের "প্রসংগ কথা" শীর্ষক ভূমিকা দেখা যেতে পারে। অত্র খণ্ডে ব্যক্তি নামের পরে ও হাদীসের শেষে ব্যবহৃত শব্দসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

অনু.=অনুবাদক
(আ)=আলাইহিস সালাম
আ=মুসনাদে আহ্‌মাদ
ই=সুনান ইবনে মাজা
কু=দারু কুতনী
দা=সুনান আবু দাউদ
দার=সুনানুদ দারিমী
না=সুনান নাসাঈ
বা=বায়হাকীর সুনানুল কুবরা
বু=সহীহ আল-বুখারী
মা=মুওয়াত্তা ইমাম মালিক
মু=সহীহ মুসলিম
(র)=রহমাতুল্লাহ আলাইহি/রাহিমাহুল্লাহু আলাইহি
(রা)=রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা/আনহুমা/আনহুম
(সা)=সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হা=আল-মুসতাদরাক হাকেম নীশাপূরী।

হাদীসের শেষে যুক্ত শব্দসংকেতের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা উল্লেখিত গ্রন্থেও একই সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। বিশেষত গবেষকদের সুবিধার জন্যই আমি এই শ্রম স্বীকার করেছি। হাদীসের যথসাধ্য নির্ভুল অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি কোনরূপ ভুল পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হলে তা প্রকাশক অথবা অনুবাদকদ্বয়কে অবহিত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল। অনুচ্ছেদের অধীনে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত শিরনাম সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এই খেদমতটুকু আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং এর দ্বারা তাঁর বান্দাগণকে হেদায়াতের পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা,
পোষ্ট ঃ কালাইয়া
জিলা ঃ পটুয়াখালী

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ২৮
আবওয়াবুত তিব্ব
(চিকিৎসা)

অধ্যায় ঃ ২৯
আবওয়াবুল ফারাইদ
(ফারাইয)

অধ্যায় ঃ ৩০
আবওয়াবুল ওয়াসিয়্যা
(ওসিয়াত)

অধ্যায় ঃ ৩১
আবওয়াবুল ওয়ালাআ ওয়াল হিবা
(ওয়ালাআ ও হেবা)

অধ্যায় ঃ ৩২
আবওয়াবুল কাদ্‌র
(তাকদীর)

অধ্যায় ঃ ৩৩
আবওয়াবুল ফিতান
(কলহ্‌ ও বিপর্যয়)

অধ্যায় ঃ ৩৪
আবওয়াবুর রুইয়া
(স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য)

অধ্যায় ঃ ৩৫
আবওয়াবুশ শাহাদা
(সাক্ষ্য প্রদান)

অধ্যায় ঃ ৩৬
আবওয়াবুয যুহ্‌দ
(পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি)

অধ্যায় ঃ ৩৭
আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ্ ওয়ার রিকাক
(কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়)

অধ্যায় ঃ ৩৮

আবওয়াবু সিফতিল জান্নাত

(বেহেশতের বিবরণ)

অধ্যায় ঃ ৩৯

আবওয়াবু সিফাতি জাহান্নাম

(দোযখের বিবরণ)

অধ্যায় ঃ ৪০
আবওয়াবুল ঈমান
(ঈমান)

অধ্যায় ঃ ৪১
আবওয়াবুল ইল্‌ম
(জ্ঞান)

অনুবাদ

মুহাম্মাদ মূসা ঃ আবওয়াবুত তিব্ব থেকে আবওয়াবুল ওয়ালাআ ওয়াল হিবা অধ্যায় পর্যন্ত। মুহাম্মাদ শামসুল আলম ঃ আবওয়াবুল কাদর থেকে আবওয়াবুল ইল্‌ম অধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন।

অধ্যায় ঃ ২৮

اَبوَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

(চিকিৎসা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

রুগ্ন অবস্থায় সংযত পানাহার।

١٩٨٥. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِىٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ وَعَلِىٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِىٍّ مَهْ مَهْ يَاعَلِىُّ فَاِنَّكَ نَاقِهٌ قَالَ فَجَلَسَ عَلِىٌّ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَّشَعِيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِىُّ مِنْ هٰذَا فَاَصِبْ فَاِنَّهُ اَوْفَقُ لَكَ .

১৯৮৫। উম্মুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে এলেন। তাঁর সাথে আলী (রা)ও ছিলেন। আমাদের খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখা ছিল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেতে লাগলেন। আলী (রা)-ও তাঁর সাথে খেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বলেন ঃ হে আলী! থাম, থাম, তুমি তো অসুস্থতাজনিত দুর্বল। রাবী বলেন, আলী (রা) বসে পড়লেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে থাকলেন। আমি (উম্মুল মুনযির) তাদের জন্য বীট এবং বার্লি তৈরি করে আনলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আলী! তুমি এটা খেতে পার, এটা তোমার জন্য অধিক উপযোগী (আ,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ফুলাইহ্-এর সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ফুলাইহ্-আইউব ইবনে আবদুর রহমান সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

١٩٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْقُوْبَ عَنْ اُمِّ الْمُنْذِرِ الْاَنْصَارِيَّةِ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ اَنْفَعُ لَكَ .

১৯৮৬। উম্মুল মুনযির আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে এলেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনার শেষে আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা তোমার জন্য অধিক উপকারী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উত্তম ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বলেন, আমার নিকট আইউব ইবনে আবদুর রহমান এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِىْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ .

১৯৮৭। কাতাদা ইবনুন নোমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমাদের কেউ তার রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে (বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীসটি মাহমূদ ইবনে লাবীদ -রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে সুহাইব-উম্মুল মুনযির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে জাফর-আমর ইবনে আবু আমর-আসিম ইবনে উমার ইবনে কাতাদা-মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে কাতাদার উল্লেখ নাই। কাতাদা (রা) আবু সাঈদ আল-খুদরীর বৈপিত্রেয় ভাই। মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি যুবক ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা।

١٩٨٨. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ قَالَتِ الْاَعْرَابُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَتَدَاوٰى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ تَدَاوَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً اَوْ قَالَ دَوَاءً اِلاَّ دَاءً وَاحِدًا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ .

১৯৮৮। উসামা ইবনে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেদুইনরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি (রোগীর) চিকিৎসা করব না? তিনি বলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা কর। আল্লাহ তাআলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ বা নিরাময়ের ব্যবস্থা রাখেননি (রোগও রেখেছেন নিরাময়ের ব্যবস্থাও করেছেন)। কিন্তু একটি রোগের কোন নিরাময় নেই। সাহাবীগণ বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে রোগটি কি ? তিনি বলেন ঃ বার্ধক্য (আ,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু খিযামা তার পিতার সূত্রে ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
রোগীর পথ্য।

١٩٨٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ اَهْلَهُ الْوَعَكُ اَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُوْ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُوْ اِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا .

১৯৮৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের জ্বর হলে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য তৈরি করার নির্দেশ দিতেন। তা তৈরি করা হলে তিনি পরিবারের লোকদের নির্দেশ দিতেন এ থেকে রোগীকে পান করাতে। তিনি বলতেন, এটা

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করে। যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দিয়ে তার চেহারার ময়লা দূর করে থাকে (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ-আবু ইসহাক আত-তালিকানী-ইবনুল মুবারক-ইউনুস-যুহরী-উরওয়া-আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

রোগীকে জোরপূর্বক পানাহার করানো নিষেধ।

١٩٩٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ .

১৯৯০। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের রোগীদের জোরাজুরি করে পানাহারে বাধ্য করো না। কেননা প্রাচুর্যময় আল্লাহ তাআলা তাদের পানাহার করান (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

কালিজিরার বর্ণনা।

١٩٩١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُم بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَاِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ .

১৯৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নিজেদের জন্য এই কালো বীজ (কালিজিরা) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা এর মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের নিরাময় রয়েছে । 'আস-সাম' অর্থ 'মৃত্যু' (বু,মু,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, ইবনে উমার ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
উটের পেশাব পান করা সম্পর্কে।

١٩٩٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَّ ثَابِتٌ وَّ قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا .

১৯৯২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এলে এখানকার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুকূল হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সদাকার উটের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন ঃ তোমরা এর দুধ ও পেশাব পান কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
বিষপানে বা অন্য কিছু প্রয়োগে আত্মহত্যা করলে।

١٩٩٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَتَوَجَّاُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا اَبَدًا وَّمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا اَبَدًا .

১৯৯৩। আবু হুরায়রা (রা) মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করল, সে কিয়ামতের দিন ঐ লৌহ অস্ত্র হাতে নিয়ে উপস্থিত হবে। সে অবিরত এটা নিজের পেটে বিদ্ধ করতে থাকবে এবং সে অনন্তকাল দোযখে অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করল, কিয়ামতের দিন সে ঐ বিষ হাতে নিয়ে উপস্থিত হবে। সে চিরকাল দোযখে থাকবে এবং সর্বদা এই বিষ গলাধঃকরণ করতে থাকবে।

١٩٩٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا .

১৯৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি লৌহ অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে ঐ অস্ত্র হাতে নিয়ে উপস্থিত হবে। সে সর্বদা এটা তার পেটের মধ্যে বিদ্ধ করতে থাকবে এবং চিরকাল দোযখে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে ঐ বিষ হাতে নিয়ে উপস্থিত হবে এবং চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে সর্বদা দোযখের মধ্যে ঝাপ দিয়ে পড়তে থাকবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে (বু,মু,দা,না)।

মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-ওয়াকী-আবু মুআবিয়া-আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। এটা প্রথমোক্ত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। একটি সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তাকে দোযখের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে।" এ সূত্রে, "চিরকাল দোযখে থাকবে এবং দোযখের শাস্তি ভোগ করবে" এ কথার উল্লেখ নাই। আবুয যিনাদ তার ওস্তাদ আরাজের সূত্রে আবু হুরায়রা (রা)–নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সব বর্ণনার মধ্যে এটাই অধিকতর সহীহ। কেননা অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ তৌহীদে বিশ্বাসী অপরাধীরা দোযখের শাস্তি ভোগ করবে। পরিশেষে তারা দোযখ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তাতে এ কথার উল্লেখ নাই যে, তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।

١٩٩٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ يَعْنِى السَّمَّ .

১৯৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম ঔষধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (আ, ই,দা,হা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

নেশা জাতীয় জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা নিষেধ।

١٩٩٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ اَوْ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّا نَتَدَاوٰى بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلٰكِنَّهَا دَاءٌ .

১৯৯৬। ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সুয়াইদ ইবনে তারিক অথবা তারিক ইবনে সুয়াইদ (রা) তাকে মাদক দ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি এটা ব্যবহার করতে তাকে নিষেধ করেন। তিনি (সুয়াইদ) বলেন, আমরা এটা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা কোন ঔষধ নয়, বরং এটা স্বয়ং একটা রোগ (আ,ই,দা,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মাহমূদ-নাদর ইবনে শুমাইল ও শাবাবা-শোবা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। নাদর (র) প্রশ্নকারী সাহাবীর নাম তারিক ইবনে সুয়াইদ বলেছেন এবং শাবাবা (র) তার নাম সুয়াইদ ইবনে তারিক বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

নস্য (নাক দিয়ে ব্যবহার্য ঔষধ) ইত্যাদি সম্পর্কে।

١٩٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوْطُ وَاللَّدُوْدُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِىُّ فَلَمَّا اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَّهُ اَصْحَابُهُ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ لُدُّوْهُمْ قَالَ فَلُدُّوْا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْعَبَّاسِ .

১৯৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে সব ঔষধ তোমরা ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে নস্য, মুখ দিয়ে সেবন করার ঔষধ, রক্তমোক্ষণ ও জোলাপ (বিরেচক

ঔষধ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হলে সাহাবীগণ তাঁকে মুখ দিয়ে ঔষধ সেবন করান। তারা অবসর হলে তিনি বলেনঃ এদের সবাইকে লাদু (মুখ দিয়ে সেব্য ঔষধ) সেবন করাও। রাবী বলেন, আব্বাস (রা) ছাড়া সবাইকে লাদু সেবন করানো হয়।

١٩٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُوْدُ وَالسَّعُوْطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِىُّ وَخَيْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْاِثْمِدُ فَاِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلاَثًا فِىْ كُلِّ عَيْنٍ .

১৯৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যেসব ঔষধ ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে, লাদু, নস্য, রক্তমোক্ষণ ও জোলাপ। তোমরা যে সুরমা ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম হচ্ছে ইসমিদ নামক সুরমা। কেননা এটা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাতার পশম গজায়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানী ছিল। তিনি ঘুমানোর পূর্বে তা থেকে উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এটি আব্বাস ইবনে মানসূর (র) বর্ণিত হাদীস।

অনুচ্ছেদঃ ১০

দাগ লাগানো (উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা শরীর দগ্ধ করা) নিষেধ।

١٩٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْكَيِّ قَالَ فَابْتُلِيْنَا فَاكْتَوَيْنَا فَمَا اَفْلَحْنَا وَلاَ اَنْجَحْنَا .

১৯৯৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমরা যখন রোগাক্রান্ত হয়ে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগ লাগাই তখন ব্যর্থতা ও বিফলতা ছাড়া আর কিছুই পাই না (আ, ই, দা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٠٠٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نُهِيْنَا عَنِ الْكَيِّ ·

২০০০। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে শরীরে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, উকবা ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দগ্ধ করার অনুমতি সম্পর্কে।

٢٠٠١. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوٰى اَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ ·

২০০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে যুরারার বিছার কামড় অথবা চর্ম প্রদাহরোগে (Erysipelas) উত্তপ্ত লোহা দিয়ে দগ্ধ করেছিলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে উবাই ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

রক্তমোক্ষণ।

٢٠٠٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَ الْكَاهِلِ وَ كَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعِ عَشَرَةَ وَتِسْعَ عَشَرَةَ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ ·

২০০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করাতেন। তিনি মাসের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে রক্তমোক্ষণ করাতেন (দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠٠٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِهِ اَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلٰى مَلَاٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ الاَّ اَمَرُوْهُ اَنْ مُرْ اُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ .

২০০৩। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাত সম্পর্কে বলেছেন যে, এ রাতে তিনি ফেরেশতাদের যে দলের সামনে দিয়েই অতিক্রম করেছেন তারা বলেছেন, "আপনার উম্মাতকে রক্তমোক্ষণ করানোর নির্দেশ দিন" (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও ইবনে মাসউদ (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

٢٠٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلاَثَةٌ حَجَّامُوْنَ فَكَانَ اثْنَانِ مِنْهُمْ يُغِلاَّنِ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اَهْلِهِ وَ وَاحِدٌ يَحْجُمُهُ وَ يَحْجُمُ اَهْلَهُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يُذْهِبُ الدَّمَ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَجْلُوْ عَنِ الْبَصَرِ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلٰى مَلَاٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ الاَّ قَالُوْا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ وَقَالَ اِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيْهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ احْدٰى وَ عِشْرِيْنَ وَ قَالَ اِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوْطُ وَ اللَّدُوْدُ وَالْحِجَامَةُ وَ الْمَشْيُ وَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَّهُ الْعَبَّاسُ وَاَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَدَّنِىْ فَكُلُّهُمْ اَمْسَكُوْا فَقَالَ لاَ يَبْقٰى اَحَدٌ مِّمَّنْ فِى الْبَيْتِ الاَّ لُدَّ غَيْرَ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ قَالَ عَبْدٌ قَالَ النَّضْرُ اللَّدُوْدُ الْوَجُوْرُ .

২০০৪। ইকরিমা (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র তিনটি গোলাম ছিল। এরা রক্তমোক্ষণের কাজ করত। এদের মধ্যে দু'টি গোলাম তার ও পরিবারের আয়ের জন্য অর্থের বিনিময়ে রক্তমোক্ষণ করত এবং অপরটি ইবনে আব্বাস (রা) ও তার পরিবারের লোকদের রক্তমোক্ষণ করত। রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণে অভিজ্ঞ দাস কতইনা ভাল! সে খারাপ রক্ত বের করে দিয়ে (উপার্জনের মাধ্যমে) পিঠের বোঝা হালকা করে এবং চোখের ময়লা দূর করে। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গমনকালে তিনি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেন তারা বলেন, "আপনি অবশ্যই রক্তমোক্ষণ করাবেন"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে তোমাদের রক্তমোক্ষণ করানো উত্তম। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমরা যেসব ঔষধ ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে নস্য, লাদু, রক্তমোক্ষণ ও জোলাপ। আব্বাস (রা) ও তার সংগীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখ দিয়ে ঔষধ সেবন করান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কে আমাকে ঔষধ সেবন করিয়েছে? সবাই এ কথায় চুপ থাকলেন। তিনি বলেন, ঘরের মধ্যে যারা উপস্থিত আছে তাদের মধ্যে তাঁর চাচা আব্বাস (রা) ছাড়া আর সবাইকে লাদু পান করানো হবে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আব্বাস ইবনে মানসূরের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। নাদরের মতে লাদূদ ও ওয়াজূর সমার্থবোধক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

ঔষধ হিসাবে মেহেদীর ব্যবহার।

٢٠٠٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلًى لِاٰلِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمٰى وَ كَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ يَكُوْنُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْحَةٌ وَّلاَ نَكْبَةٌ اِلاَّ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ .

২০০৫। আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেমা ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে যখনই তরবারি বা দা-এর আঘাতে জখম হত, তিনি তাতে মেহেদী লাগিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিতেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ফাইদের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। কেউ কেউ এই হাদীস ফাইদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে আলী-তার দাদী সালমা থেকে বর্ণিত। সনদসূত্রে উবাইদুল্লাহ ইবনে আলী উল্লেখ করাই সহীহ,মতান্তরে সালমা। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-যাইদ ইবনুল হুবাব-উবাইদুল্লাহ ইবনে আলীর মুক্তদাস যাইদ-তার দাদী-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি মাকরূহ।

٢٠٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّانَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اكْتَوٰى اَوِ اسْتَرْقٰى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ .

২০০৬। আফ্‌ফান ইবনুল মুগীরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুগীরা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (শরীরে) দাগ নেয় অথবা ঝাড়ফুঁক করায় সে তাওয়াককুল (আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা) থেকে বিচ্যুত হয়েছে (আ,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির অনুমতি সম্পর্কে।

٢٠٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ .

২০০৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বর, বদনজর ও ব্রণ-ফুসকুড়ি (pimple) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

٢٠٠٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ وَ اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ .

২০০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বর ও ফুসকুড়ির ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমার মতে এ হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, ইমরান ইবনে হুসাইন, জাবির, আইশা, তালক ইবনে আলী, আমর ইবনে হাযম ও আবু খিযামা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠٠٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَرُقْيَةَ اِلاَّ مِنْ عَيْنٍ اَوْحُمَةٍ .

২০০৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বদনজর ও জ্বর ছাড়া আর কোন ব্যাপারে ঝাড়ফুঁক জায়েয নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হুসাইন-শাবী-বুরাইদা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

সূরা ফালাক ও সূরা নাস দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা।

٢٠١٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْنُسَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِىُّ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَ عَيْنِ الْاِنْسَانِ حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا اَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَاسِوَاهُمَا .

২০১০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন এবং মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

অতঃপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হলে তিনি এ সূরা দু'টি গ্রহণ করেন এবং অন্যগুলো ত্যাগ করেন (ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

বদনজরে ঝাড়ফুঁক করা।

٢٠١١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ وَهُوَ اَبُوْ حَاتِمِ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ اِلَيْهِمُ الْعَيْنُ اَفَاَسْتَرْقِىْ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ .

২০১১। উবাইদ ইবনে রিফাআ আয-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জাফরের সন্তানদের দ্রুত বদনজর লেগে যায়। আমি কি তাদের ঝাড়ফুঁক করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ। কেননা যদি কোন জিনিস তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারত তবে বদনজরই তা অতিক্রম করতে পারত (আ,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আইউব-আমর ইবনে দীনার-উরওয়া ইবনে আমের-উবাইদ ইবনে রিফাআ-আসমা বিনতে উমাইস-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল (র)-আবদুর রায্যাক-মামার-আইউব (র) সূত্রে এই হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

হাসান-হুসাইন (রা)-কে ঝাড়ফুঁক।

٢٠١٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ يَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ يَقُوْلُ اُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يُعَوِّذُ اِسْحٰقَ وَاِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ .

২০১২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনের জন্য এই দোয়া পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "আমি তোমাদের উভয়ের জন্য আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কল্যাণময় কালামের মাধ্যমে প্রতিটি শয়তান, জীবননাশক বিষ ও অনিষ্টকারী বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। তিনি বলতেন ঃ এভাবে ইবরাহীম (আ) তাঁর দুই পুত্র ইসহাক ও ইসমাঈলের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনে হারূন ও আবদুর রাযযাক-সুফিয়ান-মানসূর (র) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

বদনজর সত্য এবং এজন্য গোসল করা।

٢٠١٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ حَيَّةُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ شَىْءَ فِى الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقٌّ .

২০১৩। হাইয়্যা ইবনে হাবিস আত-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ হাম্ম বলতে কিছু নেই এবং বদনজর সত্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। শাইবান (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর-হাইয়্যা ইবনে হাবিস-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল মুবারক ও হারব ইবনে শাদ্দাদ এতে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٢٠١٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاءُوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَاِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا .

২০১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন জিনিস যদি তাকদীরকে পরাভূত করতে

সক্ষম হত তবে বদনজরই তা অতিক্রম করতে পারত। এ বিষয়ে যদি কেউ তোমাদের গোসল করাতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে তোমরা তাতে সম্মত হও (আ,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
ঝাড়ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ করা।

٢٠١٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَاَلْنَاهُمُ الْقِرٰى فَلَمْ يَقْرُوْنَا فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَاَتَوْنَا فَقَالُوْا هَلْ فِيْكُمْ مَنْ يَّرْقِىْ مِنَ الْعَقْرَبِ قُلْتُ نَعَمْ اَنَا وَلٰكِنْ لاَ اَرْقِيْهِ حَتّٰى تُعْطُوْنَا غَنَمًا قَالَ فَاِنَّا نُعْطِيْكُمْ ثَلاَثِيْنَ شَاةً فَقَبِلْنَا فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرَاَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ قَالَ فَعَرَضَ فِىْ اَنْفُسِنَا مِنْهَا شَىْءٌ فَقُلْنَا لاَ تَعْجَلُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِىْ صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِمْتَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اِقْبِضُوا الْغَنَمَ وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ .

২০১৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একটি সামরিক অভিযানে পাঠান। আমরা একটি জনপদে পৌঁছে তাদের কাছে মেহমানদারী প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তারা আমাদের আতিথ্য প্রদর্শন করল না। এমতাবস্থায় তাদের গোত্র প্রধানকে বিছায় দংশন করে। তারা আমাদের কাছে এসে বলে, তোমাদের মধ্যে বিছায় দংশনকারীকে ঝাড়ফুঁক করার মত লোক আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি নিজেই। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে এক পাল বকরী না দিলে আমি ঝাড়ফুঁক করতে রাজী নই। তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে তিরিশটি বকরী দিব। আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হলাম। আমি সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম। ফলে সে দংশনমুক্ত (বিষমুক্ত) হল এবং আমরা বকরীগুলো হস্তগত করলাম। রাবী বলেন, এই ব্যাপারে আমাদের মনে সন্দেহ জাগল। আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা (সিদ্ধান্তে পৌছতে) তাড়াহুড়া করব না। রাবী বলেন, আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি যা করেছি তা তাঁকে জানালাম। তিনি বলেন ঃ তুমি কেমন করে জানলে, এটা দিয়ে ঝাড়ফূঁক করা যায়? বকরীগুলো হস্তগত কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ দিও (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, কুরআন শিক্ষাদান করে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ। শিক্ষক এই বিষয়ে চুক্তিও করতে পারবেন। শোবা-আবু আওয়ানা-হিশাম প্রমুখ-আবু বিশর-আবুল মুতাওয়াক্কিল-আবু সাঈদ (রা)-রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু নাদরার নাম আল-মুনযির ইবনে মালেক ইবনে কাতাআ।

٢٠١٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوْا بِحَيٍّ مِّنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ وَ لَمْ يُضَيِّفُوْهُمْ فَاشْتَكٰى سَيِّدُهُمْ فَاَتَوْنَا فَقَالُوْا هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ قُلْنَا نَعَمْ وَ لٰكِنْ لَمْ تَقْرُوْنَا وَ لَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَلاَ نَفْعَلُ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوْا عَلٰى ذٰلِكَ قَطِيْعًا مِّنَ الْغَنَمِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِّنَّا يَقْرَاُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَاَ فَلَمَّا اَتَيْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ قَالَ وَ مَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ نَهْيًا مِّنْهُ وَ قَالَ كُلُوْا وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ .

২০১৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী কোন এক আরব গোত্রের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাদের মেহমানদারী করল না। ঘটনাক্রমে তাদের গোত্রপ্রধান অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারা আমাদের কাছে এসে বলে, তোমাদের কাছে কোন ঔষধ আছে কি? আমরা বললাম, হাঁ আছে কিন্তু তোমরা আমাদের আতিথ্য প্রদর্শন বা মেহমানদারী করনি। অতএব তোমরা যতক্ষণ আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করবে আমরা চিকিৎসা করব না। তারা আমাদেরকে একপাল বকরী দিতে সম্মত হল। আমাদের এক ব্যক্তি তাকে

সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করল। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে ব্যাপারটি খুলে বললাম। তিনি বলেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে, এটা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায়? রাবী তাঁর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন ঃ এগুলো তোমরা ভোগ কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা ভাগ রাখ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতের তুলনায় এটা অধিকতর সহীহ। একাধিক রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু বিশর-আবুল মুতাওয়াক্কিল-আবু সাঈদ (রা) সূত্রে। জাফর ইবনে ইয়াস হলেন জাফর ইবনে আবু ওয়াহ্শিয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
ঝাড়ফুঁক ও ঔষধের বর্ণনা।

٢٠١٧. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ خِزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ .

২০১৭। আবু খিযামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যে ঝাড়ফুঁক করি, ঔষধ ব্যবহার করি এবং বিভিন্ন রকম সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি, এগুলো কি আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীরকে রদ করতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ এগুলোও আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান-সুফিয়ান-যুহ্রী-আবু খিযামা-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রটিও হাসান ও সহীহ। উভয় রিওয়ায়াত ইবনে উয়াইনার সূত্রে বর্ণিত। কতক রাবী আবু খিযামা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবার কতক রাবী ইবনে আবু খিযামা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবার কতক রাবী আবু খিযামা বলেছেন। ইবনে উয়াইনা ব্যতীত অপর রাবীগণ এ হাদীসটি যুহ্রী-আবু খিযামা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটিই অধিকতর সহীহ। আবু খিযামার সূত্রে এই একটি হাদীসই বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
আজওয়া খেজুর ও ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) সম্পর্কে।

٢٠١٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيُّ وَهُوَ ابْنُ اَبِي السَّفَرِ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِّنَ السُّمِّ وَالْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ ·

২০১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আজওয়া হল বেহেশতের খেজুর এবং এতে রয়েছে বিষের প্রতিষেধক। ছত্রাক হল মান নামক আসমানী খাবারের অন্তর্ভুক্ত এবং এর পানি চক্ষুরোগের প্রতিষেধক (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। সাঈদ ইবনে আমের-মুহাম্মাদ ইবনে আমরের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে সাঈদ ইবনে যায়েদ, আবু সাঈদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠١٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ ·

২০১৯। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'ছত্রাক' মানের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চোখের জন্য নিরাময় (বু,মু,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٠٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا الْكَمْاَةُ جُدَرِىُّ الْاَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ ‏.

২০২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী বলেন, ছত্রাক হল জমীনের বসন্ত রোগ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ছত্রাক হল মান্নের অন্তর্ভুক্ত এবং এর পানি চক্ষুরোগের প্রতিষেধক। আজওয়া হল বেহেশতের খেজুরের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা বিষের প্রতিষেধক (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুআয-তার পিতা-কাতাদা-আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি ছত্রাক নিলাম। এগুলো নিংড়িয়ে পানি বের করে একটি শিশিতে জমা করলাম। এটা আমার এক বাঁদীর চোখে লাগিয়ে দিলাম এবং সে রোগমুক্ত হয়ে গেল।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুআয ইবনে হিশাম-তার পিতা-কাতাদা-আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কালিজিরা মৃত্যু ছাড়া সব রোগেরই ঔষধ। কাতাদা (র) বলেন, প্রতিদিন একুশটি কালিজিরার দানা নিয়ে কাপড়ের টুকরায় রেখে পানিতে ভিজাবে। প্রতিদিন নাকের সাহায্যে এর পানি উপরের দিকে টানবে। প্রথম দিন ডান দিকের নাসারন্ধ্রে দুই ফোঁটা এবং বাম দিকের নাসারন্ধ্রে এক ফোঁটা দিবে। দ্বিতীয় দিন বাঁ দিকের নাসারন্ধ্রে দুই ফোঁটা এবং ডান দিকের নাসারন্ধ্রে এক ফোঁটা, তৃতীয় দিন ডান দিকের নাসারন্ধ্রে দুই ফোঁটা এবং বাঁ দিকের নাসারন্ধ্রে দুই ফোঁটা দিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
গণকের পারিশ্রমিক।

٢٠٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ‏.

২০২১। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের বিক্রয় মূল্য, বেশ্যার পারিশ্রমিক এবং গণকের ভেট নিষিদ্ধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪
তাবিজ ইত্যাদি লটকানো মাকরূহ।

٢٠٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ اَبِىْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِىِّ اَعُوْدُهُ وَبِه حُمْرَةٌ فَقُلْنَا اَلاَ تُعَلِّقُ شَيْئًا قَالَ الْمَوْتُ اَقْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ اِلَيْهِ ·

২০২২। ঈসা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম আবু মাবাদ আল-জুহনীকে দেখতে গেলাম। তিনি বিষাক্ত ফোঁড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, কিছু তাবিজ-তুমার লটকিয়ে নিন না কেন? তিনি বলেন, মৃত্যু তো এর চেয়েও নিকটে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কিছু লটকায় তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয়।

আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উকাইমের হাদীসটি আমরা কেবল ইবনে আবু লাইলার সূত্রেই জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে উকবা ইবনে আমের (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পেলেও তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেননি। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট পত্র লিখেন। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-ইবনে আবু লাইলা (র) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫
পানি ঢেলে জ্বর ঠাণ্ডা করা।

٢٠٢٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهٖ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمّٰى فَوْرٌ مِّنَ النَّارِ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ ·

২০২৩। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জ্বর হল জাহান্নামের একটি উত্তাপ। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা কর (বু,মু)।

এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে আবু বাক্‌র, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, যুবাইরের স্ত্রী ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠٢٤. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ .

২০২৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জ্বর হল জাহান্নামের উত্তাপের অংশবিশেষ। তোমরা একে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা কর (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। হারূন ইবনে ইসহাক-আবদাহ-হিশাম ইবনে উরওয়া-ফাতিমা বিনতুল মুনযির-আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রটিও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬
(জ্বর ও বেদনা উপশমের দোয়া)।

٢٠٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِّنَ الْحُمّٰى وَ مِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِّهَا اَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ .

২০২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জ্বর ও অন্যান্য সকল প্রকার ব্যথায় এই দোয়া পড়ার তালিম দিতেন ঃ "মহান আল্লাহ্‌র নামে, আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি রক্তচাপের আক্রমণ থেকে এবং দোযখের উত্তপ্ত আগুনের ক্ষতি থেকে" (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবু হাবীবার সূত্রে আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈলকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে "ইরকিন ইয়াআর" (যে শিরা ফরকায় বা লাফায়)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭
দুগ্ধবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করা।

٢٠٢٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ بِنْتِ وَهْبٍ وَهِيَ جُدَامَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَرَدْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيَالِ فَاِذَا فَارِسُ وَ الرُّوْمُ يَفْعَلُوْنَ وَ لاَ يَقْتُلُوْنَ اَوْلاَدَهُمْ ·

২০২৬। আইশা (রা) থেকে জুদামা বিন্‌তে ওয়াহ্‌ব (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি (জুদামা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগম করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমি জানতে পারলাম যে, পারস্য ও রোমের (এশিয়া মাইনর) লোকেরা এটা করে থাকে (দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকাকালীন সময়ে সংগম করে)। অথচ তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করে না (উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সংগমে শিশুর কোন ক্ষতি হয় না) (মা,আ,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। মালেক-আবুল আসওয়াদ-উরওয়া-আইশা-জুদামা বিন্‌তে ওয়াহ্‌ব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক (র) বলেন,'গীলা' অর্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সাথে সংগম করা।

٢٠٢٧. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْاَسَدِيَّةِ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتّٰى ذَكَرْتُ اَنَّ الرُّوْمَ وَفَارِسَ يَصْنَعُوْنَ ذٰلِكَ فَلاَ يَضُرُّ اَوْلاَدَهُمْ ·

২০২৭। জুদামা বিনতে ওয়াহ্‌ব আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি সন্তানের দুধ পানের মেয়াদের মধ্যে স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। অবশেষে আমি

জানতে পারলাম, পারস্য ও রোমের লোকেরা (এ সময়) স্ত্রীসহবাস করে। এতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না (না,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। ঈসা ইবনে আহ্মাদ (র) ইসহাক ইবনে ঈসা-মালেক-আবুল আসওয়াদ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮
নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের প্রদাহের ঔষধ।

٢٠٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ يَلُدُّهُ وَيَلُدُّهُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِيْ يَشْتَكِيْهِ .

২০২৮। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুসফুসের প্রদাহে যাইতূন ও ওয়ারসের (ওষধি বিশেষ) প্রশংসা করতেন। কাতাদা (র) বলেন, দেহের যে দিক আক্রান্ত, এ ঔষধ চামচ দিয়ে মুখের সেদিক দিয়ে ঢালতে হবে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু আবদুল্লাহ্র নাম মাইমূন, তিনি বসরার মুহাদ্দিস।

٢٠٢٩. حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ رَزِيْنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنَا مَيْمُوْنٌ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَتَدَاوٰى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيْ وَ الزَّيْتِ .

২০২৯। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুশতে বাহ্রী (চন্দন কাঠ) ও যাইতূনের তৈল দিয়ে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করার নির্দেশ (পরামর্শ) দিয়েছেন (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। মাইমূন-যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। মাইমূন থেকে একাধিক রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। "যাতুল জান্ব" অর্থ "আস-সিল্ল" ফুসফুসের প্রদাহ, যদ্দরুন রোগী কৃশ হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

দোয়া পড়ে ব্যথার উপর হাত বুলানো।

٢٠٣٠. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيِّ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ اَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِىْ وَجَعٌ قَدْ كَانَ يُهْلِكُنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْسَحْ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِىْ فَلَمْ اَزَلْ اٰمُرُ بِهِ اَهْلِىْ وَغَيْرَهُمْ ٠

২০৩০। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমি ধ্বংসাত্মক ব্যথায় অস্থির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থানটা সাতবার মর্দন কর এবং বল,

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ ٠

"আমি আল্লাহ্‌র ইজ্জাত ও সম্মান, তাঁর কুদরত ও শক্তি এবং তাঁর রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের কাছে আমার এই কষ্ট থেকে আশ্রয় চাই"। রাবী বলেন, আমি তাই করলাম। আল্লাহ আমার সব ব্যথা দূর করে দিলেন। এরপর থেকে আমি আমার পরিবারের লোকদের এবং অন্যান্যদের এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে আসছি (মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

সোনামুখী গাছ ও এর পাতা।

٢٠٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَلَهَا بِمَ تَسْتَمْشِيْنَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيْهِ شِفَاءٌ مِّنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِى السَّنَا ٠

২০৩১। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি দিয়ে জোলাপ দাও? তিনি বললেন, শুবরুম (ছোলা সদৃশ এক প্রকার দানা) দিয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা তো খুব গরম ঔষধ। আসমা (রা) বলেন, অতঃপর আমি সোনামুখী গাছের পাতা (senna) দিয়ে জোলাপ দেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'মৃত্যু' নামক রোগের নিরাময় যদি কোন জিনিস দিয়ে সম্ভব হত তবে সোনামুখী গাছ দিয়েই তা সম্ভব হত (আ,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
মধু সম্পর্কে।

٢٠٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اَخِىْ اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ اِلاَّ اِسْتِطْلاَقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ اِلاَّ اِسْتِطْلاَقًا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ عَسَلاً فَبَرَأَ .

২০৩২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের পাতলা পায়খানা (উদরাময়) হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করায়, অতঃপর এসে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তাতে দাস্ত আরো বেড়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে মধু পান করাও। রাবী বলেন, সে তাকে মধু পান করায় অতঃপর এসে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে তা পান করিয়েছি। কিন্তু তাতে তার দাস্ত আরো বেড়ে গেছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ সত্যিই বলেছেন (মধুর মধ্যে নিরাময় রয়েছে), কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেটই মিথ্যা

বলছে। তাকে আবার মধু পান করাও। অতএব লোকটি তাকে মধু পান করায় এবং সে রোগমুক্ত হয়ে যায় (বু,মু)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

(রোগীর জন্য দোয়া তার রোগমুক্তির কারণ হয়)

٢٠٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهُ فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ اِلاَّ عُوْفِيَ .

২০৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যুক্ষণ আসেনি, সে তাকে সাতবার এই দোয়া করলে ঃ

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ .

"আমি মহান আরশের রব মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি, তিনি তোমাকে রোগমুক্তি দান করুন", তাকে রোগমুক্ত করা হবে (দা,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবুল মিনহালের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

(জ্বরের তদবীর)।

٢٠٣٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشْقَرُ الْمُرَبِّطِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَرْزُوْقٌ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ اَخْبَرَنَا ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَصَابَ اَحَدَكُمُ الْحُمّٰى فَاِنَّ الْحُمّٰى قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْرًا جَارِيًا لِيَسْتَقْبِلَ جَرِيَةَ الْمَاءِ فَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ

بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَلْيَغْتَمِسْ فِيْهِ ثَلاَثَ غَمَسَاتٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ ثَلاَثٍ فَخَمْسٍ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ خَمْسٍ فَسَبْعٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لاَ تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۔

২০৩৪। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জ্বর হল দোযখের একটি টুকরা। তোমাদের কারো জ্বর হলে সে যেন তা পানি ঢেলে নিভায়। (এর নিয়ম হচ্ছে) ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রবহমান ঝর্ণায় নেমে স্রোত প্রবাহের দিকে মুখ করে সে বলবে,

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ

"আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে রোগমুক্ত করে দাও এবং তোমার রাসূলকে সত্যবাদী প্রমাণ কর"। অতঃপর ঝর্ণার পানিতে তিনবার ডুব দিবে। তিন দিন এরূপ করবে। তিন দিনেও যদি জ্বর না ছাড়ে তবে পাঁচ দিন এরূপ করবে। পাঁচ দিনেও নিরাময় না হলে সাত দিন এরূপ করবে। সাত দিনেও ভাল না হলে নয় দিন এরূপ করবে। আল্লাহ্র হুকুমে জ্বর নয় দিনের বেশি অতিক্রম করতে পারবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

রক্ত প্রবাহ বন্ধের জন্য ছাই দেয়া।

٢٠٣٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سُئِلَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَاَنَا اَسْمَعُ بِاَيِّ شَيْءٍ دُوْوِيَ جَرْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِيَ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ كَانَ عَلِيٌّ يَاْتِيْ بِالْمَاءِ فِيْ تُرْسِهِ وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَاُحْرِقَ لَهُ حَصِيْرٌ فَحُشِيَ بِهِ جَرْحَهُ ۔

২০৩৫। আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্ল ইবনে সাদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল এবং আমিও তা শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জখমে কি জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল? তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক কেউ জানে না। আলী (রা) তার ঢালে করে পানি আনছিলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁর জখমের রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। একটি মাদুর পুড়িয়ে তার ছাই তাঁর ক্ষত স্থানের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

(রুগ্ন ব্যক্তিকে বেঁচে থাকায় আশান্বিত করা)।

٢٠٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُوْنِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّد بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِيْ اَجَلِهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَ يُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ .

২০৩৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে বেঁচে থাকায় আশান্বিত করবে। তা যদিও কোন কিছুকে (তাকদীরকে) রোধ করতে পারবে না তবুও তার মনটা এতে প্রফুল্ল হবে, শান্তি পাবে (ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অধ্যায় ঃ ২৯

اَبْوَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ফারাইয)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।

٢٠٣٧. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدِ الْأُمَوِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فَاِلَىَّ .

২০৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার পরিবারের (ওয়ারিসদের) প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি (সহায়হীন) পরিবার রেখে মারা গেলে তাদের (ভরণপোষণের) দায়িত্ব আমার উপর (বু,মু,আ,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম যুহ্‌রী তার সনদ পরম্পরায় আবু হুরায়রার এ হাদীসটি আরো দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। "মান তারাকা দাইয়াআন" অর্থঃ সহায়-সম্বলহীন পরিবার রেখে কেউ মারা গেল যাদের কিছুই নাই, তাদের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। "ফাইলাইয়্যা" আমি তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

ফারাইয শিক্ষা করা।[১]

٢٠٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْاَسَدِىُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

১। 'ফারাইদ' শব্দটির একবচন 'ফারীদাহ' নির্ধারিত বিষয়, অবশ্য করণীয় বিষয় (ফরজ)। এ অধ্যায়ে শব্দটির অর্থ হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করার নিয়ম-কানুন (অনু.)।

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَ الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَانِّيْ مَقْبُوْضٌ ۔

২০৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মীরাস বন্টন নীতি ও কুরআন শিক্ষা কর এবং তা অন্য লোকদেরও শিক্ষা দাও। কেননা আমি তো অবশ্যই মরণশীল (আ, না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদে গরমিল আছে। এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবু উসামা-আওফ-জনৈক ব্যক্তি-সুলাইমান ইবনে জাবির-ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইস-আবু উসামা-আওফ সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আল-আসাদীকে আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানদের অংশ।

٢٠٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِيْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قُتِلَ اَبُوْهُمَا مَعَكَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَاِنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَّلاَ تُنْكَحَانِ اِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِى اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى عَمِّهِمَا فَقَالَ اَعْطِ اِبْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَاَعْطِ اُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ۔

২০৩৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনুর রবী (রা)-র স্ত্রী সাদের ঔরসজাত তার দুই কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা সাদ ইবনুর রবীর দুই কন্যা। এদের বাপ আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ

হয়েছেন। এদের চাচা এদের সব মাল নিয়ে নিয়েছে, এদের জন্য একটি কপর্দকও রাখেনি। এদের ধন-সম্পদ না থাকলে এদের বিবাহও তো হবে না। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ই এ বিষ‍য়ে মীমাংসা করে দিবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মীরাস বণ্টন সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চাচাকে ডেকে এনে বলেন ঃ সাদের দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাদের মাকে এক-অষ্টমাংশ সম্পত্তি দিয়ে দাও, অতঃপর অবশিষ্ট যা থাকে তা তোমার (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীলের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। শারীকও এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
ঔরসজাত কন্যার সাথে পৌত্রীর মীরাস।

٢٠٤٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى اَبِيْ مُوْسٰى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَسَاَلَهُمَا عَنِ الْاِبْنَةِ وَاِبْنَةِ الْاِبْنِ وَاُخْتٍ لِاَبٍ وَّاُمٍّ فَقَالَا لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْاُخْتِ مِنَ الْاَبِ وَالْاُمِّ مَا بَقِيَ وَقَالَا لَهُ انْطَلِقْ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ فَاسْاَلْهُ فَاِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَاَتَى عَبْدَ اللّٰهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَاَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَلٰكِنْ اَقْضِيْ فِيْهِمَا كَمَا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِاِبْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْاُخْتِ مَا بَقِيَ ۔

২০৪০। হুযাইল ইবনে শুরাহ্‌বীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবু মূসা (রা) ও সালমান ইবনে রবীআ (রা)-র কাছে এসে তাদের নিকট কন্যা, পৌত্রী ও সহোদর বোনের মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তারা উভয়ে বলেন, কন্যা অর্ধেক সম্পত্তি পাবে এবং অবশিষ্ট অংশ পাবে সহোদর বোন। তারা আরো বলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর। তিনিও আমাদেরই অনুসরণ করবেন। লোকটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে এসে তাকে ঘটনা বলে এবং তারা উভয়ে যা বলেছেন তাও তাকে জানায়। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাদের উভয়ের অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হব এবং সঠিক পথে

টিকে থাকতে পারব না। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ ফয়সালাই দান করব। কন্যা পাবে অর্ধেক সম্পত্তি এবং পৌত্রী পাবে এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তি। এভাবে উভয়ের অংশ মিলে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে বোন (বু,দা,না,ই,দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু কায়েস আল-আওদীর নাম আবদুর রহমান, পিতা ছারওয়ান আল-কূফী। শোবাও এই হাদীস আবু কায়েসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

সহোদর ভাইদের মীরাস।

٢٠٤١. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ اِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ) وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَاِنَّ اَعْيَانَ بَنِى الْاُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ (يَرِثُوْنَ) دُوْنَ بَنِى الْعَلاَّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَاُمِّهِ دُوْنَ اَخِيْهِ لِاَبِيْهِ ·

২০৪১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাক ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْدَيْنٍ ·

“যা কিছু তোমরা ওসিয়াত কর বা যে ঋণ রয়েছে তা পূরণ করার পর.....”-(সূরা নিসা ঃ ১২)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াত পূর্ণ করার আগে ঋণ পরিশোধের ফয়সালা দিয়েছেন। সহোদর ভাই ওয়ারিস হবে বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইদের আগে (যদি মৃতের উভয় ধরনের ভাই বর্তমান থাকে)। সহোদর ভাই ওয়ারিস হবে, বৈপিত্রেয় ভাইর পূর্বে (ই,হা)।

বুনদার (র) ইয়াযীদ ইবনে হারুন-যাকারিয়া ইবনে আবু যাইদা-আবু ইসহাক-আল-হারিস-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٠٤٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْيَانَ بَنِى الْاُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِى الْعَلاَّتِ ·

২০৪২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, সহোদর ভাইরা পরস্পরের ওয়ারিস হবে, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই ওয়ারিস হবে না।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল আবু ইসহাক-আল-হারিস-আলী (রা) সূত্রেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। একদল বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস হারিসের সমালোচনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

কন্যাদের সাথে পুত্রদের মীরাস।

٢٠٤٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ وَاَنَا مَرِيْضٌ فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ كَيْفَ اَقْسِمُ مَالِىْ بَيْنَ وَلَدِىْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا فَنَزَلَتْ (يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ) اَلْاٰيَةَ .

২০৪৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি সালামা গোত্রে রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমি আমার ধন-সম্পদ আমার সন্তানদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করব? তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। ইতিমধ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ......

"তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের এই বিধান দিচ্ছেন—একজন পুরুষের অংশ দুইজন মহিলার অংশের সমান........" (সূরা নিসা ঃ ১১)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি শোবা, ইবনে উয়াইনা প্রমুখ-মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

বোনদের মীরাস।

٢٠٤٤. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَاَتَانِىْ رَسُوْلُ

اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ فَوَجَدَنِىْ قَدْ أُغْمِىَ عَلَىَّ فَاَتَانِىْ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَتَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِه فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه كَيْفَ اَقْضِىْ فِىْ مَالِىْ اَوْ كَيْفَ اَصْنَعُ فِىْ مَالِىْ فَلَمْ يُجِبْنِىْ شَيْئًا وَكَانَ لَهُ تِسْعُ اَخَوَاتٍ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ الْاٰيَةَ قَالَ جَابِرٌ فِىَّ نَزَلَتْ .

২০৪৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। আবু বাক্‌র (রা)-ও তাঁর সাথে আমাকে দেখতে আসেন। তাঁরা উভয়ে পদব্রজে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং উযুর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। আমার হুঁশ ফিরে এলো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে আমি কি করব? তিনি আমার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। (অধঃস্তন রাবী বলেন) তার নয়টি বোন ছিল। অবশেষে মীরাস সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হল ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ.......

"লোকেরা তোমার নিকট জানতে চায়। বল! আল্লাহ তোমাদেরকে কালালা সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন......" (সূরা নিসা ঃ ১৭৬)। জাবির (রা) বলেন, আমার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

আসাবার মীরাস।[২]

٢٠٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ

২। যেসব লোকের মীরাসী অংশ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাদেরকে যাবিউল ফুরূয বা আসহাবুল ফারাইদ বলে। তাদের সংখ্যা বার ঃ পিতা, দাদা, বৈপিত্রেয় ভাই, স্বামী, স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন, মা এবং দাদী-নানী। যেসব লোকের অংশ কুরআন-হাদীসে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, তবে যাবিউল ফুরূযদের দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা এদের দিতে বলা হয়েছে, এ জাতীয় হকদারকে আসাবা বলে। আসাবা কেবলমাত্র পুরুষরাই হয়ে থাকে। "ইলহাকুল ফারাইদা বিআহ্‌লিহা" বলতে যাবিউল ফুরূযদের বুঝানো হয়েছে এবং "আওলা রাজুলিন যাকার" বলতে আসাবাদের বুঝানো হয়েছে (অনু.)।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ ·

২০৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নির্ধারিত অংশ তার প্রাপককে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন কর (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আব্‌দ ইবনে হুমাইদ (র) আবদুর রায্‌যাক-ইবনে তাউস-তার পিতা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কতিপয় রাবী এটাকে ইবনে তাউসের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদার অংশ।

٢٠٤٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيٰي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ ابْنِيْ مَاتَ فَمَا لِيْ فِيْ مِيْرَاثِهِ قَالَ لَكَ سُدُسٌ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ اٰخَرُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ قَالَ اِنَّ السُّدُسَ الْاٰخَرَ طُعْمَةٌ ·

২০৪৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার এক পৌত্র মারা গেছে। তার পরিত্যক্ত সম্পদের আমি কি অংশ পাব? তিনি বলেন ঃ তুমি এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তিনি তাকে ডেকে বলেন ঃ তুমি আরো এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। সে যখন পুনরায় চলে যাচ্ছিল, তিনি তাকে আবার ডেকে বলেন ঃ পরবর্তী এক-ষষ্ঠাংশ তোমার জন্য অতিরিক্ত রিযিকস্বরূপ (অতিরিক্ত ওয়ারিস থাকলে তুমি তা পেতে না)।[৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩। মৃত ব্যক্তির দুই কন্যা ছিল। তাই দাদা যাবিউল ফুরূয হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ পাওয়ার পর অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ আসাবা হিসাবে পেয়েছে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
দাদী-নানীর অংশ।

٢٠٤٧. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ مَرَّةً قَالَ قَبِيْصَةُ وَقَالَ مَرَّةً رَجُلٌ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ اُمُّ الْاُمِّ وَاُمُّ الْاَبِ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ اِنَّ ابْنَ ابْنِىْ اَوْ ابْنَ بِنْتِىْ مَاتَ وَقَدْ اُخْبِرْتُ اَنَّ لِىْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقًّا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا اَجِدُ لَكِ فِى الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى لَكِ بِشَىْءٍ وَسَاَسْاَلُ النَّاسَ قَالَ فَسَاَلَ فَشَهِدَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهَا السُّدُسَ قَالَ وَمَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ فَاَعْطَاهَا السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْاُخْرَى الَّتِىْ تُخَالِفُهَا اِلٰى عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَنِىْ فِيْهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلَمْ اَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلٰكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ اَنَّ عُمَرَ قَالَ اِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا وَاَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

২০৪৭। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দাদী অথবা নানী আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসে বলল, আমার পৌত্র অথবা দৌহিত্র মারা গেছে। আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, কুরআনে আমার জন্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি কুরআনে তোমার জন্য নির্ধারিত কোন অংশ দেখতে পাচ্ছি না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তোমার (দাদীর প্রাপ্য অংশের) ব্যাপারে কোন ফয়সালা দিতে শুনিনি। অতএব আমি লোকদের কাছে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে নিব। তিনি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (দাদীকে) এক-ষষ্ঠাংশ দান করেছেন। তিনি বলেন, তোমার সাথে এটা আর কে শুনেছে? তিনি (মুগীরা) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)। রাবী বলেন, তিনি (আবু বাক্‌র) তাকে (দাদীকে) এক-ষষ্ঠাংশ দান করলেন। পরবর্তী কালে আর এক দাদী বা নানী উমার (রা)-র কাছে আসে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, মামার যুহ্‌রীর সূত্রে আমাকে আরো বলেছেন, কিন্তু আমি তা যুহ্‌রীর সূত্রে

কখনো মুখস্ত করিনি, বরং আমি মামারের সূত্রে তা মুখস্ত করেছি। উমার (রা) বলেন, তোমরা (দাদী-নানী) উভয়ে যদি জীবিত থাক তবে এটা (এক-ষষ্ঠাংশ) তোমাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের দুইজনের মধ্যে যদি একজন বর্তমান থাকে তবে এটা সে একাই পাবে।

٢٠٤٨. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْئٌ وَمَا لَكِ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئٌ فَارْجِعِيْ حَتّٰى اَسْاَلَ النَّاسَ فَسَاَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَاَنْفَذَهُ لَهَا اَبُوْبَكْرٍ قَالَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْاُخْرٰى اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْئٌ وَلٰكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَاِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَاَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

২০৪৮। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দাদী আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসে তার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি তাকে বলেন, তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবে কিছু নির্ধারিত নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেও তোমার সম্পর্কে কিছু নেই। তুমি চলে যাও, আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটি জেনে নেই। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলে মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি তাকে (দাদীকে) এক-ষষ্ঠাংশ দান করার ফয়সালা দিয়েছেন। তিনি (আবু বাক্‌র) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে আরো কেউ ছিল কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র অনুরূপ কথাই বলেন। অতএব আবু বাক্‌র (রা) তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেয়ার বিধান জারি করেন। পরবর্তী কালে অপর এক দাদী এসে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে তার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন,

আল্লাহ্র কিতাবে তোমার জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই। তবে তোমার জন্য ঐ এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত আছে। তোমরা (দাদী-নানী) যদি উভয়ে জীবিত থাক তবে এটা (এক-ষষ্ঠাংশ) তোমাদের উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে যদি একজন জীবিত থাকে তবে এটা সে একাই পাবে (দা,না,ই,আ,মা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
দাদীর পুত্রের সাথে একত্রে দাদীর মীরাস।

٢٠٤٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ فِى الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا اِنَّهَا اَوَّلُ جَدَّةٍ اَطْعَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ .

২০৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন এক দাদী সম্পর্কে বলেন যার পুত্রও তার সাথে জীবিত ছিল। সে ছিল প্রথম দাদী, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুত্রের বর্তমানে তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন (দার)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী দাদীকে তার পুত্রের বর্তমানে ওয়ারিস ঘোষণা করেছেন। তাদের অপর দল এক্ষেত্রে তাকে ওয়ারিস ঘোষণা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
মামার মীরাস।

٢٠٥٠. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَلِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلٰى اَبِىْ عُبَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَّنْ لاَ وَارِثَ لَهُ .

২০৫০। আবু উমামা ইবনে সুহাইল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার মারফতে আবু উবাইদা (রা)-কে লিখে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার অভিভাবক। যার অন্য কোন ওয়ারিস নাই, মামা তার ওয়ারিস (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠٥١. اَخْـبَرَنَا اِسْـحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْـبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثٌ مَن لاَ وَارِثَ لَهُ .

২০৫১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিস নাই (তার) মামা তার ওয়ারিস হবে (দার,না,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। একদল রাবী এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আইশা (রা)-র উল্লেখ করেননি। একদল সাহাবী মামা, খালা ও ফুফুকে ওয়ারিস গণ্য করেছেন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম যাবিল আরহাম (যারা আসাবাগণের অবর্তমানে ওয়ারিস হয়) ওয়ারিস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য এ হাদীস দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) যাবিল আরহামকে ওয়ারিস হিসাবে স্বীকার করেন না। তার মতে (যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের অবর্তমানে) মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারী কোষাগারে (বাইতুল-মালে) জমা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
ওয়ারিসহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে।

٢٠٥٢. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْـبِهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَهُوَ ابْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَـةَ اَنَّ مَوْلَى

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرُوْا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ قَالُوْا لاَ قَالَ فَادْفَعُوْهُ اِلَى بَعْضِ اَهْلِ الْقَرْيَةِ ·

২০৫২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক আযাদকৃত গোলাম খেজুর গাছের মাথা থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখ তার কোন ওয়ারিস আছে কি না? লোকেরা বলল, কেউ নেই। তিনি বলেন ঃ তার পরিত্যক্ত মাল গ্রামের কাউকে দিয়ে দাও (দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

মুক্তদাসের উত্তরাধিকার।

٢٠٥٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اِلاَّ عَبْدًا هُوَ اَعْتَقَهُ فَاَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَهُ ·

২০৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ওয়ারিসহীন অবস্থায় মারা যায়। তার একটি মুক্তদাস ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দান করেন (দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আলেমদের মতে, কোন ব্যক্তি আসাবা না রেখে (ওয়ারিসহীন অবস্থায়) মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি মুসলমানদের বাইতুল মালে (সরকারী তহ্‌বিলে) জমা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

মুসলমান ও কাফের পরস্পরের ওয়ারিসী স্বত্ব বাতিল।

٢٠٥٤. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

২০৫৪। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিম ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না এবং কাফের ব্যক্তিও মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না (বু,মু,দা,ই,মা)।[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি ইবনে আবু উমার-সুফিয়ান-যুহ্রী (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মামার প্রমুখ যুহ্রীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালেক (র) যুহ্রী-আলী ইবনুল হুসাইন-উমার ইবনে উসমান-উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালেকের বর্ণনা ভ্রান্তিপূর্ণ। এতে মালেকই ভুল করেছেন। কোন কোন রাবী এই হাদীস মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং আমর (উমার-এর স্থলে) বলেছেন। মালেকের অধিকাংশ শাগরিদ 'মালেক-উমার' বলেছেন। উসমান (রা)-এর সন্তানদের মধ্যে আমর প্রসিদ্ধ। উমার নামে তার কোন সন্তান ছিল না। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তবে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি (মীরাস) সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম বলেছেন, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার মুসলিম ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হবে। তাদের অপর দল বলেছেন, সেও মুসলমানদের ওয়ারিস হবে না এবং মুসলমানরাও তার ওয়ারিস হবে না। তারা উপরের হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈর এই মত।

٢٠٥٥. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .

২০৫৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস হবে না (আ,ই,দা)।

৪। কাফের কখনো মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না। এ ব্যাপারে সবাই একমত। জমহুর সাহাবী ও তাবিঈদের মতে কোন মুসলমানও কোন কাফেরের ওয়ারিস হবে না। মুআয ইবনে জাবাল, মুআবিয়া (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও মাসরূকের মতে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে, মুরতাদ ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় যা উপার্জন করেছে তা তার মুসলিম ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং মুরতাদ অবস্থায় যা উপার্জন করেছে তা বাইতুল মালে জমা হবে (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে আবু লাইলার সূত্রে জাবির (রা) বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

٢٠٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ ٠

২০৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না (ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই এ হাদীসটি জানা গেছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহকে পরিত্যক্ত বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল তাদের অন্যতম। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ (আবু হানীফাসহ) এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না, চাই সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করুক অথবা ভুলবশত হত্যা করুক। ইমাম মালেকের মতে, ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটে গেলে হত্যাকারী নিহতের ওয়ারিস হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
স্বামীর দিয়াতে স্ত্রীর ওয়ারিসী স্বত্ব।

٢٠٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْاَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا فَاَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنْ وَرِّثْ امْرَاَةَ اَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ٠

২০৫৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বললেন, দিয়াত (রক্তমূল্য) আকিলার উপর ধার্য হবে। স্ত্রী স্বামীর দিয়াতে ওয়ারিস হবে না। তখন দাহ্‌হাক ইবনে সুফিয়ান আল-কিলাবী (রা) তাকে বলেন যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লিখে পাঠিয়েছেন : "আস্‌ইয়াম আদ-দিবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস বানাও"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৮

মীরাস ওয়ারিসদের প্রাপ্য এবং আকিলা আসাবাদের উপর।

٢٠٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى فِىْ جَنِيْنِ امْرَاَةٍ مِّنْ بَنِىْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ ثُمَّ اِنَّ الْمَرْاَةَ الَّتِىْ قُضِىَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَاَنَّ عَقْلَهَا عَلٰى عَصَبَتِهَا .

২০৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিহ্‌য়ান গোত্রের এক স্ত্রীলোককে তার (অন্যের আঘাতে মৃত্যুজনিত কারণে) গর্ভপাতের দিয়াত হিসাবে একটি গোলাম অথবা একটি বাঁদী দেয়ার ফয়সালা দেন। যে স্ত্রীলোকটির উপর তিনি এই দিয়াত ধার্য করেন পরে সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে ফয়সালা দেন যে, এটা তার স্বামী ও পুত্রদের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং তার উপর ধার্যকৃত দিয়াত তার আসাবাগণের উপর বর্তাবে (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, ইউনুস (র) যুহ্‌রী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালেক-যুহ্‌রী-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মালেক-যুহ্‌রী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত।

অনুচ্ছেদ : ১৯

যে ব্যক্তি কারো হাতে মুসলমান হয় তার মীরাস সম্পর্কে।

٢٠٥٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَىْ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِه ٠

২০৫৯। তামীমুদ দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মুশরিক ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিধান কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে (মুসলিম ব্যক্তি) তার (নও-মুসলিমের) জীবনে-মরণে অন্য সব লোকের চেয়ে অধিক অগ্রগণ্য (আ,ই,দার,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্বের সূত্রেই জানতে পেরেছি। আবার কেউ ইবনে মাওহিব-তামীমুদ দারী (রা) সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এই হাদীসের সনদে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিব ও তামীমুদ দারী (রা)-র মাঝখানে কাবীসা ইবনে যুআইব (র)-কে যোগ করেছেন। কিন্তু তা যথার্থ নয়। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হামযা এ হাদীস আবদুল আযীয ইবনে উমার-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে কাবীসা ইবনে যুআইব-এর নাম যোগ করেছেন। আমার মতে এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, যে ব্যক্তির হাতে সে মুসলমান হয়েছে সে তার ওয়ারিস হবে। বিশেষজ্ঞদের অপর দল বলেছেন, তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল মালে জমা হবে। ইমাম শাফিঈর এই মত। তার দলীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস ঃ "যে ব্যক্তি গোলাম আযাদ করে সে-ই 'ওয়ালার' স্বত্বাধিকারী হবে"।

٢٠٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ اَوْ اَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لاَيَرِثُ وَلاَيُوْرَثُ ٠

২০৬০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন স্বাধীন স্ত্রীলোক অথবা বাঁদীর সাথে যেনা করলে (তার ফলে জন্ম নেয়া) সন্তান 'জারজ সন্তান' বলে গণ্য হবে। সে কারো ওয়ারিস হবে না এবং তারও কেউ ওয়ারিস হবে না।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে লাহীআ ছাড়াও অন্য রাবীগণ আমর ইবনে শুআইবের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ব্যভিচারজাত সন্তান তার জন্মদাতা পিতার ওয়ারিস হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

ওয়ালার ওয়ারিস কে হবে?

٢٠٦١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلاَءَ مَنْ يَّرِثُ الْمَالَ .

২০৬১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মালের ওয়ারিস হবে সে-ই ওয়ালার ওয়ারিস হবে (অর্থাৎ যে গোলাম আযাদ করার মূল্য পরিশোধ করবে সে-ই গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

ওয়ালার উপর মহিলাদের মীরাসি স্বত্ব।

٢٠٦٢. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ اَبُوْ مُوْسَى الْمُسْتَمْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْاَةُ تَحُوْزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِى لاَعَنَتْ عَلَيْهِ .

২০৬২।ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্ত্রীলোকেরা (এককভাবে) তিন ধরনের মীরাসী সম্পত্তির ওয়ারিস হতে পারে ঃ নিজের আযাদকৃত গোলামের, যে শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়ে সে তুলে নিয়ে লালন-পালন করেছে তার এবং যে শিশু সম্পর্কে সে লিআন করেছে তার (আ,দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে হারব-এর সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অধ্যায় ঃ ৩০

اَبْوَابُ الْوَصِيَّةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ওসিয়াত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

তিনের-একাংশ সম্পত্তিতে ওসিয়াত সীমাবদ্ধ।

٢٠٦٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَتِىْ اَفَاُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً اِلاَّ اُجِرْتَ فِيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا اِلَى فِىْ امْرَاَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِىْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِىْ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

২০৬৩। আমের ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাদ) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি কঠিনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম এবং মৃত্যুর আশংকা হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অঢেল ধন-সম্পদ আছে। একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছাড়া আমার আর কোন ওয়ারিস নাই।

আমি কি আমার সমস্ত সম্পদ ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বলেন ঃ না। আমি বললাম, তবে দুই-তৃতীয়াংশ মাল অসিয়াত করব কি? তিনি বলেন ঃ না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বলেন ঃ না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, এক-তৃতীয়াংশ করতে পার, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমার ওয়ারিসদের সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্র এবং অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। তুমি যাই খরচ করবে তার সওয়াব অবশ্যই পাবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটি তুমি তুলে দাও তার জন্যও তুমি সওয়াব পাবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি আমার হিজরত থেকে পিছনে পড়ে থাকব (মদীনায় ফিরে যেতে পারব না)? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি আমার পরেও বেঁচে থাক এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কাজই কর তাতে তোমার মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আশা করি তুমি আমার পরেও জীবিত থাকবে। বহু লোক তোমার দ্বারা উপকৃত হবে এবং বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করে দাও, তাদেরকে পিছনে ফিরিয়ে দিও না। সাদ ইবনে খাওলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দুঃখ প্রকাশ করতেন। তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন (বু,মু,দা,না,ই,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অপরাপর সূত্রেও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। কোন ব্যক্তির জন্য তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়াত করা ঠিক নয়। "তিনের-একাংশও অধিক" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্তব্যের আলোকে একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এক-তৃতীয়াংশের কম পরিমাণ ওসিয়াত করাই উত্তম বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন।

٢٠٦٤. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ جَدُّ هٰذَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ

يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَىَّ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَّصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ اِلٰى قَوْلِهِ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

২০৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক ষাট বছর ধরে আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কাজ করল। অতঃপর তাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তারা ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে তাদের জন্য দোযখের আগুন নির্ধারিত হয়ে যায়। (শাহর ইবনে হাওশাব বলেন) অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) আমার উপস্থিতিতে এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَّصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ .... ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

"যখন ওসিয়াত পূরণ করা হবে এবং (মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী) ঋণ পরিশোধ করা হবে। অবশ্য তা (ওসিয়াত) যেন ক্ষতিকর না হয়। ওসিয়াত সম্পর্কে এটা আল্লাহ্র নির্দেশ... প্রকৃতপক্ষে এটা বিরাট সাফল্য" (সূরা নিসা ঃ ১২, ১৩) (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আল-আশআস ইবনে জাবির থেকে যে নাসর ইবনে আলী হাদীস বর্ণনা করেন তিনি হলেন নাসর ইবনে আলী আল-জাহ্দামীর দাদা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

ওসিয়াত করার জন্য উৎসাহ প্রদান।

٢٠٦٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاحَقُّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَايُوْصٰى فِيْهِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ .

২০৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের কাছে ওসিয়াত করার মত কিছু থাকলে তার নিজের কাছে ওসিয়াতনামা লিখে না রেখে দুই রাতও অতিবাহিত করার অধিকার তার নাই (আ,ই,বু,মু,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। যুহ্‌রী-সালেম-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াত করেননি।

٢٠٦٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ قُلْتُ لابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَوْصٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَتِ الْوَصِيَّةُ وَكَيْفَ اَمَرَ النَّاسَ قَالَ اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ .

২০৬৬। তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (কিছু) ওসিয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে ওসিয়াত কি করে বিধিবদ্ধ হল এবং তিনি কিসের ভিত্তিতে লোকদের (ওসিয়াত করার) নির্দেশ দিলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তিনি ওসিয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন (বু,মু,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কেবল মালেক ইবনে মিগওয়ালের সূত্রেই আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়াত করা জায়েয নেই।

٢٠٦٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىُّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدْ اَعْطٰى لِكُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ وَمَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوِ انْتَمٰى اِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ التَّابِعَةُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ تُنْفِقُ امْرَاَةٌ مِّنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذٰلِكَ

أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ .

২০৬৭। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ বরকতময় ও প্রাচুর্যময় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হকদারের হক (নির্দিষ্ট করে) দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়াত করা জায়েয নয়। সন্তান বিছানার (মালিকের); আর যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভার আল্লাহ্‌র যিম্মায়। যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয় এবং যে গোলাম নিজের মনিব ছাড়া অন্য মনিবের পরিচয় দেয় তার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ অব্যাহতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত। স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘর থেকে কিছু খরচ করবে না। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বলেন ঃ এটা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ। তিনি আরো বলেন ঃ ধারের জিনিস ফেরতযোগ্য, মানীহা (দুধপানের জন্য ধার নেয়া পশু) ফেরতযোগ্য, ঋণ পরিশোধযোগ্য এবং যামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অপরাপর সূত্রেও আবু উমামা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনে খারিজা ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইরাক ও হিজাযবাসীদের থেকে ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশের একক বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি তাদের সূত্রে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সিরিয়াবাসীদের সূত্রে বর্ণিত তার হাদীসসমূহ অধিকতর সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি যে, বাকিয়্যার তুলনায় ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশের অবস্থা সন্তোষজনক। বাকিয়্যা সিকাহ রাবীদের সূত্রেও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি, আমি যাকারিয়া ইবনে আদীকে বলতে শুনেছি, আবু ইসহাক আল-ফাযারী বলেন, বাকিয়্যা সিকাহ রাবীদের সূত্রে যা বর্ণনা করেন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য যাদের সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করুন তা তোমরা গ্রহণ করো না।

٢٠٦٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَطَبَ عَلٰى نَاقَتِه وَاَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَاِنَّ لُعَابَهَا يَسِيْلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ اَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوِ انْتَمٰى اِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً ۔

২০৬৮। আমর ইবনে খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে উপবিষ্ট অবস্থায় ভাষণ দেন। আমি এর ঘাড়ের নীচে দাঁড়ানো ছিলাম। উষ্ট্রী জাবর কাটছিল এবং এর লালা আমার কাঁধের মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসদের জন্য অসিয়াত করা জায়েয নয়। সন্তান বৈধ বিছানার (মালিকের) এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (আ,না,ই,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমি আহ্‌মাদ ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, আমি শাহ্‌র ইবনে হাওশাব বর্ণিত হাদীসের কোন পরোয়া করি না। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে শাহর ইবনে হাওশাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন, ইবনে আওন তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনিই আবার হিলাল ইবনে আবু যয়নাব-শাহ্‌র ইবনে হাওশাব সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
ওসিয়াত পূর্ণ করার আগে দেনা পরিশোধ করতে হবে।

٢٠٦٩. حَدَّثَنَا بْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَاَنْتُمْ تَقْرَؤُنَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ ۔

২০৬৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াত পূর্ণ করার আগে ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তোমরা (কুরআনে) ঋণের পূর্বে ওসিয়াতের কথা পড়ে থাক (আ)।

আবু ঈসা বলেন, সব বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তাদের মতে ওসিয়াত পূর্ণ করার পূর্বে দেনা পরিশোধ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

মৃত্যুর সময় কেউ দান-খয়রাত করলে বা গোলাম আযাদ করলে।

٢٠٧٠. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ حَبِيْبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ اَوْصٰى اِلَىَّ اَخِىْ بِطَائِفَةٍ مِّنْ مَالِهٖ فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ اِنَّ اَخِىْ اَوْصٰى اِلَىَّ بِطَائِفَةٍ مِّنْ مَالِهٖ فَاَيْنَ تَرٰى لِىْ وَضْعَهُ فِى الْفُقَرَاءِ اَوِ الْمَسَاكِيْنَ اَوِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ اَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِيْنَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَثَلُ الَّذِىْ يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِىْ اِذَا شَبِعَ .

২০৭০। আবু হাবীবা আত-তাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভাই তার সম্পদের একটা অংশ আমার জন্য ওসিয়াত করে যান। আমি আবুদ দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমার ভাই তার সম্পত্তির একটা অংশ আমার জন্য ওসিয়াত করে গেছেন। এ ব্যাপারে আপনার কি মত? আমি কি তা ফকীর-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করব, না আল্লাহ্‌র পথের সৈনিকদের জন্য ব্যয় করব? তিনি বলেন, যদি আমি হতাম তবে এ ব্যাপারে আমি মুজাহিদদের মোকাবেলায় অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় (গোলাম) আযাদ করে সে হচ্ছে এমন ব্যক্তির মত যে তৃপ্তি সহকারে আহারের পর উপঢৌকন দেয় (আ,না,দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

আযাদকারী ওয়ালাআর স্বত্বাধিকারী।

٢٠٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ فِىْ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِىْ اِلٰى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ لِىْ وَلاَؤُكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لاَهْلِهَا فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَلْتَفْعَلْ فَذَكَرَتْ

ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْتَاعِىْ فَاَعْتِقِىْ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ ٠

২০৭১। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আইশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন। বারীরা (রা) নিজের মুক্তির চুক্তিপত্রের ব্যাপারে আইশা (রা)-র কাছে তার সাহায্য প্রার্থনা করতে আসেন। এ পর্যন্ত তিনি তার চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী কিছুই পরিশোধ করতে সক্ষম হননি। আইশা (রা) তাকে বলেন, তুমি তোমার মালিক পরিবারে ফিরে যাও। তারা যদি রাজী হয় যে, আমি তোমার চুক্তিপত্রে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করব এবং তোমার 'ওয়ালাআর' হকদার আমি হব, তবে আমি মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছি। তিনি ফিরে গিয়ে তার মালিক পরিবারের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন। কিন্তু তারা এ শর্তে রাজী হল না। তারা বলল, যদি তিনি সওয়াবের আশায় তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তোমার ওয়ালাআর অধিকারী আমরা হব তবে এই শর্তে আমরা রাজী আছি এবং তিনি তা করতে পারেন। তিনি (আইশা) এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করে সে-ই ওয়ালাআর মালিক হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ লোকদের কি হল! তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্র কিতাবে নাই। যে ব্যক্তি এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্র কিতাবে নাই সেরূপ শর্ত তার কোন উপকারে আসবে না, সে শতবার শর্ত আরোপ করলেও (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আইশা (রা) থেকে এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে আযাদকারীই ওয়ালাআর স্বত্বাধিকারী হবে।

অধ্যায় ঃ ৩১

اَبوابُ الولاءِ والهِبَةِ عَن رسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وَسلّمَ

(ওয়ালাআ ও হেবা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

যে আযাদ করে সে-ই ওয়ালাআর মালিক।

٢٠٧٢. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطُوْا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْطَى الثَّمَنَ اَوْ لِمَنْ وَلِىَ النِّعْمَةَ ·

২০৭২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু মালিক পক্ষ নিজেদের জন্য ওয়ালাআর শর্ত আরোপ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মূল্য পরিশোধ করে অথবা যে নিআমতের (আযাদকৃতের) মালিক সে-ই ওয়ালাআর অধিকারী (বু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

ওয়ালাআ-স্বত্ব বিক্রয় করা বা হেবা করা নিষেধ।

٢٠٧٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ·

২০৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালাআ-স্বত্ব বিক্রয় অথবা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে জানতে পেরেছি। তিনি ওয়ালাআ

বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন। শোবা, সুফিয়ান সাওরী ও মালেক ইবনে আনাস (র) উপরোক্ত হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শোবা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার যখন এ হাদীস বর্ণনা করেন তখন আমি মনে মনে আকাঙক্ষা করছিলাম যে, তিনি অনুমতি দিলে আমি উঠে গিয়ে তার মাথায় চুমু খেতাম। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম এই হাদীস উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উমার-নাফে-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বিভ্রান্তি আছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম এতে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। সহীহ সনদ হল উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একাধিক রাবী উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

নিজের মনিব অথবা পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের মনিব অথবা পিতা বলে দাবি করা।

٢٠٧٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ اِلاَّ كِتَابَ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةَ صَحِيْفَةٌ فِيْهَا اَسْنَانُ الْاِبِلِ وَاَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَابَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً وَمَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلاَعَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ .

২০৭৪। ইবরাহীম আত-তাইমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমাদের কাছে আল্লাহ্র কিতাব এবং এই পুস্তিকা যার মধ্যে উটের বয়সের বিবরণী ও জখমের ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে তা ব্যতীত আরো কোন কিতাব

আছে সে মিথ্যাবাদী। তিনি তার ভাষণে আরো বলেন, এই পুস্তিকায় আরো আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আইর পাহাড় থেকে সাওর পর্বত পর্যন্ত মদীনার হেরেমের সীমা। যে ব্যক্তি এর মধ্যে কোন বিদআতের প্রচলন করবে অথবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কোন ফরজ বা নফল ইবাদতই কবুল করবেন না। যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে দাবি করে (নিজের বংশপরিচয় গোপন করে অন্য বংশের পরিচয় দেয়) অথবা নিজের মনিবকে পরিত্যাগ করে অন্য মনিবের কাছে ভেগে যায় তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার ফরজ বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না। মুসলমানদের যিম্মা প্রদান এক বরাবর ও অখণ্ড। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তি (কাউকে) আশ্রয় দান করলে তাও রক্ষা করা হবে (বু,মু,আ,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। উপরোক্ত হাদীস আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় রাবী আমাশ-ইবরাহীম আত-তাইমী-হাবিশ ইবনে সুওয়াইদ-আলী (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

কোন ব্যক্তি নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করলে।

٢٠٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ فَزَارَةَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَاَتِيْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا اَوْرَقُ قَالَ نَعَمْ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ اَنّٰى اَتَاهَا ذٰلِكَ قَالَ لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا قَالَ فَهٰذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ .

২০৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তোমার উট আছে কি ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ সেগুলোর বর্ণ কি? সে বলল, লাল। তিনি বলেন ঃ সেগুলোর মধ্যে ধুসর বর্ণের উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ সেগুলোর মধ্যে ধুসর বর্ণের কয়েকটি উট আছে। তিনি বলেন ঃ সেগুলোর এই রং কোথা থেকে এল ? সে বলল, সম্ভবত তা বংশধারা থেকে এসেছে (এই বংশে এরূপ কোন উট ছিল হয়ত)। তিনি বলেন ঃ সম্ভবত এটাও বংশধারার টান, (তোমার) পূর্বপূরুষের মধ্যে এরূপ কেউ ছিল (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
চেহারা ও গঠন-প্রকৃতি দেখে বংশ নির্ণয় (কিয়াফা)।

٢٠٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ اٰنِفًا اِلٰى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ هٰذِهِ الْاَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ .

২০৭৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে উৎফুল্ল অবস্থায় প্রবেশ করেন। তাঁর মুখমণ্ডলের রেখাগুলো বিদ্যুতের ন্যায় চকচক করছিল। তিনি বলেন ঃ তুমি কি দেখনি! এইমাত্র একজন নৃতত্ত্ববিদ যায়েদ ইবনে হারিসা ও উসামা ইবনে যায়েদকে দেখে বলল, এগুলো একটি থেকে আর একটি উদগত হয়েছে (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইবনে উয়াইনা এ হাদীস যুহ্রী-উরওয়া-আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে, "তুমি কি দেখনি! একজন বংশবিশারদ যায়েদ ইবনে হারিসা ও উসামা ইবনে যায়েদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদের উভয়ের মাথা ঢাকা ছিল কিন্তু তাদের পা উন্মুক্ত ছিল। সে বলল, এ পাগুলো একটি থেকে অপরটি উদগত"। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান প্রমুখ-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-যুহ্রী-উরওয়া-আইশা (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য লক্ষণ বা চিহ্নকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে এ হাদীস পেশ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপঢৌকন আদান-প্রদানে উৎসাহ দিতেন।

٢٠٧٧. حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوْا فَاِنَّ الْهَدِيَةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْشِقَّ فِرْسَنِ شَاةٍ .

২০৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা একে অপরকে উপহার দাও। উপহার মনের ময়লা দূর করে। এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে বকরীর পায়ের এক টুকরা ক্ষুর হলেও তা উপহার দিতে যেন অবহেলা না করে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম আবু মিশারের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। আবু মিশারের নাম নাজীহ, বানূ হাশিমের মুক্তদাস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
দান করে তা ফেরত নেয়া আপত্তিকর।

٢٠٧٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُكَتِّبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَالْكَلْبِ اَكَلَ حَتّٰى اِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِىْ قَيْئِهِ .

২০৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয় সে কুকুর সমতুল্য, যে পেট পুরে খাওয়ার পর বমি করে, পুনরায় ফিরে এসে তা গলাধঃকরণ করে (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُّعْطِىَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِىْ وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِىْ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ اَكَلَ حَتّٰى اِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِىْ قَيْئِهِ .

২০৭৯। ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য উপহার দিয়ে তা পুনরায় ফেরত নেয়া হালাল নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে দেয়া উপহার ফেরত নিতে পারে। যে ব্যক্তি উপহার দিয়ে বা দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয় সে কুকুর সমতুল্য। যেমন কুকুর পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে এবং পুনরায় তা খায় (আ,দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম শাফিঈ বলেন, দানকারীর জন্য তার দানকৃত বস্তু পুনরায় ফেরত নেয়া হালাল নয়। তবে পিতার জন্য তা হালাল অর্থাৎ সে তার সন্তানকে কিছু দান করে তা পুনরায় ফেরত নিতে পারে। ইমাম শাফিঈ এ হাদীস তার মতের অনুকূলে দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৩২

اَبْوَابُ الْقَدْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(তাকদীর)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

তাকদীর সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করা নিষেধ।

٢٠٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَلَّا تَتَنَازَعُوْا فِيْهِ .

২০৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে দেখলেন যে, আমরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছি। তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল এবং তাঁর দুই গালে যেন ডালিম নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমরা কি এজন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছ, না আমি তোমাদের প্রতি এটা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যখনই এ বিষয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে তখনই ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদেরকে দৃঢ় সংকল্পের সাথে বলছি ঃ তোমরা যেন কখনো এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও।

এ অনুচ্ছেদে আমর, আইশা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গরীব। সালেহ আল-মুররীর বর্ণনা ছাড়া আমরা এ ব্যাপারে আর কিছু জানি না। তার আরও কিছু গরীব পর্যায়ভুক্ত একক বর্ণনা আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর পারস্পরিক বিতর্ক।

٢٠٨١. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى يَا اٰدَمُ اَنْتَ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِه وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِه اَغْوَيْتَ النَّاسَ وَاَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ اٰدَمُ وَاَنْتَ مُوْسَى الَّذِىْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلاَمِه اَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضَ قَالَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى ٠

২০৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (রূহ্ জগতে) আদম (আ) ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হন। মূসা (আ) আদম (আ)-কে বলেন ঃ আপনি তো সেই আদম, যাঁকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রূহ্ সঞ্চার করেছেন। আর আপনিই মানবজাতির বিপথগামী ও তাদের বেহেশত থেকে বহিষ্কারের কারণ হলেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর আদম (আ) বলেন ঃ আপনিই তো মূসা, আল্লাহ আপনাকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন। আপনি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য অভিযুক্ত করছেন, যা করার সিদ্ধান্ত আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ আমার জন্য লিখে রেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর সেই বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে উমার ও জুনদুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং সুলায়মান আত-তাইমী-আমাশ সূত্রে গরীব। আর আমাশের কতক শাগরিদ-আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আর কতক রাবী আমাশ-আবু সালেহ-আবু সাঈদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য।

٢٠٨٢. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيْهِ اَمْرٌ مُبْتَدَعٌ اَوْ مُبْتَدَأٌ اَوْ فِيْمَا قَدْ فُرِغَ

مِنْهُ فَقَالَ فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَانَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَانَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ .

২০৮২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমলের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আমরা যা করি তা কি নতুনভাবে ঘটল না পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে? তিনি বলেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তা পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে। আর প্রত্যেকের করণীয় বিষয় আয়াসসাধ্য করে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই নেকীর কাজ করে আর দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি দুর্ভাগ্যজনক কাজই করে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী, হুযাইফা ইবনে উসাইদ, আনাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٢٠٨٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنْكُتُ فِى الْاَرْضِ اِذْ رَفَعَ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ قَدْ عُلِمَ وَقَالَ وَكِيْعٌ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا اَفَلاَ نَتَّكِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

২০৮৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি কাঠির সাহায্যে মাটিতে দাগ কাটছিলেন। হঠাৎ আসমানের দিকে মাথা তুলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা দোযখে বা বেহেশতে চিহ্নিত করে বা লিখে রাখা হয়নি। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে আমরা কি (সেই লেখার উপর) নির্ভর করে থাকবো না? তিনি বলেন ঃ না, বরং কাজ করতে থাকো। কেননা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেই কাজ সহজ করে দেয়া হয় (বু, মু)।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

১. এই প্রসংগে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য ঃ
"যে ব্যক্তি দান করেছে, সাবধান হয়েছে এবং ভাল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার জন্য আমি তা সহজ করে দিয়েছি" (সূরা আল-লাইল ঃ ৫-৭)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
আমল শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

٢٠٨٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ فِيْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَ يُؤْمَرُ بِاَرْبَعٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَوَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا .

২০৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন, আর তিনি তো সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার মায়ের গর্ভে (জমাট বাঁধা) শুক্ররূপে সমন্বিত হতে থাকে, অতঃপর চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ডরূপে বিরাজ করে, অতঃপর অনুরূপ দিনে গোশতপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তার মধ্যে রূহ সঞ্চার করেন। আর তাকে চারটি বিষয় সম্পর্কে আদেশ করা হয়। সুতরাং সেই ফেরেশতা লিখেন তার রিযিক, মৃত্যু, তার কার্যক্রম এবং সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা– এই বিষয়গুলো। সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! তোমাদের মধ্যে কেউ বেহেশতীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও বেহেশতের মাঝখানে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার সামনে তার সেই তাকদীরের লেখা উপস্থিত হয়, তখন সে দোযখীদের আমলের উপর নিঃশেষ হয়, ফলে সে দোযখেই প্রবেশ করে। আর তোমাদের কেউ দোযখীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও দোযখের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার সামনে তাকদীরের

সেই লেখা এসে হাযির হয় এবং বেহেশতীদের আমলের উপর তার পরিসমাপ্তি ঘটে, ফলে সে বেহেশতে প্রবেশ করে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-আমাশ-যায়েদ ইবনে ওয়াহ্ব-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন....পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই সনদসূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। রাবী বলেন, আমি আহ্মাদ ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, আমি আহ্মাদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানের মত ব্যক্তিত্ব নিজের চোখে আর দেখিনি। শোবা ও সাওরীও আমাশের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
প্রত্যেক শিশু প্রকৃতিগত স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে।

٢٠٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رَبِيْعَةَ الْبُنَانِيُّ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْمِلَّةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُشَرِّكَانِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ بِهِ ·

২০৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেকটি সন্তান আল্লাহ্‌র অনুগত হিসাবে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খৃস্টান অথবা মুশরিক বানায়। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যেসব সন্তান এর পূর্বেই (শিশু অবস্থায়) মারা যায়? তিনি বলেন ঃ তারা (বেঁচে থাকলে) কি আমল করত সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত (বু, মু)।

আবু কুরাইব ও হাসান ইবনে হুরাইস-ওয়াকী-আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আর এই হাদীসে "ইউলাদু আলাল-মিল্লাতি"-এর স্থলে "ইউলাদু আলাল ফিতরাতি" (প্রকৃতিগত স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে) বাক্য এসেছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা ও অন্যান্যরা

আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতেও "ইউলাদু আলাল ফিতরাতি" উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

দোয়া ব্যতীত তাকদীর রদ হয় না।

٢٠٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ وَسَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ الضُّرَيْسِ عَنْ اَبِىْ مَوْدُوْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ الاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ الاَّ الْبِرُّ .

২০৮৬। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোয়া ব্যতীত আর কিছুই তাকদীর রদ করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত আর কিছুই আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে না (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু উসাইদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং সালমান (রা)-র বর্ণনা হিসাবে গরীব। কেবল ইয়াহ্ইয়া ইবনুদ দুরাইসের সূত্রে আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবু মাওদূদ দুই ব্যক্তি। এতদুভয়ের একজনের নাম ফিদ্দাহ, আল-বসরী যিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরজন হলেন আবদুল আযীয ইবনে আবু সুলাইমান আল-মাদানী। আর তারা ছিলেন সমসাময়িক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

সমস্ত অন্তর আল্লাহ্র দুই আংগুলের মাঝে অবস্থিত।

٢٠٨٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِكَ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّٰهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ .

২০৮৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই এই দোয়া করতেন ঃ হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর মজবুত (দৃঢ়) রাখো। আমি বললাম, হে

আল্লাহ্‌র নবী! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে কোনরূপ আশংকা করেন? তিনি বলেনঃ হাঁ, কেননা সমস্ত অন্তরই আল্লাহ্‌র আংগুলসমূহের মধ্যকার দু'টি আংগুলের মাঝখানে রয়েছে। তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন (ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে নাওয়াস ইবনে সাম্‌আন, উম্মু সালামা, আইশা ও আবূ যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। একাধিক রাবী আমাশ-আবূ সুফিয়ান-আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আমাশ-আবূ সুফিয়ান-জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা)-র সূত্রে আবূ সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ্‌।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

আল্লাহ বেহেশতী ও দোযখীদের জন্য একটি করে কিতাব লিখে রেখেছেন।

٢٠٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِىْ قَبِيْلٍ عَنْ شُفَىِّ بْنِ مَاتِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ فَقُلْنَا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ اَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيْهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِىْ فِىْ شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ النَّارِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيْهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُم اَبَدًا فَقَالَ اَصْحَابُهُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ اَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَاِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ وَاِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِّنَ الْعِبَادِ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ٠

২০৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে দু'টি কিতাব নিয়ে আমাদের কাছে এসে বলেন ঃ তোমরা কি জান এই দু'টি কিতাব সম্পর্কে ? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহ্র রাসূল! তবে আপনি আমাদের অবহিত করুন। তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইশারা করে বলেন ঃ এটা রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এতে বেহেশতীদের সকলের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম ও তাদের বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর শেষে এর যোগফল রয়েছে এবং এতে হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। অতঃপর তিনি তাঁর বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইশারা করে বলেন ঃ এটাও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এতে দোযখীদের সকলের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম ও বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। তাঁর সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! বিষয়টি যদি এরূপ চূড়ান্তই হয়ে গিয়ে থাকে তবে আর আমলের কি দরকার? তিনি বলেন ঃ তোমরা সত্য পথে থেকে ঠিকভাবে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা বেহেশতী ব্যক্তির অন্তিম কাজ বেহেশতীদের কাজই হবে, আগে সে যে আমলই করে থাকুক না কেন। আবার দোযখী ব্যক্তির অন্তিম আমল দোযখীদের আমলই হবে, আগে সে যে আমলই করে থাকুক না কেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে ইশারা করেন এবং কিতাব দু'টি ফেলে দিয়ে বলেন ঃ তোমাদের রব তাঁর বান্দাদের কাজ চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। একদল যাবে বেহেশতে আর অপর দল দোযখে (আ, না)।

কুতাইবা-বাক্র ইবনে মুদার-আবু কাবীল (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আর আবু কাবীলের নাম হুবাই ইবনে হানী।

٢٠٨٩. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيْلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ .

২০৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ করতে চাইলে তাকে কাজ করার সুযোগ দেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে তিনি তাকে কাজ করতে দেন? তিনি বলেন ঃ তিনি সেই বান্দাকে মৃত্যুর পূর্বে সৎকাজ করার তওফীক দান করেন (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
রোগ সংক্রমণ, পেঁচকের ডাক বা সফর মাস সম্পর্কে অশুভ ধারণা ঠিক নয়।

٢٠٩٠. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ يُعْدِيْ شَيْءٌ شَيْئًا فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْبَعِيْرُ اَجْرَبُ الْحَشْفَةِ يُدْنِيْهِ فَيَجْرَبُ الْاِبِلَ كُلَّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ اَجْرَبَ الْاَوَّلَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ خَلَقَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا ٠

২০৯০। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ কোন কিছুই অন্য কিছুকে সংক্রমণ করতে পারে না। জনৈক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লিংগে চর্মরোগযুক্ত উট সব উটকেই তো চর্মরোগাক্রান্ত করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে প্রথম উটটিকে কে চর্মরোগাক্রান্ত করেছিল? ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই এবং সফর মাসকেও অশুভ মনে করার কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবনকাল, রিযিক ও বিপদাপদ সবকিছু লিখে দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে সাফওয়ান আস-সাকাফী আল-বসরীকে বলতে শুনেছি, আমি আলী ইবনুল মাদীনীকে বলতে শুনেছি ঃ আমি রুকনে য়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলতে পারি যে, আমি আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দীর চাইতে বড় আলেম আর দেখিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
তাকদীর ও তার ভাল-মন্দের উপর ঈমান।

٢٠٩١. حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ ·

২০৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাকদীর ও তার ভাল-মন্দের উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না। এমনকি তার নিশ্চিত প্রত্যয় থাকতে হবে যে, যা তার ভাগ্যে ঘটার আছে তা কখনো তাকে ত্যাগ করবে না এবং যা তার ভাগ্যে ঘটার নয় তা তাকে কখনও স্পর্শ করতে পারবে না (আ,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে উবাদা, জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে মাইমূনের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাইমূন হাদীস বর্ণনার বেলায় মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)।

٢٠٩٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ ·

২০৯২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই ঈমানদার হতে পারবে না ঃ (১) সে এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন; (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে; (৩) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে ঈমান আনবে এবং (৪) তাকদীরের উপর ঈমান আনবে।

মাহমূদ ইবনে গাইলান-নাদর ইবনে শুমাইল-শোবা (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এই সূত্রে রিবঈ জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আবু দাউদ-শোবা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি নাদর বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। আরো একাধিক রাবী মানসূর-রিবঈ-আলী (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জারূদ আমাদের বলেছেন, আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি ঃ আমি অবগত হয়েছি যে, রিবঈ

ইবনে হিরাশ (খিরাশ) তার ইসলামী জীবনধারা সম্পর্কে কখনও একটি মিথ্যা কথাও বলেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
যার যেখানে মৃত্যু অবধারিত, সেখানেই তার মৃত্যু হবে।

٢٠٩٣. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ اَنْ يَّمُوْتَ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ اِلَيْهَا حَاجَةً .

২০৯৩। মাতার ইবনে উকামিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তির যে স্থানে মৃত্যু অবধারিত করেন, তখন সে স্থানে যাওয়ার জন্য তার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আবু আয্‌যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। এই হাদীস ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাতার ইবনে উকামিস (রা)-র আর কোন হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই। মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান মুআম্মাল ও আবু দাউদ আল-হুফারী-সুফিয়ান (র) সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠٩٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ عَزَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ اَنْ يَّمُوْتَ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ اِلَيْهَا حَاجَةً اَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً .

২০৯৪। আবু আয্‌যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দার মৃত্যু কোন স্থানে হওয়ার ফয়সালা করেন তখন তার জন্য সে স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্। আবু আয্‌যা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন। তার নাম ইয়াসার ইবনে আব্‌দ। আবুল মালীহ-এর নাম আমের ইবনে উসামা ইবনে উমাইর আল-হুযালী। তিনি যায়েদ ইবনে উসামা নামেও কথিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

ঝাড়ফুঁক বা ঔষধ কোন কিছুই আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীর রদ করতে পারে না।

٢٠٩٥. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ بْنِ اَبِيْ خِزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا فَقَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ .

২০৯৫। আবু খিযামা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আমরা এই যে ঝাড়ফুঁক করাই বা ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসা গ্রহণ করি বা অন্য কোন উপায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করি এগুলো কি আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীরের কিছু রদ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন ঃ তোমাদের এসব চেষ্টা-তদবীরও আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্গত (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি যুহ্রী ছাড়া আরো কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। অবশ্য একাধিক রাবী এ হাদীসটি সুফিয়ান (র) যুহরী-আবু খিযামা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ। আর যুহ্রী (র) আবু খিযামা-তার পিতার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

তাকদীরে অবিশ্বাসী কাদারিয়াদের সম্পর্কে।

٢٠٩٦. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيْبٍ وَعَلِيِّ بْنِ نِزَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِيْ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْاِسْلَامِ نَصِيْبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ .

২০৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের দুই ধরনের লোক, যাদের জন্য ইসলামের কোন অংশ নেই ঃ মুরজিআ ও কাদারিয়া (ই)।[২]

২. তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে দু'টি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে ঃ কাদারিয়া ও জাবারিয়া বা মুরজিআ। কাদারিয়া সম্প্রদায়ের লোক তাকদীরকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাদের মতে মানুষের কাজের স্রষ্টা মানুষই। এ ব্যাপারে তারা পূর্ণ স্বাধীন। জাবারিয়াদের মতে মানুষের

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে উমার, ইবনে উমার ও রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি সহীহ, হাসান ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে-মুহাম্মাদ ইবনে বিশর-সাল্লাম ইবনে আবু আমরাহ-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে বিশর-আলী ইবনে নিযার–নিযার-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

(বার্ধক্য ও মৃত্যুর বিপদ অনতিক্রম্য)।

٢٠٩٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ ابْنِ اٰدَمَ وَاِلٰى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ مَنِيَّةً اِنْ اَخْطَاَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِى الْهَرَمِ حَتّٰى يَمُوْتَ .

২০৯৭। আবদুল্লাহ (র) থেকে তাঁর পিতা শিখ্‌খীর (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম-সন্তানের রূপক আকৃতির সাথে তার পাশেই থাকে নিরানব্বই ধরনের মৃত্যু ঘটার মত বিপদ। সে এসব বিপদ অতিক্রম করে যেতে পারলে উপনীত হয় বার্ধক্যে, অবশেষে মারা যায় (বার্ধক্য ও মৃত্যুর বিপদ থেকে আর বাঁচতে পারে না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ সূত্র ব্যতীত হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। রাবী আবুল আওয়ামের নাম ইমরান আল-কাত্তান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

আল্লাহ্‌র ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

٢٠٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ

কাজের উপর মানুষের কোন হাত নেই, মানুষ আল্লাহ্‌র হাতে সম্পূর্ণ যন্ত্রের ন্যায় অসহায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে উপরে বর্ণিত উভয় মতই ভ্রান্ত।

অভ্রান্ত ও সত্য মত হল মানুষের মধ্যে এমন একটি গুণ বা যোগ্যতা আছে, যা দ্বারা সে ভালো-মন্দের যে কোন একটি বেছে নিতে পারে। একে বলে এখতিয়ার (স্বাধীন ক্ষমতা)। এ স্বাধীন ক্ষমতা দ্বারা মানুষ যখন ভালো-মন্দের একটিকে বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্ তার সে কাজ সৃষ্টি করেন। সুতরাং মানুষ কিন্তু খালেক নয়, খালেক স্বয়ং আল্লাহ। কসবের (কর্ম সম্পাদনের) ব্যাপারে মানুষের যে স্বাধীনতা আছে, তা দ্বারা তাকদীর পরিবর্তিত হয়ে যায়। হাদীসে আছে "একমাত্র দোয়া দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয়" (অনু.)।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اِسْتِخَارَةَ اللّٰهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ ۔

২০৯৮। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের জন্য আল্লাহ যা ফয়সালা করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাই হল তার সৌভাগ্য। আর আল্লাহ্র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা ত্যাগ করাই হচ্ছে তার দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহ্র ফয়সালার উপর নাখোশ হওয়াও তার দুর্ভাগ্য (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। তাকে হাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদও বলা হয়। তিনি হলেন আবু ইবরাহীম আল-মাদানী। হাদীসবেত্তাদের মতে তিনি তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
(তাকদীর অবিশ্বাসীদের পরিণতি)।

٢٠٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ صَخْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ فُلاَنًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ فَقَالَ لَهُ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ قَدْ اَحْدَثَ فَلاَ تُقْرِئْهُ مِنِّى السَّلاَمَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوْ فِىْ اُمَّتِى الشَّكُّ مِنْهُ خَسْفٌ اَوْ مَسْخٌ اَوْ قَذْفٌ فِىْ اَهْلِ الْقَدَرِ ۔

২০৯৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি জানতে পারলাম, সে নাকি বিদ্আতী। সত্যিই যদি সে তাই হয় তবে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম বলবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের কাদারিয়া আকীদা পোষণকারীদের মধ্যে ঘটবে ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণ (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবু সাখরের নাম হুমাইদ ইবনে যিয়াদ।

٢١٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَّمَسْخٌ وَذٰلِكَ فِى الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ .

২১০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে তাকদীরে অবিশ্বাসীদের উপর ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতির বিপদ সংঘটিত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

(তাকদীর অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ ও নবীগণের অভিসম্পাত)।

٢١٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الْمَوَالِى الْمُزَنِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ نَبِىٍّ كَانَ اَلزَّائِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ بِذٰلِكَ مَنْ اَذَلَّ اللّٰهُ وَيُذِلَّ مَنْ اَعَزَّ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرَمِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِىْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِىْ .

২১০১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছয় শ্রেণীর লোককে আমি অভিসম্পাত করছি। আল্লাহ তাআলা এবং সকল নবী (আ) এদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তারা হল ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবের বিকৃতিসাধনকারী, আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর অস্বীকারকারী, আল্লাহ যাকে অপদস্ত করেছেন তাকে সম্মানিত করার এবং যাকে ইজ্জত দান করেছেন তাকে অপমান করার জন্য শক্তিবলে ক্ষমতা দখলকারী, আল্লাহ্‌র হেরেমে (হেরেম শরীফে) রক্তপাতকারী, আমার বংশধরের রক্তপাত আল্লাহ হারাম করেছেন তার রক্তপাতকারী এবং আমার প্রদর্শিত পথ (সুন্নাত) ত্যাগকারী।

আবু ঈসা বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবুল মাওয়ালী উপরোক্ত হাদীস উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মাওহিব-আমরা-আইশা (রা)-নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, হাফ্স ইবনে গিয়াস প্রমুখ-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মাওহিব-আলী ইবনুল হুসাইন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এই সূত্রটিই অধিকতর সহীহ।

٢١٠٢. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّ اَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُوْلُوْنَ فِى الْقَدَرِ قَالَ يَا بُنَىَّ اَتَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَاِ الزُّخْرُفَ قَالَ فَقَرَاْتُ حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ وَاِنَّهُ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ فَقَالَ اَتَدْرِىْ مَا اُمُّ الْكِتَابِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَقَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ الْاَرْضَ فِيْهِ اِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَفِيْهِ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ قَالَ عَطَاءٌ فَلَقِيْتُ الْوَلِيْدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلْتُهُ مَا كَانَ وَصِيَّةُ اَبِيْكَ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ دَعَانِىْ اَبِىْ فَقَالَ لِىْ يَا بُنَىَّ اِتَّقِ اللّٰهَ وَاعْلَمْ اَنَّكَ اَنْ تَتَّقِى اللّٰهَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَاِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اُكْتُبْ فَقَالَ مَا اَكْتُبُ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ ·

২১০২। আবদুল ওয়াহিদ ইবনে সুলাইম (র) বলেন, আমি মক্কায় গিয়ে আতা ইবনে আবু রাবাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! বসরাবাসীরা তো তাকদীর সম্পর্কে এরূপ অস্বীকারমূলক কথা বলছে। তিনি বলেন, হে বৎস! তুমি কি কুরআন তিলাওয়াত কর? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, তাহলে সূরা 'যুখরুফ' তিলাওয়াত কর। তিনি বলেন, তখন আমি এ আয়াত পাঠ করলাম ঃ "হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! নিশ্চয়ই আমরা তা নাযিল করেছি

আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার। তা সংরক্ষিত রয়েছে আমার নিকট একটি মূল কিতাবে, এতো অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মহান বিজ্ঞানময়" (সূরা যুখরুফ ঃ ১-৪)।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি জান, মূল কিতাব কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তা একটি মহাগ্রন্থ যা আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাতে এ কথা লেখা আছে যে, ফিরআওন দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে এ কথাও লেখা আছে যে, আবু লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে। আতা (র) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর পুত্র ওয়ালীদের সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনার পিতা তার মৃত্যুর সময় আপনাকে কি কি ওসিয়াত করে গেছেন? তিনি বলেন, তিনি আমাকে কাছে ডেকে বলেন, হে বৎস! আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর জেনে রাখ, তুমি যতক্ষণ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান না আনবে এবং তাকদীর ও তার ভালো-মন্দের উপর ঈমান না আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্‌র ভয় অর্জন করতে পারবে না। এ বিশ্বাস ছাড়া তোমার মৃত্যু হলে তুমি দোযখী হবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন ঃ লিখ। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বলেন ঃ তাকদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সব কিছুই।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি উপরোক্ত সনদসূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

(আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর নির্ধারিত হয়েছে)।

٢١٠٣. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْبَاهِلِيُّ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَدَّرَ اللّٰهُ الْمَقَادِيْرَ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ .

২১০৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ মাখলূকাতের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٢١٠٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوْ قُرَيْشٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُوْنَ فِى الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ .

২১০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কুরাইশ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তারা তাকদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করছিল। তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হয় ঃ "যেদিন তাদেরকে উপুর করে দোযখে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, (আর বলা হবে) দোযখের যন্ত্রণার স্বাদ আস্বাদন কর। আমরা প্রতিটি বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে (তাকদীর) সৃষ্টি করেছি" (সূরা কামার ঃ ৪৮-৪৯) (আ,ই,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কাবীসা-আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (র) সূত্রেও উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ৩৩

اَبْوَابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(কলহ ও বিপর্যয়)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতীত মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত হালাল নয়।

٢١٠٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الضَّبِّيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ الاَّ بِاِحْدَىْ ثَلاَثٍ زِنًا بَعْدَ اِحْصَانٍ اَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ اِسْلاَمٍ اَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَّلاَ فِيْ اِسْلاَمٍ وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ فَبِمَ تَقْتُلُوْنَنِيْ .

২১০৫। আবু উমামা ইবনে সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদ্রোহী কর্তৃক উসমান (রা) বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় (বিদ্রোহীদের) বলেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্র শপথ করে বলছি ঃ তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ"তিনটি অপরাধের যে কোন একটি ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়? বিয়ের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মত্যাগী হওয়া এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। এগুলোর যে কোন অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়"। আল্লাহ্র শপথ! আমি জাহিলী যুগেও ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি এবং ইসলাম গ্রহণের পরও নয়। যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনুগত্যের শপথ (বাইআত) করেছি সেদিন থেকে ধর্মত্যাগীও হইনি। আর আমি এমন কোন প্রাণও হত্যা করিনি যার হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তোমরা কি কারণে আমাকে হত্যা করবে (আ, ই, না, দার)?

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আইশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। হাম্মাদ ইবনে সালামা এ হাদীসটি

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে মরফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানসহ একাধিক রাবী এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেন, মরফূ হিসেবে নয়। এ হাদীসটি উসমান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

পরস্পরের জীবন ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম।

٢١٠٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُم وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ لاَ يَجْنِىْ جَانٍ اِلاَّ عَلٰى نَفْسِهِ اَلاَ لاَ يَجْنِىْ جَانٍ عَلٰى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهِ اَلاَ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ مِنْ اَنْ يُّعْبَدَ فِىْ بِلاَدِكُمْ هٰذِهِ اَبَدًا وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضٰى بِهِ .

২১০৬। সুলায়মান ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতা আহ্ওয়াছ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি ঃ এটা কোন্ দিন? লোকেরা বলল, হজ্জের বড় দিন। তিনি বলেন ঃ আজকের এ দিন ও তোমাদের এ শহর যেমন হারাম (মহাপবিত্র) তদ্রূপ তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্ভ্রম পরস্পরের জন্য হারাম। সাবধান! অপরাধী নিজেই তার অপরাধের জন্য দায়ী। সাবধান! জনকের অপরাধ সন্তানের উপর এবং সন্তানের অপরাধ জনকের উপর বর্তায় না। জেনে রাখো, তোমাদের এ শহরে কখনও শয়তানের ইবাদত করা হবে না, এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যেসব কাজকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর সেসব কাজে অচিরেই তার অনুসরণ করা হবে এবং তাতে সে খুশী হবে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু বাকরা, ইবনে আব্বাস, জাবির ও হিয্য়াম ইবনে আমর আশ-সাদী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। যাইদাও শাবীব ইবনে গারকাদার সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল শাবীব ইবনে গারকাদার সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের ভীতি প্রদর্শন করা বৈধ নয়।

٢١٠٧. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْخُذُ اَحَدُكُمْ عَصَا اَخِيْهِ لاَعِبًا اَوْ جَادًّا فَمَنْ اَخَذَ عَصَا اَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا اِلَيْهِ .

২১০৭। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের লাঠিতে কৌতুকোচ্ছলে বা প্রকৃতই যেন হাত না দেয়। কেউ তার ভাইয়ের লাঠি নিয়ে গেলে সে যেন তাকে তা ফেরত দেয় (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, সুলায়মান ইবনে সুরাদ, জাদা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবনে আবু যিবের বর্ণনা ছাড়া এ ব্যাপারে আমাদের জানা নেই। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি নাবালেগ অবস্থায় এ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় সাইব (রা) সাত বছরের বালক ছিলেন। তার পিতা ইয়াযীদ ইবনুস সাইব (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নামিরের বোনের পুত্র ছিলেন।

কুতাইবা-হাতেম ইবনে ইসমাঈল-মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, ইয়াযীদ (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জ পালন করেন, তখন আমি সাত বছরের বালক ছিলাম। আলী ইবনুল মাদীনী (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান সূত্রে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ হাদীস শাস্ত্রে বিশ্বস্ত রাবী। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেছেন, তিনি আমার মায়ের দিক থেকে আমার নানা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কোন ব্যক্তির তরবারি দ্বারা ইশারা করা।

٢١٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ لَعَنَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ .

২১০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লৌহ (তরবারি) দ্বারা ইশারা করে, ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করেন (বু, মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু বাকরা, আইশা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব। খালিদ আল-হায্যার কারণে এতে গরীবী এসেছে। আইউব-ইবনে সীরীন-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তবে তা মরফূ হিসেবে নয়। আর সেই হাদীসে "ওয়াইন কানা আখাহু লিআবীহি ওয়া উম্মিহি" (যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়) কথাটুকুও আছে। কুতাইবা-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-আইউব (র) সূত্রেও উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

কোষমুক্ত অবস্থায় তরবারির আদান-প্রদান নিষেধ।

٢١٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً .

২১০৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোষমুক্ত অবস্থায় তরবারি আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছেন (আ,দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং হাম্মাদ ইবনে সালামার বর্ণনার কারণে গরীব। ইবনে লাহীআ (র) আবুয যুবায়র-জাবির-বান্নাতুল জুহানী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার মতে হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে সে মহামহিম আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে থাকে।

٢١١٠. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَتْبَعَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنْ ذِمَّتِهِ .

২১১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে, সে আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তোমাদের যেন তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অভিযুক্ত না করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে জুনদুব ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং এ সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা।

٢١١١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ قُمْتُ فِيْكُمْ كَمَقَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْنَا فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِاَصْحَابِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتّٰى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدَ اَلاَ لاَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ مَنْ اَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذٰلِكَ الْمُؤْمِنُ .

২১১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) 'জাবিয়া' (সিরিয়ার অন্তর্গত) নামক স্থানে আমাদের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে উপস্থিত জনতা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ আমাদের মাঝে দাঁড়াতেন, আমিও সেরূপ তোমাদের মাঝে দাঁড়িয়েছি। অতঃপর তিনি (সা) বলেন ঃ আমি আমার সাহাবীদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি (তাদের যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ), অতঃপর তাদের পরবর্তীদের যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের যুগ, অতঃপর মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটবে। এমনকি কোন ব্যক্তিকে শপথ করতে না বলা হলেও সে শপথ করবে, আর সাক্ষ্য দিতে না বলা হলেও সাক্ষ্য দিবে। সাবধান! নির্জনে কোন পুরুষ যেন কোন স্ত্রীলোকের সাথে সাক্ষাত না করে, অন্যথায় শয়তান সেখানে তৃতীয়জন হিসাবে অবশ্যই অবস্থান করে (এবং পাপাচারে উস্কানী দেয়)। তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান। কেননা বিচ্ছিন্নজনের সাথে

শয়তান থাকে এবং দুইজন থেকে সে অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি বেহেশতের সর্বোত্তম স্থান কামনা করে সে যেন একতাবদ্ধ হয়ে থাকে (মুসলিম সমাজে)। যার নেক কাজ তাকে আনন্দিত করে এবং পাপ কাজ ব্যথিত করে সেই হল ঈমানদার (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। ইবনুল মুবারকও এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে সূকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও উমার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে।

٢١١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ طَوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ .

২১১২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জামাআতের উপর আল্লাহ্‌র (রহমতের) হাত প্রসারিত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

٢١١٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ضَلاَلَةٍ وَيَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ اِلَى النَّارِ .

২১১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ আমার উম্মাতকে অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে কখনও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না। আর জামাআতের উপর আল্লাহ্‌র হাত (সাহায্য) প্রসারিত। যে ব্যক্তি (মুসলিম সমাজ থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই দোযখে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। সুলাইমান আল-মাদানী বলতে আমার মতে সুলাইমান ইবনে সুফিয়ানকে বুঝায়। আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আবু আমের আল-মুকরী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা আরো বলেন, হাদীস বিশারদগণের মতে

'আল-জামাআত' বলতে ফিক্হ ও হাদীসসহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বিশেষজ্ঞ আলেমগণের জামাআতকে বুঝায় (জনগণকে তাদের সাথে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে)। আমি আল-জারূদ ইবনে মুআযকে বলতে শুনেছি, আমি আলী ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের নিকট জামাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, আবু বাক্র ও উমার (রা)-এর দলকে বুঝায়। তাকে বলা হল, তারা তো ইনতিকাল করেছেন। তিনি বলেন, অমুক এবং অমুক। তাকে বলা হল, অমুক ও অমুকও তো মারা গেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, আবু হামযা আস-সুক্কারী হলেন জামাআত (কেন্দ্রবিন্দু)। আবু ঈসা বলেন, আবু হামযার নাম মুহাম্মাদ, পিতা মাইমূন। তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ। তিনি তার জীবদ্দশায় আমাদের নিকট একথা বলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

অন্যায় কাজ প্রতিরোধ না করা হলে আযাব নাযিল হয়।

٢١١٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَئُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَاْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ .

২১১৪। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো নিশ্চয়ই এই আয়াত তিলাওয়াত করে থাক ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সংশোধন করা তোমাদেরই কর্তব্য। তোমরা সৎপথে থাকলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা মাইদা ঃ ১০৫)। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও তার দুই হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করলে অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে তাঁর ব্যাপক আযাবে নিক্ষিপ্ত করবেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াযীদ ইবনে হারূন-ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, উম্মু সালামা, নুমান ইবনে বশীর,

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও হুযাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী ইসমাঈলের সূত্রে ইয়াযীদ বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ ইসমাঈল থেকে মরফূরূপে আর কেউ মওকূফরূপে এটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ।

٢١١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

২১১৫। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। নতুবা অবিলম্বে আল্লাহ তোমদের উপর তাঁর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা তাঁর কাছে দোয়া করলেও তিনি তোমাদের সেই দোয়া কবুল করবেন না।

আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে জাফর-আমর ইবনে আবু আমর (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢١١٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىُّ الْاَشْهَلِىُّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتُلُوْا اِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوْا بِاَسْيَافِكُمْ وَيَرِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ .

২১১৬। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমামকে হত্যা করবে এবং পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হবে এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তিরা তোমাদের দুনিয়ার হর্তাকর্তা হবে, ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমর ইবনে আবু আমরের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

একটি স্বৈরাচারী সামরিক বাহিনী ধসে যাবে।

٢١١٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْجَيْشَ الَّذِيْ يَخْسِفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيْهِمُ الْمَكْرَهَ قَالَ اِنَّهُمْ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ ·

২১১৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক বাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করলেন, যারা ভূমিতে (জীবন্ত) ধসে যাবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, হয়ত তাদের মধ্যে কিছু লোককে জবরদস্তিমূলকভাবে ভর্তি করা হয়ে থাকবে। তিনি বলেন ঃ তাদেরকে তাদের নিয়াত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে (আ, মু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ হাদীসটি নাফে ইবনে জুবাইর-আইশা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

হাতের শক্তি অথবা ভাষা অথবা অন্তর দ্বারা হলেও অন্যায় প্রতিহত করতে হবে।

٢١١٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرْوَانَ خَالَفْتَ السُّنَّةَ فَقَالَ يَا فُلَانُ تُرِكَ مَاهُنَالِكَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ·

২১১৮। তারিক ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম মারওয়ান ঈদের নামাযের পূর্বে খুত্‌বার প্রচলন করে। তখন জনৈক ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করে মারওয়ানকে বলেন, আপনি তো সুন্নাত (বিধান) পরিপন্থী কাজ করলেন। মারওয়ান বলল, হে মিয়া! এখানে ঐ পন্থা পরিত্যক্ত হয়ে আছে। পরে

আবু সাঈদ (রা) বলেন, এ প্রতিবাদকারী তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তার হাত দ্বারা (ক্ষমতা প্রয়োগে) তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করে (অন্যায়কে ঘৃণা করে)। আর এটা হল দুর্বলতম ঈমান (আ, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

একই বিষয় সম্পর্কে।

٢١١٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْمُدْهِنِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُّوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فِي الْبَحْرِ فَاَصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلاَهَا وَاَصَابَ بَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ اَسْفَلِهَا يَصْعَدُوْنَ فَيَسْتَقُوْنَ الْمَاءَ فَيَصُبُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ اَعْلاَهَا قَالَ الَّذِيْنَ فِيْ اَعْلاَهَا لاَ نَدَعُكُمْ تَصْعَدُوْنَ فَتُؤْذُوْنَنَا فَقَالَ الَّذِيْنَ فِيْ اَسْفَلِهَا فَاِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ اَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِيْ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى اَيْدِيْهِمْ فَمَنَعُوْهُمْ نَجَوْا جَمِيْعًا وَاِنْ تَرَكُوْهُمْ غَرِقُوْا جَمِيْعًا .

২১১৯। নুমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র বিধানকে যারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং যারা অবহেলা করে তাদের দৃষ্টান্ত হল সমুদ্রগামী একটি জাহাজের আরোহীদের মত, যারা লটারীর মাধ্যমে এর দুই তলায় আসন নির্ধারণ করল। একদল উপর তলায় আর একদল নীচের তলায়। নীচের তলার লোকেরা উপর তলায় উঠত পানি সংগ্রহ করতে। ফলে উপরের লোকদের ওখানে পানি পড়ত। উপর তলার লোকেরা বলল, তোমরা আমাদের এখানে পানি ফেলে আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছ। সুতরাং আমরা তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। নীচের তলার লোকেরা বলল, তাহলে আমরা জাহাজের তলা ফুটো করে পানি সংগ্রহ করব। এই অবস্থায় উপরের তলার লোকেরা যদি নীচের তলার লোকদের হাত ঝাপটে ধরে ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে তবে সকলেই বেঁচে যাবে। কিন্তু

তারা যদি এদেরকে এ কাজ করতে ছেড়ে দেয় (প্রতিরোধ না করে) তবে সকলেই ডুবে মরবে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

٢١٢٠. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُصْعَبٍ اَبُوْ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

২১২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সংগত কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

উম্মাতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি দোয়া।

٢١٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً فَاَطَالَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا قَالَ اَجَلْ اِنَّهَا صَلاَةُ رَغْبَةٍ وَّرَهْبَةٍ اِنِّىْ سَاَلْتُ اللّٰهَ فِيْهَا ثَلاَثًا فَاَعْطَانِىْ اِثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِىْ وَاحِدَةً سَاَلْتُهُ اَنْ لاَيُهْلِكَ اُمَّتِىْ بِسَنَةٍ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُهُ اَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُهُ اَنْ لاَ يُذِيْقَ بَعْضُهُمْ بَاْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيْهَا .

২১২১। আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায খুব

দীর্ঘায়িত করে পড়েন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এভাবে কখনো নামায পড়েননি! তিনি বলেন ঃ হাঁ, এ নামায ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও ভীতিপূর্ণ। আমি এতে আল্লাহ্র কাছে তিনটি বিষয়ের ফরিয়াদ করেছি। তিনি আমাকে দু'টি প্রদান করেছেন এবং একটি দেননি। আমি তাঁর কাছে ফরিয়াদ করেছি, তিনি যেন আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষে ফেলে ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দোয়া মঞ্জুর করেছেন। অতঃপর আমি আবেদন করেছি যে, তিনি বিজাতীয় শত্রুদেরকে যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন। তিনি আমার এ দোয়াও মঞ্জুর করেছেন। আমি আরো ফরিয়াদ জানিয়েছি যে, তারা যেন পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আস্বাদ না নেয়। তিনি আমার এ দোয়া মঞ্জুর করেননি (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢١٢٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَاَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاِنَّ اُمَّتِىْ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِىَ لِىْ مِنْهَا وَاُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَصْفَرَ وَاِنِّىْ سَاَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِىْ اَنْ لاَ يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَاَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَاِنَّ رَبِّىْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَاِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَاِنِّىْ اَعْطَيْتُكَ لِاُمَّتِكَ اَنْ لاَ اُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَاَنْ لاَ اُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِاَقْطَارِهَا اَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ اَقْطَارِهَا حَتّٰى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

২১২২। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পৃথিবীকে আমার জন্য সংকুচিত করেন। ফলে আমি এর পূর্ব-পশ্চিম সবদিক অবলোকন করি। পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছে, অচিরেই আমার উম্মাতের রাজত্ব ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আর লাল-সাদা (সোনা-রূপা) দু'টি খনিজ ভাণ্ডারই আমাকে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু

আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য ফরিয়াদ জানিয়েছি যে, তিনি যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ফেলে ধ্বংস না করেন এবং তাদের ছাড়া বিজাতি দুশমনদের যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন যাতে তারা তাদেরকে সমূলে বিনাশ করার সুযোগ পেতে পারে। আমার প্রভু বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি কোন ফয়সালা করলে তা মোটেই পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মাতের জন্য মঞ্জুর করলাম যে, ব্যাপক দুর্ভিক্ষে তাদের ধ্বংস করব না, তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোন দুশমনদের তাদের উপর আধিপত্যশালী করব না যাতে তারা তোমার উম্মাতকে বিনাশ করতে সুযোগ না পায়, এমনকি তারা (পৃথিবীর) সকল অঞ্চল থেকে একজোট হয়ে এলেও। তবে তারা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
ফিত্‌নায় পতিত ব্যক্তি সম্পর্কে।

٢١٢٣. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا قَالَ رَجُلٌ فِيْ مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّيْ حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّهُ وَرَجُلٌ اٰخِذٌ بِرَاْسِ فَرَسِهِ يُخِيْفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيْفُوْنَهُ .

২১২৩। উম্মু মালেক আল-বাহ্যিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ফিতনার উল্লেখ করে বলেন ঃ তা অতি নিকটবর্তী। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ফিতনার সময় সবচাইতে ভালো মানুষ কে হবে? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার পশুপাল নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, পশুপালের হক (যাকাত) আদায় করবে এবং তাঁর রবের ইবাদত করবে। আর যে ব্যক্তি তার ঘোড়ার মাথা ধরে থাকবে এবং শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করবে এবং তারাও তাকে ভয় দেখাবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উম্মু মুবাশশির, আবু সাঈদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে গরীব। লাইস ইবনে আবু সুলাইমও এ হাদীসটি তাউস-উম্মু মালেক আল-বাহযিয়া (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
জিহ্বা হবে তরবারির চাইতেও মারাত্মক।

٢١٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سِيْمِيْنَ كُوْشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِى النَّارِ اَللِّسَانُ فِيْهَا اَشَدُّ مِنَ السَّيْفِ ٠

২১২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন এক ফিতনার উদ্ভব হবে, যা সমগ্র আরবকে গ্রাস করবে। এতে নিহত ব্যক্তিরা হবে দোযখী। তখন জিহ্বা হবে তরবারির চাইতেও মারাত্মক (দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, এ হাদীস ব্যতীত যিয়াদ ইবনে 'সীমীন গোশের' বর্ণিত আরো হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) লাইস থেকে মরফূরূপে এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) লাইস থেকে মওকূফ হিসেবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
আমানতদারি থাকবে না।

٢١٢٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَتْ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْئٌ ثُمَّ اَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهَا عَلٰى رِجْلِهِ قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لاَ يَكَادُ اَحَدُهُمْ يُؤَدِّىْ الْاَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلاَنٍ رَجُلاً اَمِيْنًا وَحَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا

اَجْلَدَهُ وَاَظْرَفَهُ وَاَعْقَلَهُ وَمَا فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ قَالَ وَلَقَدْ اَتٰى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا اُبَالِىْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ فِيْهِ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِيْنُهُ وَلَئِنْ كَانَ يَهُوْدِيًا اَوْ نَصْرَانِيًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيْهِ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِاُبَايِعَ مِنْكُمْ اِلاَّ فُلاَنًا وَّ فُلاَنًا .

২১২৫। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন। এতদুভয়ের মধ্যে একটি আমি বাস্তবায়িত হতে দেখেছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আমানত মানুষের হৃদয়মূলে নাযিল হয়। অতঃপর নাযিল হয় কুরআন। সুতরাং তারা কুরআনের শিক্ষালাভ করে এবং সুন্নাহ (হাদীস) সম্পর্কেও শিক্ষালাভ করে। অতঃপর তিনি আমানত উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, মানুষ ঘুমিয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় তার হৃদয় থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। আর এর চিহ্নটা হবে কালো বিন্দুর মত। অতঃপর সে নিদ্রামগ্ন হবে এবং আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। এতে ফোসকা সদৃশ চিহ্ন পড়বে, যেমন জ্বলন্ত অংগার তোমার পায়ে রাখা হলে ফোসকা পড়ে। তুমি তা স্ফীত দেখতে পাও কিন্তু তার ভেতরে কিছুই নেই। অতঃপর তিনি একটি শিলাখণ্ড তাঁর পায়ে রেখে দেখান। তিনি আরও বলেন, লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় করবে কিন্তু কেউই আমানত রক্ষা করবে না। এমনকি বলা হবে অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক আছে। অবস্থা এমন হবে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে, সে কত বড় জ্ঞানী, সে কত হুঁশিয়ার এবং সে কত সাহসী। অথচ তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। হুযাইফা (রা) বলেন, আমার উপর দিয়ে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন আমি তোমাদের কারো সাথে বেচা-কেনা করতে চিন্তা করতাম না। কেননা সে মুসলমান হলে তার দীনদারিই তাকে আমার প্রাপ্য ফেরত দিতে বাধ্য করত। আর সে ইহূদী বা খৃস্টান হলে তার শাসকই তাকে আমার প্রাপ্য আদায় করে দিত। কিন্তু এখন আমি অমুক অমুক লোক ছাড়া তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করি না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

তোমরা তো তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অবলম্বন করবে।

٢١٢٦. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ اِلٰى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِّلْمُشْرِكِيْنَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ اَنْوَاطٍ يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا اَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ اَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسٰى اجْعَل لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٠

২১২৬। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গাছটিকে 'যাতু আনওয়াত' বলা হত। তারা তাদের অস্ত্রসমূহ এতে ঝুলিয়ে রাখত। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের যাতু আনওয়াতের মত আমাদের একটা যাতু আনওয়াতের ব্যবস্থা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এ তো মূসা (আ)-এর উম্মাতের কথার মত হল। তারা বলেছিল, কাফেরদের যেমন অনেক উপাস্য আছে তদ্রূপ আমাদেরও উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীগণের নীতি অবলম্বন করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসীর নাম আল-হারিস ইবনে আওফ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

হিংস্র জন্তু কথা বলবে।

٢١٢٧. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ الْعَبْدِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْاِنْسَ وَحَتّٰى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةُ سَوْطِه وَشِرَاكُ نَعْلِه وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا اَحْدَثَ اَهْلُهُ مِنْ بَعْدِه ٠

২১২৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, যতক্ষণ

না কোন ব্যক্তির চাবুকের মাথা এবং জুতার ফিতা তার সাথে বাক্যালাপ করবে এবং তার উরুদেশ বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কি করেছে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। কেননা আল-কাসিম ইবনুল ফাদলের রিওয়ায়াত ছাড়া এ হাদীসটি আমাদের জানা নেই। হাদীসবেত্তাদের মতে আল-কাসিম ইবনুল ফাদল নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান ও আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী তাঁকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে।

٢١٢٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوْا .

২১২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একদা চাঁদ বিদীর্ণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাকো (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসঊদ, আনাস ও জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
ভূমিধস প্রসংঙ্গে।

٢١٢٩. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدٍ قَالَ اَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَرَوْا عَشْرَ اٰيَاتٍ طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَالدَّابَّةَ وَثَلاَثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ

عَدَنَ تَسُوْقُ النَّاسَ اَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ فَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا ۔

২১২৯। হুযাইফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে এলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দশটি আলামত না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না ঃ (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে, (২) ইয়াজূজ ও মাজূজের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, (৩) দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে, তিনটি ভূমি ধ্বস হবে ঃ (৪) একটি প্রাচ্যে (৫) একটি পাশ্চাত্যে এবং (৬) একটি আরব উপদ্বীপে, (৭) ইয়ামনের অন্তর্গত আদন (এডেন)-এর একটি গভীর কূপ থেকে অগ্নুৎপাৎ হবে, যা মানুষকে তাড়িয়ে নেবে বা একত্র করবে, তারা যেখানে রাত যাপন করবে আগুনও সেখানে রাত কাটাবে এবং তারা যেখানে দিনের বেলায় বিশ্রাম করবে, আগুনও সেখানেই বিশ্রাম করবে (মু,না,দা,ই)।

মাহ্মূদ ইবনে গাইলান-ওয়াকী-সুফিয়ান (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তাতে আছে ঃ আদ-দুখান অর্থাৎ ধোঁয়া নির্গত হবে। হান্নাদ-আবুল আহ্ওয়াস-ফুরাত আল-কায্যায (র) সূত্রেও সুফিয়ান-ওয়াকী (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। মাহ্মূদ ইবনে গাইলান-আবু দাউদ আত-তাইয়ালিসী-শোবা ও মাসউদী-ফুরাত আল-কাযযায (র) সূত্রে সুফিয়ান-ফুরাত সূত্রে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় দাজ্জাল ও ধোঁয়ার উল্লেখ আছে। আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-আবুন নোমান আল-হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইজলী-শোবা-ফুরাত (র) সূত্রে আবু দাউদ-শোবা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আরো আছে ঃ "কিয়ামতের দশম নিদর্শন হল এমন প্রবল বাতাস যা তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে অথবা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ"। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু হুরায়রা, উম্মু সালামা ও সাফিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٣٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْمَرْهَبِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هٰذَا الْبَيْتِ

حَتّٰى يَغْـزُوَ جَيْشٌ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْبَيْـدَاءِ اَوْ بِبَيْـدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ اَوْسَطُهُمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ عَلٰى مَا فِىْ اَنْفُسِهِمْ .

২১৩০। সাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ আল্লাহ্র এই ঘরের (কাবা) বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে না। অবশেষে একটি বাহিনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে যখন বায়দা নামক উপত্যকায় অথবা উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হবে তখন তাদের অগ্র-পশ্চাতের সবাইকে নিয়ে জমিন ধ্বসে যাবে। তাদের মধ্যভাগের মানুষও পরিত্রাণ পাবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের মধ্যে যারা জোর-যবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে যোগদান করবে তাদের কি হবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদের অন্তরের নিয়াত অনুযায়ী তাদেরকে পুনরুত্থান করবেন (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٣١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَّمَسْخٌ وَقَذْفٌ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ .

২১৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাতের শেষ পর্যায়ে ভূমিধস, দৈহিক অবয়ব বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আপতিত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে সৎলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যখন ঘৃণ্য পাপাচারের প্রকাশ ও ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমারীর স্মরণশক্তি দুর্বল বলে সমালোচনা করেছেন (অবশ্য তার ছোট ভাই উবাইদুল্লাহ সিকাহ রাবী)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়।

٢١٣٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتَدْرِيْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَاْذِنُ فِي السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهُ اِطْلِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَاَ وَذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَّهَا قَالَ وَذٰلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ .

২১৩২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানে বসা ছিলেন। তিনি বলেন ঃ হে আবু যার! তুমি কি জান এই সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ সে (আল্লাহ্‌র সমীপে) সিজদার অনুমতি প্রার্থনা করতে যায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয় এবং তাকে যেন বলা হয়, যে দিক থেকে তুমি এসেছ সেদিক থেকেই উদিত হও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ভ্রমণ করে। এটা মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮) (বু, মু, দা, না)। তিনি (আবু যার) বলেন, এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কিরাআত।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাফওয়ান ইবনে আসসাল, হুযাইফা ইবনে উসাইদ, আনাস ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩
ইয়াজূজ ও মাজূজের আত্মপ্রকাশ।

٢١٣٣. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ

اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ الاَّ للّٰهُ يُرَدِّدُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ عَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَنُهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ .

২১৩৩। যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগলেন, তখন তাঁর চেহারা লালবর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে লাগলেন। তা তিনবার বলার পর তিনি বলেন ঃ ঘনিয়ে আসা দুর্যোগে আরবদের দুর্ভাগ্য। আজ ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ ফাঁক হয়ে গেছে। এই বলে তিনি তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের সাহায্যে দশ সংখ্যার বৃত্ত করে ইশারা করেন। যয়নব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যখন পাপাচারের বিস্তার ঘটবে (বু, মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান (র) এ হাদীসকে উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। হুমাইদী বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, আমি যুহরীর নিকট এ হাদীসের সনদে চারজন মহিলার নাম মুখস্ত করেছি। যয়নব বিনতে আবু সালামা ও হাবীবা দুইজনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নীকন্যা (তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) ছিলেন। উম্মু হাবীবা ও যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা দু'জন ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। মামার প্রমুখ এ হাদীসটি যুহ্রীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা সনদে হাবীবার উল্লেখ করেননি। ইবনে উয়াইনার কোন কোন শাগরিদ এই হাদীস ইবনে উয়াইনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা সনদে উম্মু হাবীবা (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

মারিকা অর্থাৎ খারিজীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।

٢١٣٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ اَحْدَاثُ الاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الاَحْلاَمِ

يَقْرَئُونَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ٠

২১৩৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও নির্বোধ। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার নীচের হাড়ও অতিক্রম করবে না। সৃষ্টির সেরা মানুষের কথাই তারা বলবে, কিন্তু দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক (তীর) শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু সাঈদ ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ হাদীস ছাড়াও উক্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও হাদীস আছে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলার হাড়ও অতিক্রম করবে না, তীর যেরূপ শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায় তারাও দীন থেকে অদ্রূপ বেরিয়ে যাবে" উক্ত হাদীসসমূহে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা হল হারূরী প্রভৃতি খারিজী সম্প্রদায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্ব দেখা দিবে।

٢١٣٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ ٠

২১৩৫। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক আনসারী বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অমুককে কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন অথচ আমাকে নিয়োগ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি (স্বার্থপরতা) দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে যতক্ষণ না হাওযে কাওসারে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয় (বু, মু, আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اَثَرَةً وَاُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا قَالَ فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَدُّوْا اِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ ·

২১৩৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার পরে তোমরা অচিরেই স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও তোমাদের অপছন্দনীয় বহু বিষয় দেখতে পাবে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বলেন ঃ তোমাদের উপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তা তোমরা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে, সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের অবহিত করেছেন।

٢١٣٧. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلاَةَ الْعَصْرِ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيْبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُوْنُ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ الاَّ اَخْبَرَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَكَانَ فِيْمَا قَالَ انَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ اَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ وَكَانَ فِيْمَا قَالَ اَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ اَنْ يَّقُوْلَ بِحَقٍّ اِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكٰى اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ قَدْ وَاللّٰهِ رَاَيْنَا اَشْيَاءَ فَهِبْنَا فَكَانَ فِيْمَا قَالَ اَلاَ اِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ وَلاَ غَدْرَةَ اَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ اِمَامِ عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اَسْتِهِ فَكَانَ فِيْمَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ

أَلاَ اِنَّ بَنِيْ اٰدَمَ خُلِقُوْا عَلٰى طَبَقَاتٍ شَتّٰى فَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ مُؤْمِنًا وَّيَحْيٰ مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ كَافِرًا وَّيَحْيٰ كَافِرًا وَّيَمُوْتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّوْلَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيٰ مُؤْمِنًا وَّيَمُوْتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّوْلَدُ كَافِرًا وَيَحْيٰ كَافِرًا وَّيَمُوْتُ مُؤْمِنًا أَلاَ وَاِنَّ مِنْهُمْ بَطِيْءَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ وَمِنْهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلاَ وَاِنَّ مِنْهُمْ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِيْءَ الْفَيْءِ أَلاَ وَخَيْرُهُمْ بَطِيْءُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ بَطِيْءُ الْفَيْءِ أَلاَ وَاِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلاَ وَاِنَّ مِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ أَلاَ وَخَيْرُهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ أَلاَ وَاِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِيْ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ أَمَا رَأَيْتُمْ اِلٰى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالْأَرْضِ قَالَ وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ اِلَى الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيْمَا مَضٰى مِنْهَا اِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَّوْمِكُمْ هٰذَا فِيْمَا مَضٰى مِنْهُ ٠

২১৩৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে একটু বেশী বেলা থাকতেই আসরের নামায পড়েন, অতঃপর ভাষণ দিতে দাঁড়ান। উক্ত ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটবে সেই সম্পর্কেই তিনি আমাদেরকে অবহিত করেন। কেউ সেগুলো স্মরণ রেখেছে এবং কেউ আবার তা ভুলে গেছে। তাঁর ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল ঃ দুনিয়াটা সবুজ-শ্যামল ও সুমিষ্ট (আকর্ষণীয়), আর আল্লাহ তোমাদেরকে এর ওয়ারিস বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা কি করছ তা তিনি লক্ষ্য রাখছেন। শোন! দুনিয়া ও নারীদের ব্যাপারে সাবধান। তিনি আরো বলেন ঃ সাবধান! কেউ যখন কোন সত্য কথা জানবে, তখন তাকে মানুষের ভয় যেন সেই সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে। রাবী বলেন, এই কথা বলে আবু সাঈদ (রা) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এরূপ

কত কাজ হতে দেখেছি কিন্তু তা বলতে মানুষকে ভয় করেছি। তিনি আরো বলেন ঃ জেনে রাখ! কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের বিশ্বাসঘাতকতার চাইতে ভীষণ কোন বিশ্বাসঘাতকতা নেই। তার এই পতাকা তার নিতম্বের কাছে স্থাপন করা হবে। সেদিনের আরও যেসব কথা আমরা স্মরণ রেখেছি তম্মধ্যে ছিল ঃ শুনে রাখ! আদম-সন্তানদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের এক দল তো মুমিন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে, মুমিন অবস্থায় জীবন যাপন করেছে এবং মুমিন অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের অপর দল কাফের অবস্থায় জন্মেছে, কাফের অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা গেছে। অপর দল মুমিন অবস্থায় জন্মেছে, মুমিন অবস্থায় জীবন যাপন করেছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে। অপর দল আবার কাফের অবস্থায় জন্মেছে, কাফের অবস্থায় জীবন যাপন করেছে এবং মুমিন অবস্থায় মারা গেছে। জেনে রাখ! মানুষের মধ্যে কারো রাগ আসে দেরিতে এবং প্রশমিত হয় খুব তাড়াতাড়ি। আবার কারো রাগ আসে তাড়াতাড়ি এবং চলেও যায় তাড়াতাড়ি। সুতরাং এর জন্য এই। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে কারো রাগ আসে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমিত হয় খুব দেরিতে। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে উত্তম হল যাদের রাগ আসে দেরিতে এবং চলে যায় খুব তাড়াতাড়ি। আর তারাই খুব নিকৃষ্ট, যাদের রাগ আসে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমিত হয় দেরিতে। জেনে রাখ! মানুষের মধ্যে কেউ পাওনা পরিশোধের বেলায়ও ভালো আবার পাওনা উসুলের ক্ষেত্রেও ভদ্র। আবার কেউ পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট কিন্তু পাওনা উসুলের ক্ষেত্রে ভদ্র। আবার কেউ পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে ভদ্র কিন্তু উসুলের ক্ষেত্রে অশিষ্ট। এক্ষেত্রে একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে যায়। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে কারো পাওনা পরিশোধ নিকৃষ্ট এবং সে তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ভদ্র। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার পাওনা পরিশোধও নিকৃষ্ট এবং যে তাগাদা প্রদানেও অভদ্র। জেনে রাখ! [illegible] মানুষের অন্তরের অগ্নিস্ফুলিংগবত। তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, রাগান্বিত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করে এবং তার ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠে। সুতরাং তোমাদের কেউ এরূপ অনুভব করলে সে যেন মাটিতে লুটিয়ে যায় (তাহলে রাগ দূর হয়ে যাবে)। রাবী বলেন, আমরা সূর্যের দিকে তাকাতে লাগলাম যে, তা এখনো অবশিষ্ট আছে কি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জেনে রাখ! তোমাদের এই দুনিয়ার যতটুকু অতীত হয়ে গেছে, সেই হিসাবে এতটুকুও আর অবশিষ্ট নেই যতটুকু আজকের এই দিনের অতিবাহিত হয়েছে তার তুলনায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে (আ, হা, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মুগীরা ইবনে শোবা, আবু যায়েদ ইবনে আখতাব, হুযাইফা ও আবু মরিয়ম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তারা বর্ণনা করেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো তাদের কাছে বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

সিরিয়াবাসীদের সম্পর্কে।

٢١٣٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَدَ اَهْلُ الشَّامِ فَلاَ خَيْرَ فِيْكُمْ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ هُمْ اَصْحَابُ الْحَدِيْثِ .

২১৩৮। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সিরিয়াবাসীরা যখন খারাপ হয়ে যাবে তখন তোমাদের আর কোন কল্যাণ নেই। তবে আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) থাকবে। তাদেরকে অপমানিত করতে তৎপর ব্যক্তিরা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র) বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) সে সম্প্রদায়টি হল হাদীসবেত্তাদের জামাআত (আ)। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা, ইবনে উমার, যায়েদ ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٣٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَأْمُرُنِيْ قَالَ هَاهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ .

২১৩৯। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্য শুনে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে কোথায় বসবাসের নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন ঃ এই দিকে। এই বলে তিনি হাত দিয়ে সিরিয়ার দিকে ইংগিত করেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানি করে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করো না।

٢١٤٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

২১৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার পরে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জারীর, ইবনে উমার, কুরয ইবনে আলকামা ও ওয়াসিলা ইবনুল আসকা আস-সুনাবিহী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

এমন এক বিপর্যয়কর যুগ আসবে যখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে ভাল (নিরাপদ) থাকবে।

٢١٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِىْ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ دَخَلَ عَلٰى بَيْتِىْ وَبَسَطَ يَدَهُ اِلَىَّ لِيَقْتُلَنِىْ قَالَ كُنْ كَابْنِ اٰدَمَ .

২১৪১। বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। খলীফা উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর (রাজনৈতিক) বিপর্যয় ও বিদ্রোহকালে সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই এমন এক বিপর্যয় দেখা দিবে যখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে ভাল (নিরাপদ) থাকবে, আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চাইতে ভাল থাকবে, আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তির চাইতে ভাল থাকবে। সাদ (রা) বলেন, আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন যদি ফিতনাবাজ কোন ব্যক্তি আমার ঘরে ঢুকে পড়ে

এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়? তিনি বলেন : তুমি আদমের ছেলের (হাবীলের) মত হয়ে যাও (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি, আবু বাকরা, ইবনে মাসউদ, আবু ওয়াকিদ, আবু মূসা ও খারাশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। কেউ কেউ এ হাদীসটি লাইস ইবনে সাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এই সনদে আরও একজন রাবীর উল্লেখ আছে। এ হাদীসটি সাদ (রা)-এর বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৩০

অচিরেই অন্ধকার রাতের টুকরার মত বিপর্যয় দেখা দিবে।

٢١٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَّيُمْسِىْ كَافِرًا وَّيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَّيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا ·

২১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অন্ধকার রাতের টুকরার মত বিপর্যয় আসার আগেই তোমরা সৎকাজে অগ্রবর্তী হও। ঐ সময় সকালে যে মুমিন থাকবে সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যায় যে মুমিন থাকবে সকালে সে কাফের হয়ে যাবে। মানুষ পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তার ধর্ম বিক্রয় করে দিবে (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٤٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحٰرِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِى الْاٰخِرَةِ ·

২১৪৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠে বলেন : সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে কতই না

বিপর্যয় অবতীর্ণ হয়েছে, কতই না অনুগ্রহের ভাণ্ডার নাযিল হয়েছে। কে আছে এমন যে এই গৃহবাসীদের জাগাবে? দুনিয়াতে অনেক পোশাক পরিহিতা, পরকালে থাকবে উলংগ (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَّيُمْسِىْ كَافِرًا وَّيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَّيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ اَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا .

২১৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপর্যয় দেখা দিবে। সে সময় যে ব্যক্তি সকালে মুমিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে সে কাফের হয়ে যাবে। একদল লোক পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তাদের দীন বিক্রয় করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, জুনদুব, নোমান ইবনে বশীর ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি উক্ত সূত্রে গরীব।

٢١٤٥. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَّيُمْسِىْ كَافِرًا وَّيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَّيُصْبِحُ كَافِرًا قَالَ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحَرِّمًا لِّدَمِ اَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُمْسِىْ مُسْتَحِلاًّ لَهُ وَيُمْسِىْ مُحَرِّمًا لِّدَمِ اَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلاًّ لَهُ .

২১৪৫। হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসে তিনি আরও উল্লেখ করতেন যে, সেই বিপর্যয়কালে যে ব্যক্তি সকালে মুমিন থাকবে সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সে সকালে কাফের হয়ে যাবে। সকালে কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের রক্ত (প্রাণ), সম্মান ও সম্পদ (ধ্বংস করা) অবৈধ মনে করবে, অথচ সন্ধ্যায় সে এগুলো নিজের জন্য বৈধ মনে করবে। আবার

এক ব্যক্তি সন্ধ্যায় তার ভাইয়ের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ অবৈধ মনে করবে, অথচ সকালে সে এগুলো নিজের জন্য বৈধ মনে করবে।

٢١٤٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ سَالَهُ فَقَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَّا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ .

২১৪৬। আলকামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আমাদের নেতারা যদি এমন হয় যে, তারা আমাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে না কিন্তু তাদের প্রাপ্য অধিকার পূর্ণভাবে আদায় করে নেয়, এমতাবস্থায় আমরা কি করব বলে আপনি মনে করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (তাদের কথা) শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর। কেননা তাদের দায়-দায়িত্বের জবাবদিহি তাদেরকে করতে হবে এবং তোমাদের দায়-দায়িত্বের জবাবদিহি তোমাদেরকে করতে হবে (মু)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
ব্যাপক গণহত্যা চলাকালে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা।

٢١٤٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ اَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرَجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْهَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ .

২১৪৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পরে এমন এক যুগ আসবে, যখন (দীনী) ইল্‌ম তুলে নেয়া হবে এবং হারাজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারাজ কি? তিনি বলেন ঃ ব্যাপক গণহত্যা (বু, মু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ رَدَّهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ رَدَّهُ اِلٰى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِبَادَةُ فِى الْهَرَجِ كَالْهِجْرَةِ اِلَىَّ .

২১৪৮। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ব্যাপক গণহত্যা চলাকালে ইবাদত করা আমার নিকট হিজরতের সমতুল্য (আ, ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল মুআল্লা ইবনে যিয়াদের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢١٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَاحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِىْ اُمَّتِىْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২১৪৯। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে যখন তরবারি রাখা হবে (পরস্পর হানাহানি শুরু হবে) তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তা আর তুলে নেয়া হবে না (হানাহানি বন্ধ হবে না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২
বিপর্যয়কালে কাঠের তরবারি ধারণ।

٢١٥٠. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ اُهْبَانَ بْنِ صَيْفِىٍّ الْغِفَارِىِّ قَالَتْ جَاءَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اِلٰى اَبِىْ فَدَعَاهُ اِلَى الْخُرُوْجِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ اِنَّ خَلِيْلِىْ وَابْنَ عَمِّكَ عَهِدَ اِلَىَّ اِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ اَنْ اَتَّخِذَ سَيْفًا مِّنْ خَشَبٍ فَقَدِ اتَّخَذْتُهُ فَاِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ قَالَتْ فَتَرَكَهُ .

২১৫০। উদাইসা বিনতে উহ্বান ইবনে সাইফী আল-গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আমার পিতার কাছে আসেন এবং তার সাথে যুদ্ধে যাওয়ার আহবান জানান। আমার পিতা তাকে বলেন, আমার পরম বন্ধু এবং আপনার চাচাতো ভাই (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, "মানুষ যখন পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হবে, তখন আমি যেন কাঠের তরবারি বানিয়ে নেই (অকেজো তরবারি রাখি যাতে যুদ্ধে বা ফিতনায় জড়াতে না হয়)। বর্তমানে আমি তাই করেছি। এখন আপনি চাইলে আমি সেটি নিয়েই আপনার সাথে যেতে পারি। রাবী বলেন, অতঃপর আলী (রা) তাকে স্বঅবস্থায় রেখে গেলেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢١٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ فِىْ الْفِتْنَةِ كَسِّرُوْا فِيْهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا فِيْهَا اَوْتَارَكُمْ وَالْزَمُوْا فِيْهَا اَجْوَافَ بُيُوْتِكُمْ وَكُوْنُوْا كَابْنِ اٰدَمَ .

২১৫১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ সময় তোমরা তোমাদের ধনুক ভেংগে ফেল, ধনুকের ছিলা কেটে ফেল, তোমাদের ঘরের কোণে অবস্থান কর এবং আদম (আ) পুত্রের (হাবীল) মত হয়ে যাও (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আবদুর রহমান ইবনে সারওয়ান হলেন আবু কায়েস আল-আওদী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

কিয়ামতের শর্তাবলী (আলামত) প্রসঙ্গে।

٢١٥٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِىْ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاَةٍ قَيِّمٌ وَّاحِدٌ .

২১৫২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। আমার পরে আর কেউ তোমাদের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করবেন না, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের নিদর্শন হল ঃ 'ইল্‌ম (দীনী জ্ঞান) উঠে যাবে, মূর্খতার প্রসার ঘটবে, যেনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে, মদ পান করা হবে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, এমনকি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের একজন মাত্র তত্ত্বাবধায়ক পুরুষ থাকবে (আ, বু, মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

(পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছর নিকৃষ্টতর হবে)।

٢١٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقٰى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ مَا مِنْ عَامٍ اِلاَّ الَّذِىْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২১৫৩। যুবায়ের ইবনে আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর কাছে এসে আমাদের উপর হাজ্জাজের পক্ষ থেকে যে যুলুম-নির্যাতন চলছিল সে সম্পর্কে তার নিকট অভিযোগ করলাম। তিনি বলেন, তোমাদের প্রতিটি বছর পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হবে, যাবত না তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হও। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ কথা শুনেছি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لاَ يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ .

২১৫৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবীতে যত দিন আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার মত কেউ থাকবে তত দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-খালিদ ইবনুল হারিস-হুমাইদ-আনাস (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এই সনদসূত্রে হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়নি। আর এই রিওয়ায়াত প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

(নিকৃষ্ট লোকেরা জাগতিক সৌভাগ্যের অধিকারী হবে)।

٢١٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىُّ الْاَشْهَلِىُّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكُوْنَ اَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ .

২১৫৫। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা দুনিয়ায় ভাগ্যবান হবে, তত দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা এ হাদীসটি কেবল আমর ইবনে আবু আমরের সূত্রে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

(জমীন তার অভ্যন্তরস্থ সম্পদ উদগীরণ করে দিবে)।

٢١٥٦. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَقِئُ الْاَرْضُ اَفْلاَذَ كَبِدِهَا اَمْثَالَ الْاُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ فَيَجِئُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ فِىْ مِثْلِ هٰذَا قُطِعَتْ يَدِىْ وَيَجِئُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِئُ الْقَاطِعُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قَطَعْتُ رَحْمِىْ ثُمَّ يَدْعُوْنَهُ فَلاَ يَاْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا .

২১৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (এমন এক সময় আসবে) যখন যমীন তার সোনা-রূপার সমস্ত খনিজ ভাণ্ডার কলিজার টুকরার মত স্তূপাকারে বের করে দিবে। তখন চোর এসে বলবে, এ সম্পদের কারণেই তো আমার হাত কাটা গেছে। ঘাতক (হন্তা) এসে বলবে, এ সম্পদের জন্যই তো আমি হত্যা করেছি। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এসে বলবে, এ সম্পদের কারণেই তো আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদন করেছি। অতঃপর তারা এ সম্পদ ছেড়ে যাবে, তা থেকে কিছুই নেবে না (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল এ সূত্রেই হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

(আমার উম্মাতের মধ্যে ১৫টি অসৎ কাজের প্রসার হলে তাদের উপর গযব নাযিল হবে)।

٢١٥٧. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التِّرْمِذِىُّ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ اَبُوْ فَضَالَةَ الشَّامِىُّ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَعَلَتْ اُمَّتِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ فَقِيْلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَاَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ اُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا اَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ اَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا .

২১৫৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত যখন পনরটি বিষয়ে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর বিপদ-মুসীবত আপতিত হবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কি কি? তিনি বলেন ঃ যখন গানীমাতের মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানত লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাত জরিমানারূপে গণ্য হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং তার মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করা হবে কিন্তু পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে, মসজিদে শোরগোল করা হবে, সবচাইতে নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা, কোন লোককে তার অনিষ্টতার ভয়ে সম্মান করা হবে, মদ পান করা হবে, রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হবে, নর্তকী-গায়িকাদের প্রতিষ্ঠিত করা হবে, বাদ্যযন্ত্রসমূহের কদর করা হবে এবং এই উম্মাতের শেষ যমানার লোকেরা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা একটি অগ্নিবায়ু অথবা ভূমিধস অথবা চেহারা বিকৃতির আযাবের অপেক্ষা করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উক্ত সূত্রেই এটিকে আলী (রা) বর্ণিত হাদীসরূপে জানতে পেরেছি। আল-ফারাজ ইবনে ফাদালা (র) ব্যতীত আর কেউ এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কোন কোন হাদীসবেত্তা আল-ফারাজ ইবনে ফাদালার সমালোচনা করেছেন এবং স্মৃতিশক্তির দিক থেকে তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওয়াকী (র) এবং আরো কতিপয় রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢١٥٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْمُسْتَلِمِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ رُمَيْحٍ الْجُذَامِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلاً وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ وَعَقَّ اُمَّهُ وَاَدْنٰى صَدِيْقَهُ وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا

حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَّخَسْفًا وَّمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ .

২১৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন গানীমাতের (যুদ্ধলব্দ) মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানতের মাল লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষার প্রচলন হবে, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হবে কিন্তু নিজ মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টেনে নিবে, কিন্তু পিতাকে দূরে ঠেলে দিবে, মসজিদে কলরব ও হট্টগোল করবে, পাপাচারীরা গোত্রের নেতা হবে, নিকৃষ্ট লোক সমাজের কর্ণধার হবে, কোন মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান দেখানো হবে, গায়িকা-নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার ঘটবে, মদপান করা হবে, এই উম্মাতের শেষ যমানার লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিধস, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণরূপ শাস্তির এবং আরো আলামতের অপেক্ষা করবে যা একের পর এক নিপতিত হতে থাকবে, যেমন পুরানো পুঁতির মালা ছিড়ে গেলে একের পর এক তার পুঁতি ঝরে পড়তে থাকে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানেতে পেরেছি।

٢١٥٩. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَّمَسْخٌ وَّقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَتٰى ذَاكَ قَالَ اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ .

২১৫৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ উম্মাতের মধ্যে ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণরূপ শাস্তি নেমে আসবে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব শাস্তি কখন হবে? তিনি বলেন ঃ যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র প্রসার লাভ করবে এবং মদপানের সয়লাব শুরু হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আমাশ-আবদুর রহমান ইবনে বাসেত–নবী (সা) সূত্রে মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ আমার প্রেরণ ও কিয়ামত এই দুই আঙ্গুলের মত কাছাকাছি।

٢١٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ الْاَسَدِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّحَبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ رَوٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ اَنَا فِيْ نَفَسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هٰذِهِ هٰذِهِ لِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى .

২১৬০। আল-মুস্‌তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ আল-ফিহ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তো কিয়ামতের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিকটতর সময়ে) প্রেরিত হয়েছি। আমি তার অগ্রে এসেছি মাত্র যেমন এটি ও এটি অর্থাৎ তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে যতটুকু দূরত্ব (আমার ও কিয়ামতের মধ্যে তদ্রূপ নিকটতর দূরত্ব)।

আবু ঈসা বলেন, আল-মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। কেননা এই সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

٢١٦١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ اَبُوْ دَاوُدَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى فَمَا فَضَّلَ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى .

২১৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রেরণ ও কিয়ামত হওয়ার মাঝে এতটুকু ব্যবধান, যেমন এ দু'টি। আবু দাউদ (র) তার তর্জনী ও মধ্যমা আংগুলের মাধ্যমে ইশারা করে দেখান। এই দুইটির মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান নেই (আ,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯
তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ।

٢١٦٢. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

২১৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যাবত না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের পাদুকা হবে চুলের তৈরী। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে না যাবত না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চেহারা হবে বহু স্তরবিশিষ্ট ঢালের মত (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র সিদ্দীক, বুরাইদা, আবু সাঈদ, আমর ইবনে তাগলিব ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০
কিসরার পতনের পর আর কোন কিসরা হবে না।

٢١٦٣. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

২১৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (পারস্য সম্রাট) কিসরার পতনের পর আর কোন কিসরা ক্ষমতাসীন হবে না এবং (রোম সম্রাট) কাইজারের পতনের পরও আর কোন কাইজার ক্ষমতাসীন হতে পারবে না। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! এই দুই রাজ্যের সমস্ত ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

হিজাযের দিক থেকে একটি অগ্নুৎপাত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

٢١٦٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخْرُجُ نَارٌ مِّنْ حَضْرَ مَوْتَ اَوْ مِنْ نَحْوِ حَضْرَ مَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَاْمُرُنَا قَالَ عَلَيْكُم بِالشَّامِ ٠

২১৬৪। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে হাদরামাওত থেকে অথবা অচিরেই হাদরামাওতের (সাগরের) দিক থেকে একটি অগ্নুৎপাত হবে এবং তা লোকদেরকে একত্র করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের তখন কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বলেন ঃ তোমরা সিরিয়াতেই অবস্থান করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা ইবনে উসাইদ, আনাস, আবু হুরায়রা ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং ইবনে উমার (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

কতিপয় ডাহা মিথ্যাবাদীর (নুবুওয়াতের দাবিদারের) আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

٢١٦٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْبَعِثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِّنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ٠

২১৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রায় ত্রিশজন ডাহা মিথ্যাবাদী প্রতারকের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল (আ, দা, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে সামুরা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتّٰى يَعْبُدُوْا الْاَوْثَانَ وَاِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ ثَلاَثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ .

২১৬৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক গোত্র মুশরিকদের স্যাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, এমনকি তারা মূর্তিপূজাও করবে। অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন ডাহা মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। এদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যুক ও এক নরঘাতকের আবির্ভাব হবে।

٢١٦٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُصْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ .

২১৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যাবাদী ও এক নরঘাতকের জন্ম হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবনে ওয়াকিদ-শারীক (র) সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল শারীকের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। শারীক বলেন, রাবী আবদুল্লাহ ইবনে উস্‌ম এবং ইসরাঈল বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাহ। আবু ঈসা আরও বলেন,

কথিত আছে যে, এ মিথ্যাবাদী ব্যক্তিটি হল মুখতার ইবনে আবু উবাইদ এবং রক্তপিপাসু নরঘাতক হল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (এরা উভয়ে সাকীফ গোত্রীয়)। আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে সাল্ম আল-বালখী-নাদর ইবনে শুমাইল-হিশাম ইবনে হাসসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যেসব লোককে গ্রেফতার করে এনে হত্যা করে তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪
তৃতীয় যুগের বর্ণনা।

٢١٦٨. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ اَنْ يُسْئَلُوْهَا .

২১৬৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার যুগই হল সর্বোৎকৃষ্ট যুগ, অতঃপর এর নিকটবর্তীদের যুগ, অতঃপর এর নিকটবর্তীদের যুগ। অতঃপর এমন যুগ আসবে যখনকার লোকেরা হবে স্থূলদেহী এবং তারা স্থূলদেহী হতে পছন্দ করবে। সাক্ষ্য চাওয়া না হলেও তারা সাক্ষ্য দিবে।

আবু ঈসা বলেন, এমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইল এ হাদীসটি আমাশ-আলী ইবনে মুদরিক-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর একাধিক হাফেয রাবী-আমাশ-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তারা রাবী আলী ইবনে মুদরিকের উল্লেখ করেননি। হুসাইন ইবনে হুরাইস (র) ওয়াকী-আমাশ-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী বলেন) এ সূত্রটি আমার মতে মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইলের সূত্র অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। এ হাদীসটি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

٢١٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اُمَّتِيْ

الْقَرْنُ الَّذِىْ بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ وَلاَ اَعْلَمُ ذَكَرَ الثَّالِثَ اَمْ لاَ ثُمَّ يَنْشَأُ اَقْوَامٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَفْشُوْ فِيْهِمُ السِّمَنُ .

২১৬৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যে যুগে যাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছি সেই যুগের আমার উম্মাতই হল শ্রেষ্ঠ; অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের লোক। রাবী বলেন, তৃতীয় যুগের কথা বলা হয়েছে কি না আমি জানি না। অতঃপর এমন কিছু লোকের উদ্ভব হবে যাদের কাছে সাক্ষ্য না চাওয়া হলেও তারা সাক্ষ্য দিবে। তারা খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না এবং তাদের মধ্যে স্থূলদেহী লোকের বিস্তার ঘটবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

খলীফাগণ সম্পর্কে।

٢١٧٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ مِنْ بَعْدِىْ اثْنَا عَشَرَ اَمِيْرًا قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَىْءٍ لَمْ اَفْهَمْهُ فَسَاَلْتُ الَّذِىْ يَلِيْنِىْ فَقَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ .

২১৭০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে বারোজন শাসক হবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কি যে বললেন, আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই আমি আমার নিকটের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাদের প্রত্যেকেই হবে কুরাইশ বংশীয় (দা,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু কুরাইব-উমার ইবনে উবাইদ-তার পিতা-আবু বাক্‌র ইবনে আবু মূসা-জাবির ইবনে সামুরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে একাধিকভাবে বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবু মূসা-জাবির ইবনে সামুরা (রা) সূত্রে এটিকে গরীব বলা হয়। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬
(যে আল্লাহ্‌র নিযুক্ত শাসককে অপমান করে)।

٢١٧١. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَهْرَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَقَالَ اَبُوْ بِلاَلٍ اُنْظُرُوْا اِلٰى اَمِيْرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ اُسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللّٰهُ ·

২১৭১। যিয়াদ ইবনে কুসাইব আল-আদাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বাক্‌রা (রা)-র সাথে ইবনে আমেরের মিম্বরের নিকট বসা ছিলাম। তিনি তখন সূক্ষ্ম মিহি পোশাক পরিহিত অবস্থায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। আবু বিলাল বলেন, তোমরা আমাদের শাসকের প্রতি তাকিয়ে দেখ, তিনি পাপিষ্ঠদের অনুরূপ পোশাক পরিধান করেছেন। আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, তুমি চুপ কর, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নিযুক্ত শাসককে অপমান করবে, আল্লাহ্‌ তাকে অপমান করবেন (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭
খিলাফত প্রসঙ্গে।

٢١٧٢. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قِيْلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَوْ اِسْتَخْلَفْتَ قَالَ اِنْ اَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اِسْتَخْلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاِنْ لَمْ اَسْتَخْلِفْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ·

২১৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলা হল, আপনি যদি আপনার পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যেতেন! তিনি বলেন, আমি যদি পরবর্তী খলীফা মনোনীত করি তবে আবু বাক্‌র (রা)-ও পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন। আর আমি যদি পরবর্তী খলীফা মনোনীত

করে না যাই (তাও যথার্থ হবে), তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাউকে খলীফা মনোনীত করে যাননি। এ হাদীসে আরও দীর্ঘ ঘটনা আছে (যা সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ইমারা-র প্রথমদিকে উল্লেখিত) (বু, মু)।

এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

٢١٧٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَفِيْنَةُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلاَفَةُ فِىْ اُمَّتِىْ ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ لِىْ سَفِيْنَةُ اَمْسِكْ خِلاَفَةَ اَبِىْ بَكْرٍ وَخِلاَفَةَ عُمَرَ وَخِلاَفَةَ عُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ لِىْ اَمْسِكْ خِلاَفَةَ عَلِىٍّ قَالَ فَوَجَدْنَاهَا ثَلاَثِيْنَ سَنَةً قَالَ سَعِيْدٌ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ بَنِىْ اُمَيَّةَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ الْخِلاَفَةَ فِيْهِمْ قَالَ كَذَبُوْا بَنُوْا الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوْكٌ مِّنْ شَرِّ الْمُلُوْكِ .

২১৭৩। সাঈদ ইবনে জুহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফীনা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের খিলাফতের মেয়াদ হবে ত্রিশ বছর, অতঃপর হবে রাজতন্ত্র। অতঃপর সাফীনা (রা) আমাকে বলেন, তুমি আবু বাক্‌র (রা)-এর খিলাফতকাল গণনা কর। অতঃপর বলেন, উমার ও উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল গণনা কর। অতঃপর বলেন, আলী (রা)-র খিলাফতকালও গণনা কর। আমরা গণনা করে এর মেয়াদ ত্রিশ বছরই পেলাম। সাঈদ (র) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, বনূ উমাইয়্যার লোকেরাও দাবি করে যে, তাদের মাঝেও খিলাফত বিদ্যমান? তিনি বলেন, যারকার সন্তানেরা মিথ্যা বলছে, বরং তারা তো নিকৃষ্ট রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী (আ, দা, না)।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উমার ও আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তারা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিলাফতের বিষয়ে কোন স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি অবশ্য একাধিক রাবী সাঈদ ইবনে জুমহান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল তার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

---

১. বনূ উমাইয়াদের পূর্বপুরুষের মাঝে যারকা নাম্নী জনৈকা মহিলা ছিলেন (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮
কিয়ামত পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্য থেকেই খলীফা হবে।

٢١٧٤. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى الْهُذَيْلِ يَقُوْلُ كَانَ نَاسٌ مِّنْ رَبِيْعَةَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَكْرِ ابْنِ وَائِلٍ لَتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشٌ اَوْ لَيَجْعَلَنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ فِىْ جُمْهُوْرٍ مِّنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قُرَيْشٌ وُلاَةُ النَّاسِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ·

২১৭৪। হাবীব ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুযাইল (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ রবীআ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। বাক্‌র ইবনে ওয়াইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল, কুরাইশদের অবশ্যই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। নতুবা আল্লাহ এ (খিলাফতের) দায়িত্ব আরব ও অনারবদের দিবেন। আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, তুমি ভুল বলেছ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ভালোমন্দ সব অবস্থায় কুরাইশগণ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত জনগণের নেতৃত্ব দিবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯
(জাহ্‌জাহ্‌ নামীয় মুক্তদাসের রাজ্যাধিকারী হওয়া)।

٢١٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَوَالِىْ يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ ·

২১৭৫। উমার ইবনুল হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন ঃ 'জাহ্জাহ্' নামক জনৈক মুক্তদাস রাজা না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান (কিয়ামত) হবে না (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

পথভ্রষ্টকারী নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে।

٢١٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ يَّخْذُلُهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ ·

২১৭৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের ব্যাপারে আমি পথভ্রষ্টকারী নেতাদেরই আশংকা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ আল্লাহ্র হুকুম (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী অবস্থায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের অপদস্ত করতে চাইবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না (মু, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, আমি আলী ইবনুল মাদীনীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। আলী (র) তাদের সম্পর্কে বলেন, এরা হল হাদীস বিশারদগণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে।

٢١٧٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِيْ ·

২১৭৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবী ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না আরবের অধিপতি হবে আমার পরিবারের এক ব্যক্তি। তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু সাঈদ, উম্মু সালামা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٧٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلِىْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِىْ قَالَ عَاصِمٌ وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتّٰى يَلِىَ .

২১৭৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার পরিবারের একজন লোক রাজ্যাধিপতি হবে, তার নাম আমার নামের অনুরূপ হবে। আসেম (র) বলেন, আবু সালেহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়া ধ্বংসের মাত্র এক দিনও যদি বাকী থাকে, তবে আল্লাহ সে দিনটিকেই তার রাজত্বের জন্য দীর্ঘায়িত করে দিবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا الْعَمِّىَّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الصِّدِّيْقِ النَّاجِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَشِيْنَا اَنْ يَّكُوْنَ بَعْدَ نَبِيِّنَا حَدَثٌ فَسَاَلْنَا نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ فِىْ اُمَّتِى الْمَهْدِىَّ يَخْرُجُ يَعِيْشُ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا اَوْ تِسْعًا زَيْدٌ الشَّاكُّ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ سِنِيْنَ قَالَ فَيَجِئُ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُوْلُ يَا مَهْدِىْ اَعْطِنِىْ اَعْطِنِىْ قَالَ فَيَجِئُ لَهُ فِىْ ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ اَنْ يَّحْمِلَهُ .

২১৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নতুন কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে। সুতরাং আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ

ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ আমার উম্মাতের মাঝে মাহ্দীর আবির্ভাব হবে, সে পাঁচ অথবা সাত অথবা নয় পর্যন্ত জীবিত থাকবে (যায়েদ সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে, উর্ধ্বতন রাবী কোন্ সংখ্যাটি বলেছেন)। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই সংখ্যায় কি বুঝায়? তিনি বলেন ঃ বছর। মানুষ তার কাছে এসে বলবে, হে মাহ্দী! আমাকে কিছু দান করুন, আমাকে কিছু দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর সে তার কাপড় বা থলেতে যতটুকু বহন করে নিতে সক্ষম হবে তিনি ততটুকু তাকে দান করবেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অন্যান্য সূত্রেও আবু সাঈদ (রা)-এর বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবুস সিদ্দীক আন-নাজীর নাম বাক্‌র ইবনে আমর, মতান্তরে বাক্‌র ইবনে কায়স।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২
ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কে।

٢١٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ اَحَدٌ .

২১৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) ন্যায়বিচারক শাসক হিসাবে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ভেংগে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিয্‌য়া রহিত করবেন। তখন ধন-সম্পদের এতই প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩
দাজ্জাল প্রসংগে।

٢١٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ

نَبِىٌّ بَعْـدَ نُوْحٍ اِلاَّ قَدْ اَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَاِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَاٰنِىْ اَوْ سَمِعَ كَلاَمِىْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ قُلُوْبُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ مِثْلُهَا يَعْنِى الْيَوْمَ اَوْ خَيْرٌ .

২১৮১। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নূহ্ (আ)-এর পর থেকে এমন কোন নবী আসেননি যিনি দাজ্জাল সম্পর্কে তাঁর জাতিকে সতর্ক করেননি। আর আমিও তোমাদেরকে তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে দাজ্জালের পরিচয় বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, যারা আমাকে দেখেছে বা আমার কথা শুনেছে তাদের কেউ হয়ত তার সাক্ষাত পাবে। উপস্থিত জনতা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে সময় আমাদের অন্তরের অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বলেন ঃ বর্তমানে যেমন আছে বা তার চাইতেও ভাল হবে (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে বুসর, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস আল-জুযাঈ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি হাসান ও গরীব। কেবল খালিদ আল-হাযযার সূত্রেই আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-র নাম আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪
দাজ্জালের আবির্ভাবের লক্ষণ।

٢١٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ لَاُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنِّىْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْـوَرُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْـوَرَ قَالَ الزُّهْرِىُّ

وَاَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَئِذٍ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فِتْنَتَهُ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ لَنْ يَرٰى اَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتّٰى يَمُوْتَ وَاَنَّهُ مَكْتُوْبٌ عَيْنَيْهِ كَفَرَ يَقْرَاُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ ٠

২১৮২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর দাজ্জালের বিষয় উল্লেখ করে বলেন ঃ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। আর এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি যিনি দাজ্জাল সম্পর্কে তাঁর জাতিকে সাবধান করেননি, এমনকি নূহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেছেন। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলতে চাই যা অন্য কোন নবী তাঁর জাতিকে বলেননি। নিশ্চয়ই সে হবে কানা। অথচ আল্লাহ তো কানা নন। যুহ্‌রী (র) বলেন, উমার ইবনে সাবিত আনসারী (র) আমাকে বলেছেন, তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন জনগণকে ফিতনা সম্পর্কে সাবধান করতে গিয়ে বলেন ঃ জেনে রাখ, তোমাদের কেউই মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে পাবে না, অধিকন্তু তার (দাজ্জালের) দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফের' শব্দটি লিখিত থাকবে। যে ব্যক্তি তার কাণ্ডক্রিয়া অপছন্দ করবে, সে তা পড়তে সক্ষম হবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَائِىْ فَاقْتُلْهُ ٠

২১৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহূদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাতে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। এমনকি পাথর পর্যন্ত বলবে, হে মুসলিম! এই যে আমার আড়ালে এক ইহূদী (লুকিয়ে) আছে, তাকে হত্যা কর (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫
দাজ্জাল কোথা থেকে আবির্ভূত হবে?

٢١٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ اَقْوَامٌ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ .

২১৮৪। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ দাজ্জাল প্রাচ্যের 'খোরাসান' থেকে আবির্ভূত হবে। এমন কতক জাতি তার অনুসরণ করবে, যাদের চেহারা হবে স্তরবিশিষ্ট চওড়া ঢালের মত (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। অধিকন্তু এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে শাওযাব প্রমুখ আবু তাইয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল আবু তাইয়াহ্‌র সূত্রেই এই হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬
দাজ্জাল আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহ।

٢١٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ قُطْبَةَ السَّكُوْنِيِّ عَنْ اَبِيْ بَحْرِيَةَ صَاحِبِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمٰى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِيْ سَبْعَةِ اَشْهُرٍ .

২১৮৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহা হত্যাকাণ্ড, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে সাত মাসের মধ্যে (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাব ইবনে জাসসামা, আবদুল্লাহ ইবনে বুসর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত

আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান-আবু দাউদ-শোবা-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ-আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কনস্টান্টিনোপল বিজয় সংঘটিত হবে কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে। মাহমূদ বলেন, এ হাদীসটি গরীব। 'কনস্টান্টিনোপল' রোম সাম্রাজ্যের (বর্তমান তুরস্কের) একটি প্রসিদ্ধ শহর। দাজ্জালের আবির্ভাবকালে এটা বিজিত হবে। এটা অবশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবীদের যমানায় (আমীর মুআবিয়ার রাজত্বকালে) বিজিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

দাজ্জালের অনাচার।

٢١٨٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ دَخَلَ حَدِيْثُ اَحَدِهِمَا فِيْ حَدِيْثِ الْاٰخَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَضَ فِيْهِ وَرَفَعَ حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا اِلَيْهِ فَعَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَرَفَّعْتَ حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ اَخْوَفُ لِيْ عَلَيْكُمْ اِنْ يَّخْرُجْ وَاَنَا فِيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَاِنْ يَّخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِيْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ شَبِيْهٌ بِعَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ رَاٰهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَاْ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ اَصْحَابِ الْكَهْفِ قَالَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً يَا عِبَادَ اللّٰهِ اُثْبُتُوْا (اَلْبُثُوْا) قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لُبْثُهُ فِي الْاَرْضِ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ

وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الْيَوْمَ
الَّذِىْ كَالسَّنَةِ اَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ لاَ وَلٰكِنِ اقْدُرُوْا لَهُ قَالَ قُلْنَا
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا سُرْعَتُهُ فِى الْاَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اِسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ فَيَاْتِى
الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُكَذِّبُوْنَهُ وَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُم فَتَتْبَعُهُ
اَمْوَالُهُمْ وَ يُصْبِحُوْنَ لَيْسَ بِاَيْدِيْهِمْ شَىْءٌ ثُمَّ يَاْتِى الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ
فَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ وَيُصَدِّقُوْنَهُ فَيَاْمُرُ السَّمَاءَ اَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَاْمُرُ الْاَرْضَ اَنْ
تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَاَطْوَلِ مَا كَانَتْ ذُرًا وَاَمَدِّهِ خَوَاصِرَ
وَاَدَرِّهِ ضُرُوْعًا قَالَ ثُمَّ يَاْتِى الْخَرِبَةَ فَيَقُوْلُ لَهَا اَخْرِجِىْ كُنُوْزَكِ فَيَنْصَرِفُ
مِنْهَا فَيَتْبَعُهُ كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً شَابًّا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ
بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ
كَذٰلِكَ اِذْ هَبَطَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِشَرْقِىِّ دِمَشْقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ
الْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاْطَاْ رَاْسَهُ
قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَّانٌ كَاللُّؤْلُؤِ قَالَ وَلاَ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ يَعْنِىْ
اَحَدٌ اِلاَّ مَاتَ وَرِيْحُ نَفْسِهِ مُنْتَهٰى بَصَرِهِ قَالَ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ
لُدٍّ فَيَقْتُلَهُ قَالَ فَيَلْبَثُ كَذٰلِكَ مَاشَاءَ اللّٰهُ قَالَ ثُمَّ يُوْحِىَ اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنْ
حَوِّزْ عِبَادِىْ اِلَى الطُّوْرِ فَاِنِّىْ قَدْ اَنْزَلْتُ عِبَادًا لِّىْ لاَ يَدَانِ لِاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ
قَالَ وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ
يَّنْسِلُوْنَ قَالَ فَيَمُرُّ اَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيْهَا ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا
اٰخِرُهُمْ فَيَقُوْلُ لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيْرُوْنَ حَتّٰى يَنْتَهُوْا اِلٰى جَبَلِ
بَيْتِ مَقْدِسٍ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِى الْاَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِى السَّمَاءِ
فَيَرْمُوْنَ بِنُشَّابِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مُحْمَرًا دَمًا

وَيُحَاصِرُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ وَاَصْحَابَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا لِاَحَدِهِمْ مِنْ مِّائَةِ دِيْنَارٍ لِّاَحَدِكُمُ الْيَوْمَ قَالَ فَيَرْغَبُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ اِلَى اللّٰهِ وَاَصْحَابُهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ اِلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسٰى مَوْتٰى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ قَالَ وَ يَهْبِطُ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ فَلاَ يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ اِلاَّ وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَهَمَتُهُمْ وَنَتَنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ قَالَ فَيَرْغَبُ عِيْسٰى اِلَى اللّٰهِ وَاَصْحَابُهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَاَعْنَاقِ الْبُخْتِ قَالَ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمَهْبَلِ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ قَالَ وَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لاَ يُكَنُّ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرٍ وَّلاَ مَدَرٍ قَالَ فَيَغْسِلُ الْاَرْضَ فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلَفَةِ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ اَخْرِجِيْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّيْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقَحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتّٰى اِنَّ الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُوْنَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْاِبِلِ وَاِنَّ الْقَبِيْلَةَ لَيَكْتَفُوْنَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْبَقَرِ وَاِنَّ الْفَخِذَ لَيَكْتَفُوْنَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ رِيْحًا فَقَبَضَتْ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ كَمَا يَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ .

২১৮৬। আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা জন্মাল যে, সে হয়ত খেজুর বাগানের ওপাশেই বিদ্যমান। রাবী বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে চলে গেলাম, অতঃপর বিকালে আবার হাযির হলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জালের ভীতির আলামত দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সকালে আপনি দাজ্জালের আলোচনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় তুলে ধরেছেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, সে বোধ হয় খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বলেন ঃ দাজ্জাল ছাড়াও তোমাদের ব্যাপারে আমার আরও কিছুর আশংকা আছে। আমার জীবদ্দশায় সে যদি তোমাদের

মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হব। আর আমার অবর্তমানে যদি সে প্রকাশিত হয়, তাহলে তোমরাই তার প্রতিপক্ষ হবে। আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ্ই আমার পরিবর্তে সহায় হবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক, সে হবে আবদুল উযযা ইবনে কাতান সদৃশ। তোমাদের মধ্যে কেউ তার সাক্ষাত পেলে সে যেন সূরা কাহ্ফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। তিনি বলেন ঃ সে আত্মপ্রকাশ করবে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চল থেকে। অতঃপর সে ডানে-বামে ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ দিন। এর এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান এবং এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকী দিনগুলো তোমাদের বর্তমান দিনের সমান হবে। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, তাতে এক দিনের নামায আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন ঃ না, বরং তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নেবে (এবং তদনুযায়ী নামায পড়বে)। আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম, পৃথিবীতে তার চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি বলেন ঃ তার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায়; অতঃপর সে কোন জাতির কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজের দলে আহবান করবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট থেকে প্রস্থান করবে এবং তাদের ধন-সম্পদও তার পেছনে পেছনে চলে আসবে। পরদিন সকালে তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে। অতঃপর সে আরেক জাতির নিকট গিয়ে আহবান করবে। তারা তার আহবানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে। তখন সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষাতে আদেশ করবে এবং তদনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে জমিনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে এবং তদনুযায়ী ফসল উৎপাদিত হবে। অতঃপর বিকেলে তাদের পশুপালগুলো পূর্বের চেয়ে উঁচু কূঁজবিশিষ্ট, মাংসবহুল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হবে। অতঃপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভেতরের খনিজ ভাণ্ডার বের করে দে। অতঃপর সে সেখান থেকে প্রস্থান করবে এবং সেখানকার ধনভাণ্ডার তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে। অতঃপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান করবে। তাকে সে তরবারির আঘাতে দুই টুকরা করে ফেলবে। অতঃপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সামনে এসে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায়

এদিকে দামিশকের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে হলুদ রংয়ের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) অবতরণ করবেন। তিনি তাঁর মাথা নীচু করলে ফোঁটায় ফোঁটায় এবং উঁচু করলেও মনিমুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তাঁর নিঃশ্বাস যাকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তাঁর শ্বাস-বায়ু দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছ্বে। অতঃপর তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন এবং তাকে 'লুদ্দ'-এর নগরদ্বারপ্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী এভাবে তিনি অতিবাহিত করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠাবেন ঃ "আমার বান্দাদেরকে তূর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। কেননা আমি এমন একদল বান্দা নাযিল করছি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই"। তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হল, "তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৬)। তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। এখান দিয়ে এদের শেষ দলটি অতিক্রমকালে বলবে, এই জলাশয়ে নিশ্চয়ই কোনকালে পানি ছিল। অতঃপর বায়তুল মাকদিসের পাহাড়ে পৌছে তাদের অভিযান শেষ হবে। তারা পরস্পর বলবে, আমরা তো পৃথিবীর বাসিন্দাদের শেষ করেছি, এবার চল আসমানের বাসিন্দাদের শেষ করি। এই বলে তারা আসমানের দিকে তাদের তীর ছুড়বে। আল্লাহ তাদের তীরসমূহ রক্ত রঞ্জিত করে ফেরত দিবেন। অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যাভাবে) এমন এক কঠিন অবস্থায় পতিত হবেন যে, তখন তাদের জন্য একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের এক শত দীনারের চাইতে বেশী উত্তম মনে হবে। তিনি বলেন, অতঃপর ঈসা (আ) ও তাঁর সাথীরা আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়ে দোয়া করবেন। আল্লাহ তখন তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে 'নাগাফ' নামক কীটের উদ্ভব করবেন। অতঃপর তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে। তখন ঈসা (আ) তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় থেকে) নেমে আসবেন। তিনি সেখানে এমন এক বিঘত জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে না থাকবে। অতঃপর তিনি সাথীদের নিয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবেন। আল্লাহ তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখী পাঠাবেন। সেই পাখী ওদের লাশগুলো তুলে নিয়ে গভীর খাদে নিক্ষেপ করবে। মুসলমানগণ এদের পরিত্যক্ত তীর, ধনুক ও তূণীরগুলো সাত বছর পর্যন্ত জ্বালানীরূপে ব্যবহার করবে। অতঃপর আল্লাহ এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘরবাড়ী, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌছ্বে

এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়েমুছে আয়নার মত ঝকঝকে হয়ে উঠবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তোর ফল ও ফসলসমূহ বের করে দে এবং বরকত ও কল্যাণ ফিরিয়ে দে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারবে। দুধেও এমন বরকত হবে যে, বিরাট একটি দলের জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভীর দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে। এমতাবস্থায় কিছু দিন যাওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ এমন এক বাতাস পাঠাবেন যা সকল ঈমানদারের আত্মা ছিনিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট থাকবে কেবল দুশ্চরিত্রের লোক যারা গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে নারী সম্ভোগে লিপ্ত হবে। অতঃপর তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব, হাসান ও সহীহ। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবিরের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

দাজ্জালের পরিচয়।

٢١٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَّالِ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ اَلاَ وَاِنَّهُ اَعْوَرُ عَيْنُهُ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ .

২১৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ জেনে রাখ, তোমাদের রব কানা নন। জেনে রাখ, দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখটি মনে হবে যেন ফুলে উঠা একটি আংগুর (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাদ, হুযাইফা, আবু হুরায়রা, আসমা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু বাকরা, আইশা, আনাস, ইবনে আব্বাস ও ফালতান ইবনে আসিম (রা) সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

٢١٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَاْتِى الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا فَلاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ‏.

২১৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাজ্জাল মদীনায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পাবে যে, ফেরেশতাগণ তা পাহারা দিচ্ছেন। অতএব আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মহামারী ও দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ফাতিমা বিনতে কায়েস, মিহজান, উসামা ইবনে যায়েদ ও সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ।

٢١٨٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفْرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِيْنَةُ لِاَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْخَيْلِ وَاَهْلِ الْوَبَرِ يَاْتِى الْمَسِيْحُ (اَىِ الدَّجَّالُ) اِذَا جَاءَ دُبُرَ اُحُدٍ صَرَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ ‏.

২১৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈমান হল ইয়ামানে, কুফর হল প্রাচ্যে, বকরীওয়ালাদের মধ্যে আছে শান্তি এবং উচ্চৈস্বরে চিৎকারকারী ঘোড়াওয়ালা ও উটওয়ালাদের মধ্যে আছে গর্ব-অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছা। দাজ্জাল মাসীহ আত্মপ্রকাশ করে যখন উহুদের পশ্চাতে হাযির হবে, তখন ফেরেশতারা তার চেহারা (চলার গতি) সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। আর সেখানেই সে ধ্বংস হবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

٢١٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىِّ مِنْ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّىْ مُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِىَّ

يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ .

২১৯০। আমর ইবনে আওফ গোত্রের আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ আল-আনসারী (র) বলেন, আমি আমার চাচা মুজাম্মে ইবনে জারিয়া আল-আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'লুদ্দ'-এর দ্বারপ্রান্তে ঈসা (আ) দাজ্জালকে নিপাত করবেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন, নাফে ইবনে উতবা, আবু বারযা, হুযাইফা ইবনে উসাইদ, আবু হুরায়রা, কায়সান, উসমান ইবনে আবুল আস, জাবির, আবু উমামা, ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, সামুরা ইবনে জুনদুব, নাওয়াস ইবনে সামআন, আমর ইবনে আওফ ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-র সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

(কানা দাজ্জালের কপালে 'কাফের' লেখা থাকবে)।

٢١٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلاَ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر .

২১৯১। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন নবী প্রেরিত হননি, যিনি তাঁর জাতিকে কানা মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) সম্পর্কে সাবধান করেননি। জেনে রাখ, সে অবশ্যই কানা হবে। আর তোমাদের রব তো অন্ধ নন। ঐ মিথ্যাবাদীর দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফের' শব্দটি লিখিত থাকবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

ইবনে সাইয়্যাদ প্রসঙ্গে।

٢١٩٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ صَحِبَنِيْ اِبْنُ صَائِدٍ اِمَّا حُجَّاجًا وَاِمَّا مُعْتَمِرِيْنَ

فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَتُرِكْتُ اَنَا وَهُوَ فَلَمَّا خَلَصْتُ بِهِ اقْشَعْرَرْتُ مِنْهُ وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهِ فَلَمَّا نَزَلْتُ قُلْتُ لَهُ ضَعْ مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَاَبْصَرَ غَنَمًا فَاَخَذَ الْقَدَحَ فَانْطَلَقَ فَاسْتَحْلَبَ ثُمَّ اَتَانِىْ بِلَبَنٍ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اِشْرَبْ فَكَرِهْتُ اَنْ اَشْرَبَ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا لِّمَا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهِ فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ وَاِنِّىْ اَكْرَهُ فِيْهِ اللَّبَنَ قَالَ لِىْ يَا اَبَا سَعِيْدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰخُذَ حَبْلاً فَاُوْثِقَهُ اِلَى الشَّجَرَةِ ثُمَّ اَخْتَنِقَ لِمَا يَقُوْلُ النَّاسُ لِىْ وَفِىَّ اَرَاَيْتَ مَنْ خَفِىَ عَلَيْهِ حَدِيْثِىْ فَلَنْ يَّخْفٰى عَلَيْكُمْ اَلَسْتُمْ اَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ كَافِرٌ وَاَنَا مُسْلِمٌ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ عَقِيْمٌ لاَ يُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ خَلَفْتُ وَلَدِىْ بِالْمَدِيْنَةِ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ اَوْ لاَ تَحِلُّ لَهُ مَكَّةُ اَلَسْتُ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ ذَا اَنْطَلِقُ مَعَكَ اِلٰى مَكَّةَ فَوَاللّٰهِ مَا زَالَ يَجِئُ بِهٰذَا حَتّٰى قُلْتُ فَلَعَلَّهُ مَكْذُوْبٌ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ وَاللّٰهِ لَاُخْبِرَنَّكَ خَبَرًا حَقًّا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْرِفُهُ وَاَعْرِفُ وَالِدَهُ اَيْنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنَ الْاَرْضِ فَقُلْتُ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ .

২১৯২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে ইবনে সাইয়্যাদ একদা আমার সাথী হল। সমস্ত লোক চলে গেল কিন্তু আমি ও সে পেছনে পড়ে গেলাম। আমি তার সাথে একা হয়ে গেলে লোকেরা তার সম্পর্কে যা বলাবলি করত তা মনে উদয় হলে আমি শংকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। এক স্থানে আমি বিশ্রামের জন্য অবতরণ করে তাকে বললাম, ঐ গাছের কাছে তোমার মালপত্র রেখে দাও। তিনি বলেন, অতঃপর সে এক পাল বকরী দেখে একটি পেয়ালা নিয়ে সেদিকে গেল এবং কিছু দুধ দোহন করে আমার কাছে নিয়ে এলো। সে আমাকে বলল, হে আবু সাঈদ! দুধ পান করুন। মানুষ তার সম্বন্ধে নানা কথা বলাবলি করার কারণে তার হাতের কিছু পান করা আমি অপছন্দ করলাম।

কাজেই আমি তাকে বললাম, আজকের দিনটি অত্যন্ত গরমের, এমন দিনে আমি দুধপান পছন্দ করি না। তখন সে আমাকে বলল, হে আবু সাঈদ! লোকেরা আমাকে ও আমার সম্পর্কে যে নানা কথা বলে সেজন্য আমার ইচ্ছা হয় একটি গাছে রশি বেঁধে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করি। আপনি কি মনে করেন, কারো কাছে আমার বিষয় অজ্ঞাত থাকলেও আপনাদের কাছে তো তা মোটেই অস্পষ্ট নয়। আপনারা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে সমধিক অবহিত। হে আনসার সম্প্রদায়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, সে (দাজ্জাল) হবে কাফের? অথচ আমি মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, সে হবে নিঃসন্তান? অথচ আমি মদীনায় আমার সন্তান রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, তার জন্য মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করা বৈধ (সম্ভব) নয়? আমি কি মদীনাবাসী নই? আমি সেখান থেকেই তো আপনার সাথে মক্কায় এসেছি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! সে অনবরত একটার পর একটা যুক্তি উপস্থাপন করতে লাগলো। অবশেষে আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত তার উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। সে আবার বলল, হে আবু সাঈদ, আল্লাহ্র শপথ! আমি আপনাকে সঠিক সংবাদ প্রদান করব। আল্লাহ্র শপথ! আমি নিসন্দেহে তাকে (দাজ্জালকে) চিনি, তার পিতাকেও চিনি এবং বর্তমানে সে কোন্ অঞ্চলে আছে তাও জানি। তখন আমি বললাম, গোটা দিনটাই তোর নিপাত যাক (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢١٩٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ لَقِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَائِدٍ فِىْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَاحْتَبَسَهُ وَهُوَ غُلَامٌ يَهُوْدِىٌّ وَلَهُ ذُؤَابَةٌ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْتَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرٰى قَالَ اَرٰى عَرْشًا فَوْقَ الْمَاءِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرٰى عَرْشَ اِبْلِيْسَ فَوْقَ الْبَحْرِ قَالَ فَمَا تَرٰى قَالَ اَرٰى صَادِقًا وَكَاذِبَيْنِ اَوْ صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُبِسَ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ .

২১৯৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার একটি গলিতে ইবনে সাইয়্যাদের সাক্ষাত পেয়ে তিনি তাকে আটক করলেন। সে ছিল এক ইহূদী বালক। তার চুল ছিল বেণীবদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন আবু বাক্‌র ও উমার (রা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমিও আল্লাহ্‌র রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহে ও তাঁর রাসূলদের উপর এবং আখেরাতের উপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কী দেখতে পাও? সে বলল, আমি পানির উপর একটি সিংহাসন দেখতে পাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি সমুদ্রে শয়তানের আসন দেখতে পাও। তিনি আরও জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি আর কি দেখ? সে বলল, আমি একজন সত্যবাদী ও দু'জন মিথ্যাবাদী অথবা দু'জন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী দেখতে পাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেন, তার নিকট ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। তোমরা উভয়ে একে ত্যাগ কর (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উমার, হুসাইন ইবনে আলী, আবু যার, ইবনে মাসউদ, জাবির ও হাফসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

٢١٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ اَبُو الدَّجَّالِ وَاُمُّهُ ثَلاَثِيْنَ عَامًا لاَ يُوْلَدُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُوْلَدُ لَهُمَا غُلاَمٌ اَعْوَرُ اَضَرُّ شَيْءٍ وَاَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَوَيْهِ فَقَالَ اَبُوْهُ طِوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَاَنَّ اَنْفَهُ مِنْقَارٌ وَاُمُّهُ امْرَاَةٌ فِرْضَاخِيَّةٌ طَوِيْلَةُ الثَّدْيَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ فَسَمِعْنَا بِمَوْلُوْدٍ فِى الْيَهُوْدِ بِالْمَدِيْنَةِ فَذَهَبْتُ اَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبَوَيْهِ فَاِذَا نَعْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمَا فَقُلْنَا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالاَ مَكَثْنَا ثَلاَثِيْنَ عَامًا لاَ يُوْلَدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا

غُلاَمٌ اَضَرُّ شَىْءٍ وَاَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَاِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِى الشَّمْسِ فِىْ قَطِيْفَةٍ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَتَكَشَّفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ ٠

২১৯৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাজ্জালের পিতা-মাতার ত্রিশ বছর পর্যন্ত কোন সন্তান হবে না। অতঃপর একটি কানা ছেলে জন্ম নেবে। সে হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত অনুপকারী। তার দুই চোখ ঘুমালেও তার অন্তর ঘুমাবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তার পিতা-মাতার বিবরণ দিলেন। তিনি বলেন ঃ তার পিতার দৈহিক আকৃতি হবে লম্বাটে, হালকা-পাতলা গড়নের এবং তার নাকটা হবে পাখীর ঠোঁটের ন্যায় লম্বা। আর তার মা হবে স্থূলকায়, মোটা ও লম্বা স্তনবিশিষ্টা। আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, অতঃপর একদা আমরা শুনতে পেলাম যে, মদীনার ইহূদী পরিবারে একটি সন্তান জন্মেছে। তখন আমি ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) সেখানে গেলাম। আমরা তার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত বিবরণ তাদের মাঝে দেখতে পেলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল, আমাদের ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে কোন সন্তান জন্মেনি। অবশেষে আমাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে, কিন্তু সে অধিক ক্ষতিকর এবং কম উপকারী। তার দু'চোখ ঘুমায় কিন্ত তার অন্তর ঘুমায় না। রাবী বলেন, আমরা তাদের কাছ থেকে বের হয়ে এসে দেখলাম সে রোদে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে এবং বিড়বিড় করছে। সে তার চাদর থেকে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি বলেছ? আমরা বললাম, তুমি কি আমাদের কথা শুনতে পেয়েছ? সে বলল, হাঁ। কেননা আমার দু'চোখ ঘুমিয়ে থাকলেও আমার অন্তর ঘুমায় না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল হাম্মাদ ইবনে সালমার সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢١٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ

فِىْ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِىْ مَغَالَةَ وَهُوَ غُلاَمٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَشْهَدُ اَنْتَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيْكَ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَاْتِيْنِىْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ خَبَاْتُ لَكَ خَبِيْئًا وَخَبَاَ لَهُ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَاْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ فَاَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ يَّكُ حَقًّا فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لاَ يَكُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِىْ قَتْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِى الدَّجَّالَ ٠

২১৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবী নিয়ে ইবনে সাইয়্যাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। সে তখন 'মাগালা' গোত্রের দুর্গের পাশে বালকদের সাথে খেলছিল। সেও ছিল তখন কিশোর। সে টের পাওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে তার পিঠে হাত চাপড় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? ইবনে সাইয়্যাদ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিরক্ষরদের রাসূল! রাবী বলেন, এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমিও আল্লাহ্র রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান এনেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কী আসে? ইবনে সাইয়্যাদ বলল, আমার কাছে সত্যবাদীও আসে মিথ্যুকও আসে। অতঃপর নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমার জন্য একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি। বলতো তা কি? এই বলে তিনি মনে মনে পাঠ করলেন ঃ "আসমান সেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে" (সূরা দুখান ঃ ১০)। উত্তরে ইবনে সাইয়্যাদ বলল, সেটা তো "আদ-দুখ" (ধোঁয়া)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দূর হও! তুই কখনও তোর তাকদীর লংঘন করতে পারবি না। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, একে হত্যা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে যদি সত্যিই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে তবে তুমি তার উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর সে যদি তা না হয়ে থাকে তবে তাকে হত্যা করায় তোমার কোন কল্যাণ নেই (বু, মু, দা)।

আবদুর রাযযাক বলেন, শব্দটিতে দাজ্জাল বুঝানো হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩
(শত বছর পর কেউ আর থাকবে না)।

٢١٩٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ يَعْنِى الْيَوْمَ تَاْتِىْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ .

২১৯৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবীতে এখন যারা জীবিত, শত বছর পর এদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আবু সাঈদ ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ হাদীসটি হাসান।

٢١٩٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِىْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّاسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ عَلٰى

رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لاَ يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِىْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُوْنَهُ مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ نَحْوَ مِائَةِ سَنَةٍ وَاِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنْ يَّنْخَرِمَ ذٰلِكَ الْقَرْنُ ٠

২১৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে আমাদের নিয়ে এশার নামায আদায় করেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করছ আজকের এই রাতের প্রতি? যারা এখন জীবিত আছে তারা শত বছর পর আর পৃথিবীর বুকে জীবিত থাকবে না। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য "শত বছরের" বিষয়ে লোকেরা আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়ে ভুল করে বসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ "শত বছর পর কেউ পৃথিবীতে জীবিত থাকবে না"-এর তাৎপর্য হল ঃ বর্তমানের এই শতাব্দীটি তখন শেষ হয়ে যাবে (বু, মু)।[২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

বায়ুকে গালি দেয়া নিষেধ।

٢١٩٨. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوا الرِّيْحَ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مَاتَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُمِرَتْ بِهِ ٠

২. এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা) তাঁর ইনতিকালের মাত্র একমাস পূর্বে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এক শত বছরের মাথায় তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কেউ জীবিত ছিলেন না। ১১০ হিজরীতে তাঁর সর্বশেষ সাহাবী আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসিলা (রা) ইনতিকাল করেন (সম্পাদক)।

২১৯৮। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বায়ুকে গালি দিও না। তোমরা অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেলে এই দোআ পড়বে, "হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে কামনা করি এ বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং সে যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ। আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এ বায়ুর অনিষ্টতা থেকে, এর মধ্যে নিহিত ক্ষতি থেকে এবং সে যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে" (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবু হুরায়রা, উসমান ইবনে আবুল আস, আনাস, ইবনে আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

(জাস্সাসা ও দাজ্জাল সংক্রান্ত একটি ঘটনা)।

٢١٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ اِنَّ تَمِيْمًا الدَّارِىَّ حَدَّثَنِىْ بِحَدِيْثٍ فَفَرِحْتُ بِهِ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ (بِهِ) حَدَّثَنِىْ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ فِلَسْطِيْنَ رَكِبُوْا سَفِيْنَةً فِى الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتّٰى قَذَفَتْهُمْ فِىْ جَزِيْرَةٍ مِّنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَاِذَاهُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا فَقَالُوْا مَا اَنْتِ قَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوْا فَاَخْبِرِيْنَا قَالَتْ لاَ اُخْبِرُكُمْ وَلاَ اَسْتَخْبِرُكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا اَقْصَى الْقَرْيَةِ فَاِنَّ ثَمَّ مَنْ يُّخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ فَاَتَيْنَا اَقْصَى الْقَرْيَةِ فَاِذَا رَجُلٌ مُّوْثَقٌ بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ اَخْبِرُوْنِىْ عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قُلْنَا مَلْاٰى تَدْفُقُ قَالَ اَخْبِرُوْنِىْ عَنِ الْبُحَيْرَةِ قُلْنَا مَلْاٰى تَدْفُقُ قَالَ اَخْبِرُوْنِىْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِىْ بَيْنَ الْاُرْدُنِ وَفِلَسْطِيْنَ هَلْ اَطْعَمَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَخْبِرُوْنِىْ عَنِ النَّبِىِّ هَلْ بُعِثَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَخْبِرُوْنِىْ كَيْفَ النَّاسُ اِلَيْهِ قُلْنَا سِرَاعٌ قَالَ فَنَزَّى نَزْوَةً حَتّٰى كَادَ قُلْنَا فَمَا اَنْتَ قَالَ اِنَّهُ الدَّجَّالُ وَاِنَّهُ يَدْخُلُ الْاَمْصَارَ كُلَّهَا اِلاَّ طَيْبَةَ وَطَيْبَةُ الْمَدِيْنَةُ .

২১৯৯। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে আরোহণ করে হাসতে হাসতে বলেন ঃ 'তামীম

আদ-দারী আমাকে একটি সংবাদ শুনিয়েছে। আমি তাতে খুশী হয়েছি এবং আমি তোমাদেরকেও তা শুনাতে পছন্দ করি। একদা ফিলিস্তীনের কিছু লোক নৌযানে চড়ে সমুদ্র বিহারে বেরিয়েছিল। হঠাৎ তারা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এক অপরিচিত দ্বীপে পতিত হয়। সেখানে তারা এক বিচিত্র প্রাণী দেখতে পায়, যার চুলগুলো ছিল চারদিকে ছড়ানো। তারা জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? সে উত্তর দিল, আমি জাস্সাসা (অনুসন্ধানকারী)। তারা বলল, তুমি আমাদের কিছু অনুসন্ধান দাও। সে বলল, আমি তোমাদের কিছু বলবও না এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইব না, বরং তোমরা এ জনপদের শেষ প্রান্তে যাও। সেখানে এমন একজন লোক আছে যে তোমাদের কিছু বলবে এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইবে। অতঃপর আমরা গ্রামের শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখতে পেলাম, একটি লোক শিকলে বাঁধা আছে। সে আমাদের বলল, তোমরা (সিরিয়ার) 'যুগার' নামক স্থানের ঝর্ণার খবর বল। আমরা বললাম, তা পানিপূর্ণ এবং এখনো সবেগে পানি নির্গত হচ্ছে। সে বলল, 'বুহায়রা' (তাবারিয়া উপসাগর)-র কি খবর, তা আমাকে বল। আমরা বললাম, তাও পানিপূর্ণ এবং তা থেকে সবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সে পুনরায় বলল, জর্দান ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 'বায়সান' নামক খেজুর বাগানের খবর বল। তাতে কি ফল উৎপন্ন হয়? আমরা বললাম, হাঁ। সে আবার জিজ্ঞেস করল, নবী সম্পর্কে বল, তিনি কি প্রেরিত হয়েছেন? আমরা বললাম, হাঁ। সে বলল, লোকজন তাঁর কাছে ভিড়ছে কেমন? আমরা বললাম, খুবই দ্রুত। রাবী বলেন, একথা শুনে সে এমন এক লাফ দিল যে, শৃংখল প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বলল, আমি দাজ্জাল। সে 'তাইবা' ছাড়া সমস্ত শহরেই প্রবেশ করবে। 'তাইবা' হল মদীনা মুনাওয়ারা (মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং কাতাদা-শাবী সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। একাধিক রাবী এ হাদীসটি শাবীর সূত্রে ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

(সামর্থ্য বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হওয়া অনুচিত)।

২২০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُّذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوْا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيْقُ ·

২২০০। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজেকে অপমানিত করা কোন মুমিনের জন্য শোভা পায় না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, সে কিরূপে নিজেকে অপমানিত করে? তিনি বলেনঃ এমন কঠিন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া যার সামর্থ্য তার নেই (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

(যালেম ও মযলুমকে সাহায্য করা)।

٢٢٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَصَرْتُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ .

২২০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালেম হোক কিংবা মজলুম। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মযলুমকে তো সাহায্য করব? কিন্তু যালেমকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখাই তার জন্য তোমার সাহায্য (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

(তিন কাজে তিন ফল)।

٢٢٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ اَتٰى اَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ .

২২০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে সে হয় কঠোর প্রকৃতির। যে ব্যক্তি শিকারের পেছনে লাগে সে হয় অসচেতন। আর যে ব্যক্তি রাজ-দরবারে যায় সে বিপদে জড়িয়ে পড়ে (দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। আমরা কেবল সুফিয়ান সাওরীর সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢٢٠٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ وَمُصِيْبُوْنَ وَمَفْتُوْحٌ لَكُمْ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَنْ كَذَبَ (يَكْذِبُ) عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

২২০৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা নিশ্চয়ই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, বিপদগ্রস্তও হবে এবং তোমাদের দ্বারা বহু স্থান বিজিতও হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ সেই যুগ পেলে সে যেন আল্লাহ্কে ভয় করে এবং সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন দোযখকেই তার বাসস্থান বানিয়ে নেয় (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

(ফেতনার বন্ধ দরজা ভেঙ্গে যাবে)।

٢٢٠٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَحَمَّادٍ وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ سَمِعُوْا اَبَا وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْفِتْنَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا قَالَ حُذَيْفَةُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَسْتُ عَنْ هٰذَا اَسْاَلُكَ وَلٰكِنْ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ اَيُفْتَحُ اَمْ يُكْسَرُ قَالَ

بَل يُكْسَرُ قَالَ اذًا لاَ يُغْلَقُ الِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ فَقُلْتُ لِمَسْرُوْقٍ سَلْ حُذَيْفَةَ عَنِ الْبَابِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ ۔

২২০৪। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা সম্পর্কে যেসব কথা বলে গেছেন, তোমাদের মধ্যে কে সেগুলো অধিক স্মরণ রাখতে পেরেছ? হুযাইফা (রা) বলেন, আমি। অতঃপর হুযাইফা (রা) বলেন, কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যে বিপদ অর্থাৎ ক্রটি-বিচ্যুতি হয় এগুলোর কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-খয়রাত, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান। উমার (রা) তখন বলেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি, বরং সেই ফিতনা সম্পর্কে যা সমুদ্রের তরংগের ন্যায় মাথা তুলে আসবে। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সেই ফিতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সেই দরজা কি ভাঙ্গা হবে, না খুলে দেয়া হবে? তিনি বলেন, বরং তা ভাঙ্গা হবে। তিনি বলেন, তবে তো কিয়ামত পর্যন্ত তা আর বন্ধ হবে না। আবু ওয়াইল (র) বলেন, হাম্মাদ বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ আমি মাসরূককে বললাম, আপনি হুযাইফা (রা)-কে সেই দরজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (হুযাইফা) উত্তরে বলেন, উমার (রা) হলেন সেই দরজা (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

(শাসকের অন্যায়ের সমর্থন করা ও না করার পরিণাম)।

٢٢٠٥. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَاَرْبَعَةٌ اَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْاٰخَرُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ اِسْمَعُوْا هَلْ سَمِعْتُمْ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَىَّ الْحَوْضَ ۔

২২০৫। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা ছিলাম নয়জন; পাঁচজন আরব এবং চারজন অনারব অথবা এর বিপরীত। তিনি বলেন ঃ তোমরা শোন, তোমরা কি শুনেছ? অচিরেই আমার পরে এমন কতিপয় শাসকের আবির্ভাব হবে, যে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে গিয়ে তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে এবং তাদের যুলুমে সহায়তা করবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই। আর সে হাওযে (কাওসারে) আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে যাবে না, তাদের যুলুমে সহায়তা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে না, সে আমার এবং আমি তার। সে হাওযে কাওসারে আমার সাক্ষাত লাভ করবে (না, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। মিসআরের বর্ণিত হাদীস হিসাবে আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এটি জানতে পেরেছি। হারূন বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (র) সুফিয়ান-আবু হুসাইন-শাবী-আসেম আল-আদাবী-কাব ইবনে উজরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হারূন আরো বলেন, মুহাম্মাদ (র) সুফিয়ান-যুবাইদ- ইবরাহীম (ইনি ইবরাহীম নাখঈ নন)-কাব ইবনে উজরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মিসআর বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢٠٦. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ بْنُ ابْنَةِ السُّدِّىِّ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاكِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ .

২২০৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যখন তার দীনের উপর ধৈর্য ধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অংগার মুষ্ঠিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মত কঠিন হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব। উমার ইবনে শাকের বসরাবাসী মুহাদ্দিস। একাধিক হাদীসবেত্তা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

(উত্তম লোক ও নিকৃষ্ট লোক)।

٢٢٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ

عَلٰى أُنَاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِّنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَتُوْا فَقَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجٰى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجٰى خَيْرُهُ وَلاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ ٠

২২০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট কয়েকজন লোকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং কে সবচেয়ে অনিষ্টকর আমি কি তা তোমাদের অবহিত করব না? রাবী বলেন, সবাই নীরব থাকল। অতঃপর তিনি ঐ কথা তিনবার জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমাদেরকে অবহিত করুন যে, আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো এবং কে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যার কাছে কল্যাণ আশা করা যায় এবং যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যার কাছে কল্যাণ পাওয়ার কোন আশা নেই এবং যার অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ থাকা যায় না (আ,বা)।

(আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

উত্তম লোকের উপর দুষ্ট লোকের কর্তৃত্ব।

٢٢٠٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ اَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا مَشَتْ أُمَّتِيْ بِالْمُطَيْطِيَاءِ وَخَدَمَهَا اَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ اَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلٰى خِيَارِهَا ٠

২২০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত যখন অহংকারভরে চলবে এবং তাদের দাসানুদাস হবে পারস্য ও রোমের রাজবংশের লোকেরা তখন এই উম্মাতের দুষ্ট ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব উত্তম ব্যক্তিদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এটি আবু মুআবিয়া (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে

ইসমাঈল আল-ওয়াসিতী-আবু মুআবিয়া-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু মুআবিয়া-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির মূল সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। মূসা ইবনে উবাইদার বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু মালেক ইবনে আনাস (র) এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা) সূত্রটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

(যে জাতি নারীকে নিজেদের শাসক নিয়োগ করে)।

٢٢٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِث حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِى اللّٰهُ بِشَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرٰى قَالَ مَنِ اسْتَخْلَفُوْا قَالُوْا ابْنَتَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ امْرَاَةً قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ تَعْنِى الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِى اللّٰهُ بِهِ .

২২০৯। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনা একটি উক্তি দ্বারা আল্লাহ আমাকে (উষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান থেকে) রক্ষা করেছেন। পারস্য সম্রাট কিস্রা নিহত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কাকে শাসক বানিয়েছে? সাহাবীগণ বলেন, তার কন্যাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে জাতি নারীকে নিজেদের শাসক বানায় সে জাতির কখনও কল্যাণ হতে পারে না। রাবী বলেন, অতঃপর আইশা (রা) বসরায় উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ বাণী আমার স্মরণ হল। অতএব এর দ্বারাই আল্লাহ আমাকে (আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ থেকে) রক্ষা করেন (বু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

(উত্তম শাসক ও নিকৃষ্ট শাসক)।

٢٢١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ اُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ خِيَارُهُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ وَيَدْعُوْنَ لَكُمْ وَشِرَارُ اُمَرَائِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ ۔

২২১০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম শাসক (নেতা) ও নিকৃষ্ট শাসক সম্পর্কে অবহিত করব না? যে শাসককে তোমরা ভালোবাস এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে, আর তোমরা তাদের জন্য দোআ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোআ করে তারাই হল উত্তম শাসক। যে শাসককে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, আর তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয় তারাই হল নিকৃষ্ট শাসক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এটি জানতে পেরেছি। আর মুহাম্মাদ তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে সমালোচিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

(শাসকের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে হবে)।

٢٢١١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مُحْصِنٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اَئِمَّةٌ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَّنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا ۔

২২১১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই তোমাদের এমন কতিপয় শাসক হবে যাদের কতক কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং কতক কাজ অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি (তাদের) অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি তাকে ঘৃণা করবে সেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তার অনুসরণ করবে সে অন্যায়ের ভাগী হবে। জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না? তিনি বলেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায আদায় করে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২২১২. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَشْقَرُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالاَ حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنْ ظَهْرِهَا .

২২১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট লোক তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ধনবানরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে, তখন ভূতলের তুলনায় ভূপৃষ্ঠই তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোক তোমাদের শাসক হবে, তোমাদের সম্পদশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কার্যাবলী তোমাদের নারীদের উপর ন্যস্ত করা হবে তখন ভূতলই ভূপৃষ্ঠের তুলনায় তোমাদের জন্য উত্তম হবে (অর্থাৎ জীবনের চেয়ে মৃত্যুই উত্তম)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল সালেহ আল-মুররীর সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। সালেহ-এর রিওয়ায়াত অত্যন্ত গরীব (অখ্যাত) যার কোন সমর্থক পাওয়া যায় না। তিনি সজ্জন হলেও হাদীসের ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করা যায় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬
(কর্তব্যকর্মের এক-দশমাংশ ত্যাগ করলেই ধ্বংস)।

২২১৩. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَوْزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّكُمْ فِيْ زَمَانٍ مَّنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا اُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَاْتِيْ زَمَانٌ مَّنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا اُمِرَ بِهِ نَجَا .

২২১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা এমন এক যুগে আছ যে, তোমাদের কেউ

যদি নির্দেশিত বিষয়ের (কর্তব্যকর্মের) এক-দশমাংশও ত্যাগ করে তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর এমন এক যুগ আসবে যে, কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও পালন করে তবে সে নাজাত পাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল নুআইম ইবনে হাম্মাদ-সুফিয়ান ইবনে উআইনা সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু যার ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ هٰهُنَا اَرْضُ الْفِتَنِ وَاَشَارَ اِلَى الْمَشْرِقِ يَعْنِىْ حَيْثُ يَطْلُعُ جِذْلُ الشَّيْطَانِ اَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

২২১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে প্রাচ্যের দিকে ইংগিত করে বলেন ঃ এই দিকেই ফিতনার স্থান, যেদিক থেকে শয়তানের শিং অথবা সূর্যের শিং উদিত হয় (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٢١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُوْدٌ لاَ يَرُدُّهَا شَيْئٌ حَتّٰى تُنْصَبَ بِاِيْلِيَاءَ .

২২১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহীগণ আবির্ভূত হবে (মাহ্দীর সমর্থনে)। অবশেষে সেগুলো ইলিয়া (বায়তুল মাকদিস)-এ স্থাপিত হবে এবং কোন কিছুই তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান।

অধ্যায় ঃ ৩৪

اَبْوَابُ الرُّؤْيَا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

মুমিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

٢٢١٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَاَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا اَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلاَثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِيْنِ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَايَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيَتْفُلْ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ قَالَ وَاُحِبُّ الْقَيْدَ فِى النَّوْمِ وَاَكْرَهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ ·

২২১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত নিকটবর্তী হলে মুমিনদের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। তাদের মধ্যে অধিক সত্যবাদীর স্বপ্নও তদনুরূপ সত্য হবে। মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন হল নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন তিন প্রকার ঃ (১) ভাল স্বপ্ন হল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদস্বরূপ। (২) আরেক ধরনের স্বপ্ন হল শয়তানের পক্ষ থেকে মুমিন ব্যক্তির জন্য দুশ্চিন্তাস্বরূপ। (৩) আরেক ধরনের স্বপ্ন হল মানুষের মনের চিন্তা-ভাবনা (সে যা ভাবে তাই স্বপ্নে দেখে)। কাজেই তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে সে যেন উঠে যায় এবং (বাম দিকে) থুথু ফেলে এবং তা লোকের কাছে না বলে। রাবী বলেন, আমি স্বপ্নে (পায়ে) শৃংখল দেখা পছন্দ করি; কিন্তু (গলদেশে) শৃংখল দেখা অপছন্দ করি। (পায়ে) শিকলের তাৎপর্য হল দীনের উপর স্থিতি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٢١٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ ·

২২১৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন হল নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু রাযীন আল-উকাইলী, আনাস, আবু সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আওফ ইবনে মালেক ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

নুবুওয়াতের ধারা শেষ হয়ে গেছে এবং সুসংবাদ প্রদানের ধারা অব্যাহত আছে।

٢٢١٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِىْ وَلاَ نَبِيَّ قَالَ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لٰكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ اَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ ·

২২১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই রিসালাত ও নুবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে। অতএব আমার পরে কোন রাসূলও আসবে না এবং নবীও আসবে না। রাবী বলেন, লোকজনের কাছে বিষয়টি হৃদয়বিদারক মনে হল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তবে মুবাশশিরাত অব্যাহত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুবাশশিরাত কি? তিনি বলেন, মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন। আর তা নুবুওয়াতের অংশসমূহের একটি অংশ (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, হুযাইফা ইবনে আসীদ, ইবনে আব্বাস ও উম্মু কুরয (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ, তবে এ সূত্রে মুখতার ইবনে ফুলফুলের রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
আল্লাহ্‌র বাণী ঃ পার্থিব জীবনে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ।

٢٢١٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ مِصْرَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى (لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) فَقَالَ مَا سَاَلَنِىْ عَنْهَا اَحَدٌ غَيْرُكَ الاَّ رَجُلٌ وَّاحِدٌ مُنْذُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا سَاَلَنِىْ عَنْهَا اَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ اُنْزِلَتْ هِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ .

২২১৯। জনৈক মিসরীয় ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুদ দারদা (রা)-কে মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ "পার্থিব জীবনে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ" (সূরা ইউনুস ঃ ৬৪) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর থেকে আজ অবধি একমাত্র তুমি ও অপর এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ অবধি তুমি ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। আর তা (বুশরা) হল সত্য স্বপ্ন যা মুসলিম ব্যক্তি দেখে বা তাকে দেখানো হয় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

٢٢٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْاَسْحَارِ .

২২২০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভোর রাতের স্বপ্নই অধিক সত্য হয় (আ, দার, বা)।

٢٢٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ

(لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) قَالَ هِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ اَوْ تُرٰى لَهُ قَالَ حَرْبٌ فِىْ حَدِيْثِهِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ ·

২২২১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "পার্থিব জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তা হল সৎ স্বপ্ন, যা মুমিন ব্যক্তি দেখে বা তার সম্পর্কে (অন্যকে) দেখানো হয় (ই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে।

٢٢٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ ·

২২২২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখলো সে আমাকেই দেখলো। কেননা শয়তান আমার রূপ (সাদৃশ্য) ধারণ করতে পারে না (ই)।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু কাতাদা, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ, জাবির, আনাস, আবু মালেক আল-আশজাঈ তার পিতার সূত্রে, আবু বাকরা ও আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে তার করণীয়।

٢٢٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ

---

১. শয়তানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সদৃশ দেহাকৃতি ধারণ দুঃসাধ্য হলেও নকল দেহ ধারণ করে রাসূল পরিচয় দিয়ে ধোঁকা দেয়া তার জন্য অসম্ভব নয় এবং স্বপ্ন দর্শনকারীরও মনে হতে পারে যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বিশুদ্ধ সনদসূত্রে

الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ شَيْـئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ۔

২২২৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করে এবং এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু সাঈদ, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

٢٢٢٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ وَكِيْعَ بْنَ عُدُسٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ وَهِىَ عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا فَاِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ قَالَ وَاَحْسَبُهُ قَالَ وَلاَ يُحَدِّثُ بِهَا اِلاَّ لَبِيْبًا اَوْ حَبِيْبًا ۔

বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি ইবনে সীরীন (র)-এর নিকট এসে যদি বলত যে, সে নবী (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছে, তবে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, সে তাকে কিরূপ চেহারায় দেখেছে। তার বর্ণনাকৃত চেহারার যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুলিয়া মুবারকের সংগে অসংগতিপূর্ণ হত তবে তিনি বলতেন, "তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখনি"। হাকেম নিশাপুরী (র)-ও সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস (রা)-এর অনুরূপ জবাবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসখানা যতগুলো সনদেই মূল পাঠের (মতন) পার্থক্য সহকারে বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোতেই এই অর্থ ব্যক্ত হয়েছে যে, শয়তান নবী (সা)-এর দেহাবয়ব সদৃশ বেশ ধরে আসতে পারে না। এখানে এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখলে এবং তাঁর নিকট থেকে কোন নির্দেশ বা ইংগিত লাভ করলে তা কুরআন ও হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ কি না এই ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তদনুযায়ী কাজ করতে পারবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দীনের ব্যাপার স্বপ্ন, কাশফ বা ইলহামের উপর ছেড়ে দেননি। তবে উক্ত বিষয়গুলো শরীআত মোতাবেক হলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, আল্লাহ তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীদার (দর্শন) লাভের সৌভাগ্য দান করেছেন। আরও একটি বিষয় এই যে, কেউ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন করলে সে সাহাবীর মর্যাদায় ভূষিত হয় না (সম্পাদক)।

২২২৪। আবু রাযীন আল-উকাইলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাপারে আলোচনা না করা হয় ততক্ষণ এটা পাখির পায়ে (ঝুলে) থাকা জিনিসের মত। আলোচনা করার সাথে সাথে তা যেন পা থেকে পড়ে গেল। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাটুকুও বলেছেন ঃ আর তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তি অথবা প্রিয়জন ছাড়া কারো কাছে স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা করো না (দা)।

٢٢٢٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِيْ رَزِيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَاِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ .

২২২৫। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুসলমানের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্নদ্রষ্টা যতক্ষণ এ বিষয়ে (কারো সাথে) আলোচনা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা পাখির পায়ে ঝুলন্ত জিনিস সদৃশ। আর যখনই ব্যক্ত করা হয় তখনই তা ছিটকে পড়ে যায় (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু রাযীন আল-উকাইলী (রা)-র নাম লাকীত ইবনে আমের। হাম্মাদ ইবনে সালামা এ হাদীসটি ইয়ালা ইবনে আতার সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়াকীর পিতার নাম 'হুদুস' উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শোবা, আবু আওয়ানা ও দুশাইম (র) ইয়ালা ইবনে আতার সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে তার পিতার নাম 'উদুস' উল্লেখ করেছেন এবং এটিই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

(জ্ঞানী ব্যক্তি বা প্রিয়জনের নিকটই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে)।

٢٢٢٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدِ اللّٰهِ السُّلَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ فَرُؤْيَا حَقٌّ وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَاٰى مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ

وَكَانَ يَقُوْلُ يُعْجِبُنِى الْقَيْدُ وَاَكْرَهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰنِىْ فَاِنِّىْ اَنَا هُوَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ اَنْ يَّتَمَثَّلَ بِىْ وَكَانَ يَقُوْلُ لاَ تُقَصُّ الرُّؤْيَا اِلاَّ عَلٰى عَالِمٍ اَوْ نَاصِحٍ ٠

২২২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বপ্ন তিন প্রকার ঃ (১) সত্য স্বপ্ন, (২) বান্দার মনের খেয়াল ও (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনমূলক কিছু। কাজেই কোন ব্যক্তি অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে সে যেন ঘুম থেকে উঠে নামায পড়ে। আর তিনি বলতেন, স্বপ্নে (পায়ে) শৃংখল দেখা আমার পছন্দনীয় এবং (গলায়) শৃংখল দেখা অপছন্দনীয়। (পায়ে) শৃংখলের তাৎপর্য হল দীনের উপর সুদৃঢ় থাকার ইংগিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো তা সত্যিই আমি। কেননা আমার রূপ ধারণ করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। তিনি আরো বলতেন ঃ তুমি জ্ঞানী অথবা শুভাকাংখী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস, আবু বাকরা, উম্মুল আলা, ইবনে উমার, আইশা, আবু সাঈদ, জাবির, আবু মূসা, ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

কেউ যদি মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বলে।

٢٢٢٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَرَاهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِىْ حُلْمِهٖ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ ٠

২২২৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছি যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বর্ণনা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে যবের দানায় গিঁট লাগাতে বাধ্য করা হবে।

কুতায়বা-আবু আওয়ানা-আবদুল আলা-আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত

হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু শুরাইহ্ ও ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই সনদসূত্রটি পূর্বোক্ত হাদীসের সনদসূত্রের চাইতে অধিকতর সহীহ।

٢٢٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَهُمَا ·

২২২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বর্ণনা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে দু'টি যবের দানায় গিঁট লাগাতে বাধ্য করা হবে; যদিও সে তাতে গিঁট লাগাতে সক্ষম হবে না (বু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধপান ও জামা দর্শন।

٢٢٢٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ اِذْ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمَ ·

২২২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম, এ সময় আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হল। আমি তা থেকে পান করলাম এবং অবশিষ্টাংশ উমারকে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এর কি তাবীর (ব্যাখ্যা) করেন? তিনি বলেন ঃ জ্ঞান (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু বাকরা, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, খুযাইমা, তুফাইল ইবনে সাখবারা, সামুরা, আবু উমামা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

٢٢٣٠. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَيْرِيُّ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الدِّيْنَ ٠

২২৩০। আবু উমামা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদা আমি নিদ্রিত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখি যে, আমার সামনে জামা পরিহিত লোকদের পেশ করা হচ্ছে। তাদের কারো জামা বুক পর্যন্ত এবং কারো জামা তার নিচে পর্যন্ত। তখন উমার আমার সামনে এলো এবং তার পরিধানে ছিল লম্বা জামা, যা সে হেঁচড়িয়ে চলছিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা করেন? তিনি বলেন ঃ এর দ্বারা দীন বুঝানো হয়েছে।

আব্‌দ ইবনে হুমাইদ-ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাদ-তার পিতা-সালেহ ইবনে কাইসান-যুহ্‌রী-আবু উমামা-আবু সাঈদ খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে এবং এই সনদসূত্রটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়িপাল্লা ও বালতি দর্শন।

٢٢٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا رَاَيْتُ كَاَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ اَنْتَ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَرَجَحْتَ اَنْتَ بِاَبِيْ بَكْرٍ وَوُزِنَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَرَجَحَ اَبُوْ بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَانُ فَرَاَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠

২২৩১। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি স্বপ্নে দেখি যে, একটি মীযান (দাঁড়ি-পাল্লা) আসমান থেকে নেমে

এলো। অতঃপর আপনাকে ও আবু বাক্‌রকে ওজন করা হল। আপনার ওজন আবু বাক্‌রের চাইতে ভারী হল। অতঃপর আবু বাক্‌র ও উমারকে ওজন করা হল এবং তাতে আবু বাক্‌র ভারী হলেন। অতঃপর উমার ও উসমানকে ওজন করা হল এবং তাতে উমারের ওজন বেশী হল। অতঃপর মীযানকে তুলে নেয়া হল। এমন সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করলাম (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২২৩২. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ اِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ وَلٰكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرِيْتُهُ فِى الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذٰلِكَ .

২২৩২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়ারাকা ইবনে নাওফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় (তিনি কি বেহেশতী না দোযখী)। খাদীজা (রা) তাঁকে বলেন, তিনি তো আপনাকে সত্য বলে সমর্থন করেছিলেন এবং আপনার নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তাকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছি। তিনি দোযখী হলে তার পরিধানে অন্য রংয়ের পোশাক থাকত (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা হাদীস বিশারদদের মতে উসমান ইবনে আবদুর রহমান তেমন শক্তিমান রাবী নন।

২২৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوْا فَنَزَعَ اَبُوْ بَكْرٍ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ فِيْهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُلَهُ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَنَزَعَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِىْ فَرْيَهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ .

২২৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন দেখা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি লোকদের সমবেত হতে দেখলাম। আবু বাক্‌র এক বালতি কি দুই বালতি পানি তুললো। তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর উমার দাঁড়ালো এবং পানি তুলতে লাগল। বালতিটি বেশ বিরাট আকার ধারণ করল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে তার ন্যায় কাজ করতে দেখিনি। আর সে এত পানি তুলল যে, লোকেরা তাদের উটের পানির চৌবাচ্চা পূর্ণ করে নিল (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ, তবে ইবনে উমার (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

٢٢٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ للّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاَيْتُ امْرَاَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّاْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَاَوَّلْتُهَا وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ يُنْقَلُ اِلَى الْجُحْفَةِ .

২২৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন দর্শন সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি এলোমেলো চুলবিশিষ্টা এক কালো মহিলাকে মদীনা থেকে বের হয়ে মাহ্ইয়াআহ-তে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। মাহ্ইয়াআহ হল জুহ্ফা। অতঃপর আমি এর ব্যাখ্যা করেছি যে, মদীনার মহামারী জুহ্ফাতে স্থানান্তরিত হল (ব)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব।

٢٢٣٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ لاَ تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَاَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا اَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا وَالرُّؤْيَا ثَلاَثٌ الْحَسَنَةُ بُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلاَ

يُحَدِّثْ بِهَا اَحَدًا وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُعْجِبُنِى الْقَيْدُ وَاَكْرَهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ .

২২৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শেষ যমানায় মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন কচিৎই মিথ্যা হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। স্বপ্ন তিনি প্রকার ঃ (১) ভাল স্বপ্ন, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ, (২) স্বপ্নের আকারে ব্যক্তির মনের খেয়াল ও (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে দুশ্চিন্তায় ফেলার স্বপ্ন। কাজেই তোমাদের কেউ অপন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে তা অন্যের নিকট ব্যক্ত না করে বরং তখন সে যেন উঠে গিয়ে নামায পড়ে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (স্বপ্নে পায়ে) শৃংখল দর্শন আমার পছন্দনীয় এবং গলায় শৃংখল দেখা অপছন্দনীয়। (পায়ে) শৃংখল দর্শন হল দীনের উপর সুদৃঢ়তার প্রতীক। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস-সাকাফী (র) আইউব (র) থেকে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) তা আইউব (র) থেকে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٣٦. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ فِىْ يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَهَمَّنِىْ شَاْنُهُمَا فَاُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ اَنْفُخَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا كَاذِبَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِىْ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنَسِىُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ .

২২৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে যেন দু'টি সোনার চুড়ি। বিষয়টি আমাকে ভাবনায় ফেলল। অতঃপর আমার নিকট ওহী

পাঠানো হল যে, আমি যেন ঐ দু'টিতে ফুঁ দেই। আমি উভয়টিতে ফুঁ দিলে তা উড়ে চলে গেল। আমি চুড়িদ্বয়ের এই ব্যাখ্যা করলাম যে, আমার পরে দুই মিথ্যাবাদী (নুবুওয়াতের দাবিদার) আত্মপ্রকাশ করবে। তারা হল ঃ মুসায়লামা নামে ইয়ামামার অধিবাসী এবং আল-আনাসী নামে সানআর (ইয়ামনের রাজধানী) অধিবাসী (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ, হাসান ও গরীব।

২২৩৭. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ وَرَاَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَرَاَيْتُ سَبَبًا وَاصِلاً مِّنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ وَاَرَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلاَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلاَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَقُطِعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ بِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ وَاللّٰهِ لَتَدَعَنِّيْ اَعْبُرُهَا فَقَالَ اَعْبُرْهَا فَقَالَ اَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْاِسْلاَمِ وَاَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْاٰنُ لِيْنُهُ وَحَلاَوَتُهُ وَاَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَاَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِيْ اَنْتَ عَلَيْهِ فَاَخَذْتَ بِهِ فَيُعْلِيْكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَاْخُذُ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَاْخُذُ بَعْدَهُ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَاْخُذُ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُحَدِّثَنِّيْ اَصَبْتُ اَوْ اَخْطَاْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبْتَ بَعْضًا وَاَخْطَاْتَ بَعْضًا قَالَ اَقْسَمْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ لَتُخْبِرَنِّيْ مَا الَّذِيْ اَخْطَاْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْسِمْ .

২২৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি আজ রাতে স্বপ্নে একটি ছায়াযুক্ত মেঘ দেখেছি এবং তা থেকে ঘি ও মধু ঝরে পড়ছে। লোকদের দেখলাম যে, তারা হাতে তুলে তা পান করছে। কেউ বেশী পাচ্ছে এবং কেউ অল্প। আমি আরো দেখলাম যে, আসমান থেকে মাটি পর্যন্ত একটি রশি ঝুলছে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে দেখলাম যে, সেটা ধরে আপনি উপরে উঠে গেছেন, অতঃপর আরেকজন সেটা ধরে উঠে গেছে, তারপর আরেকজন ধরল এবং সেও উঠে গেল। তারপর অপর একজন ধরলে সেটা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় সেটা জোড়া লেগে গেল এবং সেও তা ধরে উঠে গেল। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক! আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে দিন। তিনি বলেন ঃ ঠিক আছে এর তাবীর কর। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, ছায়াযুক্ত মেঘ হল ইসলামের ছায়া, পতিত ঘি ও মধু হল কুরআনের কোমলতা, সুমিষ্টতা ও মাধুর্য। আর বেশী ও কম লাভকারী হল কুরআন থেকে বেশী ও কম লাভকারী। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি হল সেই মহাসত্য যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। আপনি তা ধরে আছেন, আল্লাহ আপনাকে তার মাধ্যমে উচ্চে তুলে নিয়েছেন। অতঃপর সেটা আরেকজন ধারণ করবেন এবং তিনিও উপরে উঠে যাবেন। তারপর আরেকজন তা ধরবেন এবং তিনিও উপরে উঠে যাবেন। অতঃপর আরেকজন তা ধরবেন এবং রশি ছিঁড়ে যাবে। আবার তা জোড়া লাগবে এবং তিনিও উপরে উঠে যাবেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বলুন, আমি সঠিক বলেছি না তাতে ভুল করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিছু তো ঠিকই বলেছ আর কিছু বলেছ ভুল। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কসম! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আপনি আমাকে বলে দিন আমি কোথায় ভুল করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কসম দিয়ে বলো না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٢٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَقَالَ هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِّنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا .

২২৩৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের নামায আদায়ের পর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করতেন ঃ আজ রাতে তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি (বু, মু)?

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। অধিকন্তু এ হাদীসটি আওফ ও জারীর ইবনে হাযিম-আবু রাজা-সামুরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে দীর্ঘ আকারে বর্ণিত আছে। বুনদার (র) ওয়াহব ইবনে জারীর (র) থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৩৫

اَبْوَابُ الشَّهَادَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(সাক্ষ্য প্রদান)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

সাক্ষীগণের মধ্যে কে উত্তম?

২২৩৯. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِيْ يَاْتِيْ بِالشَّهَادَةِ (بِشَهَادَتِه) قَبْلَ اَنْ يُّسْاَلَهَا .

২২৩৯। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে বলব না? যে ব্যক্তি তলব করার আগেই স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য প্রদান করে সে হল উত্তম সাক্ষী (মা, মু, আ, দা, ই)।

আহ্‌মাদ ইবনুল হাসান-আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা-মালেক (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা তার রিওয়ায়াতে আবু আমরা-এর স্থলে মালেক ইবনে আবু আমরা বলেছেন। ইবনে আবু আমরা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরা। মালেক থেকে এ হাদীসের বর্ণনাতে মতানৈক্য এই যে, কেউ বলেন, আবু আমরা এবং কেউ বলেন ইবনে আবু আমরা আনসারী। আমাদের মতে শেষেরটিই সহীহ। কারণ মালেক (র) ব্যতীত অন্য সনদসূত্রে আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরা-যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) এভাবে উল্লেখ আছে। আর আবু আমরা-যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) সূত্রে উক্ত হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীসও বর্ণিত আছে এবং সেটি সহীহ হাদীস। আবু আমরা হলেন যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা)-র মুক্তদাস। আবু আমরার সূত্রে গানীমাত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ সম্পর্কিত যায়েদ ইবনে খালিদ (রা)-এর হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٢٢٤٠. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ بِنْتِ اَزْهَرَ السَّمَّانِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أُبَىُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ اَدّٰى شَهَادَتَهُ قَبْلَ اَنْ يُّسْاَلَهَا .

২২৪০। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ সাক্ষীগণের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তলব করার আগেই স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য প্রদান করে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সনদসূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

(যেসব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়)।

٢٢٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَجْلُوْدٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُوْدَةٍ وَلاَ ذِىْ غِمْرٍ (لاَخِنَةٍ) لِّاَخِيْهِ وَلاَ مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ وَلاَ الْقَانِعِ اَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ وَلاَ ظَنِيْنٍ فِىْ وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ .

২২৪১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খিয়ানতকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, যেনার অপবাদ আরোপের অপরাধে শাস্তি ভোগকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, বিপক্ষের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর সাক্ষ্য, কোন পরিবারের পক্ষে তাদের অধীনস্থ লোকদের সাক্ষ্য এবং ওয়ালাআ ও আত্মীয়তার মিথ্যা পরিচয়দানের অপবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (বা)।

ফাযারী বলেন, “আল-কানে” শব্দের অর্থ আশ্রিত, অধীনস্থ। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ আদ-দিমাশকীর সূত্রেই এই হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ইয়াযীদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল হিসাবে গণ্য। তার

সূত্র ব্যতীত যুহ্রী (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেও আমরা এ হাদীস জানতে পারিনি। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসের সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত অর্থ সম্পর্কেও আমাদের কিছু জানা নেই এবং এর সনদসূত্রও আমাদের মতে সহীহ্ নয়।

বিশেষজ্ঞ আলেমগণের এ হাদীস অনুযায়ী কর্মপন্থা এই যে, নিকটাত্মীয়ের পক্ষে অপর নিকটাত্মীয়ের সাক্ষ্য বৈধ হবে। তবে সন্তানের সাক্ষ্য পিতার পক্ষে এবং পিতার সাক্ষ্য সন্তানের পক্ষে জায়েয কি না এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ আলেমের মতে পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য এবং সন্তানের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য জায়েয নয়। কোন কোন আলেমের মতে আদেল অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ হলে সন্তানের সাক্ষ্য পিতার অনুকূলে এবং পিতার সাক্ষ্য সন্তানের পক্ষে জায়েয। আর ভাইয়ের পক্ষে ভাইয়ের সাক্ষ্য এবং নিকটাত্মীয়ের সাক্ষ্য অপর নিকটাত্মীয়ের পক্ষে জায়েয হওয়ার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, সে আদেল অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ হলেও। তিনি তার মতের সমর্থনে আবদুর রহমান ইবনুল আরাজ (র) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন ঃ "বিদ্বেষ পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়"। "লা তাজূযু শাহাদাতু গিমরিন" হাদীসের মর্মও তাই।

٢٢٤٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ الْاَسَدِيِّ عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ اَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ اِشْرَاكًا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ .

২২৪২। আইমান ইবনে খুরাইম (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে লোকসকল! মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করার সম-পর্যায়ের (অপরাধ) গণ্য করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যা কথনও বর্জন কর" (সূরা হজ্জ ঃ ৩০) (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। এ হাদীসটি আমরা কেবল সুফিয়ান ইবনে যিয়াদের সূত্রেই জানতে পেরেছি। সুফিয়ান থেকে এ হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে রাবীগণের মতভেদ আছে। আইমান ইবনে খুরাইম (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কোন কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٢٢٤٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْاَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْاَسَدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالشِّرْكِ بِاللّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

২২৪৩। খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। তিনি একথা তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "তোমরা মিথ্যা কথন পরিহার কর" (সূরা হজ্জ ঃ ৩০)।

٢٢٤٤. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

২২৪৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবীগণ বলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া ও তাদের অবাধ্যাচারী হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পুনঃপুনঃ এ কথাগুলো বলতে থাকলেন। আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ করতেন (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢٤٥. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلاَثًا ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ مِّنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ اَنْ يُّسْاَلُوْهَا ٠

২২৪৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার যুগই (যুগের লোকজনই) সর্বোত্তম, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ (তিনবার বলেছেন)। তাদের পরবর্তী যুগে (তিন যুগ পরে) এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্থূলদেহী এবং স্থূলদেহী হওয়া তারা পছন্দ করবে। তারা সাক্ষ্য তলবের পূর্বেই সাক্ষ্য দিতে যাবে (বু, মু)।[১]

আবু ঈসা বলেন, আমাশ-আলী ইবনে মুদরিক (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। আমাশের শাগরিদগণ এই হাদীস আমাশ-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু আম্মার আল-হুসাইন ইবনে হুরাইস-ওয়াকী-আমাশ-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইলের হাদীসের তুলনায় এই সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, "তারা সাক্ষ্য তলবের পূর্বেই সাক্ষ্য দিতে যাবে" কথার মর্ম এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ তাদের কাউকে সাক্ষী দিতে আহবান না করলেও (অসৎ উদ্দেশ্যে) সাক্ষ্য দিতে আসবে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসটিতে এর ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

---

১. সাক্ষ্য আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন" প্রথম খণ্ড, ২য় ভাগ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত (সম্পাদক)।

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتّٰى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ.

"সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ। অতঃপর এমনভাবে মিথ্যার প্রসার ঘটবে যে, কারো কাছে সাক্ষ্য তলব না করা হলেও সে সাক্ষ্য দিবে, শপথ করতে বলা না হলেও শপথ করবে"।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ঃ "সর্বোত্তম সাক্ষ্যদাতা সেই ব্যক্তি যে সাক্ষ্য তলব করার পূর্বেই সাক্ষ্য দেয়", আমাদের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, তাকে সাক্ষ্য প্রদান করতে বলা হলে সে তার জ্ঞাত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকে না এবং প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করে তার দায়িত্ব পালন করে। কোন কোন আলেমের মতে উক্ত হাদীসের এটাই হল যথার্থ ব্যাখ্যা।

অধ্যায় ঃ ৩৬

اَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

সুস্বাস্থ্য ও সুসময় দুইটি মূল্যবান ঐশ্বর্য।

٢٢٤٦. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ صَالِحٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْـمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ·

২২৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি নিয়ামত আছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় নিপতিত ঃ সুস্বাস্থ্য ও সুসময় বা অবসর (বু, ই)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ-তারপিতা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী এই হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। কেউ এ হাদীসটি তার সূত্রে মরফূ হিসাবে এবং কেউ মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগকারী অধিক ইবাদতকারী।

٢٢٤٧. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ طَارِقٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّاْخُذُ عَنِّىْ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَّعْمَلُ

بِهِنَّ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ .

২২৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কে আছে যে আমার কাছ থেকে এ কথাগুলো গ্রহণ করবে এবং তদনুযায়ী নিজেও আমল করবে অথবা এমন কাউকে শিক্ষা দিবে যে তদনুযায়ী আমল করবে? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আছি। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং গুনে গুনে এ পাঁচটি কথা বললেন ঃ তুমি হারামসমূহ ত্যাগ করলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আবেদ হিসাবে গণ্য হবে; আল্লাহ তোমার তাকদীরে যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকলে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে স্বনির্ভর পরিগণিত হবে; প্রতিবেশীর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে; নিজের জন্য যা পছন্দ কর অপরের জন্যও তা-ই পছন্দ করলে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে এবং বেশী হাসবে না। কেননা অতিরিক্ত হাস্য-কৌতুক হৃদয়কে মৃতবৎ করে দেয় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল জাফর ইবনে সুলাইমানের রিওয়ায়াত হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে কিছুই শুনেননি। আইউব, ইউনুস ইবনে উবাইদ ও আলী ইবনে যায়েদ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তারাও বলেন, হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে কিছুই শুনেননি। আবু উবাইদা আন-নাজী (র) হাসানের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করলেও তাতে তিনি আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্র উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
সৎকাজের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া।

٢٢٤٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ عَنْ مُحْرِزِ بْنِ هٰرُوْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلاَّ فَقْرًا مُنْسِيًا اَوْ غِنًى مُطْغِيًا اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا اَوْ

هَرَمًا مُفَنِّدًا اَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا (هَلْ تُنْظَرُوْنَ الاَّ اِلٰى فَقْرٍ مُنْسٍ اَوْ غِنًى مُطْغٍ اَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ اَوْ هَرَمٍ مُفَنِّدٍ اَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ) اَوِ الدَّجَّالَ فَشَرٌّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ اَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ .

২২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাতটি বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হও। তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষায় আছ যা আল্লাহ্কে ভুলিয়ে দেয় অথবা এরূপ ধনবান হওয়ার যা আল্লাহ্র অবাধ্যাচারে লিপ্ত করে অথবা এমন রোগের যা স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দেয় অথবা নির্বোধে পরিণতকারী বার্ধক্যের অথবা এমন মৃত্যুর যা আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় অথবা অপেক্ষা করা হচ্ছে দাজ্জালের অপেক্ষমাণ অদৃশ্য অমঙ্গলের অথবা কিয়ামতের ? আর কিয়ামত তো আরো বিভিষিকাময়, আরো তিক্ত (না,হা)।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মুহ্রিয ইবনে হারূনের বরাত ব্যতীত আরাজ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে আমরা এটি সম্পর্কে জানতে পারিনি। বিশর ইবনে উমার প্রমুখ এই হাদীস মুহ্রিয ইবনে হারূনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি এই হাদীসটি এমন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যিনি সাঈদ আল-মাকবুরীর নিকট শুনেছেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

মৃত্যুর স্মরণ।

٢٢٤٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ .

২২৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অধিক পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারীর অর্থাৎ মৃত্যুর স্মরণ কর (ই, না)।

১. এই হাদীসের তাৎপর্য ঃ দরিদ্রতা, সম্পদের প্রাচুর্য, রোগব্যাধি, বার্ধক্য, মৃত্যু, দাজ্জালের ভয়ংকর ফেতনা ও বিভিষিকাময় কিয়ামত উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা সৎকাজের প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হও। উপরোক্ত বিপদসমূহের কোন একটিতে আক্রান্ত হয়ে পড়লে সৎকাজের উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ থাকবে না। অতএব তোমরা উক্ত সাতটি বিপদ আসার পূর্বেই সুযোগকে কাজে লাগাও (সম্পাদক)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

কবরের আযাবকে ভয় করা।

٢٢٥٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُجَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ هَانِئًا مَوْلٰى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلاَّ الْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ ·

২২৫০। উসমান (রা)-এর মুক্তদাস হানী বলেন, উসমান (রা) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি বেহেশত-দোযখের আলোচনা করা হলে তো কাঁদেন না, অথচ এই কবর দর্শনে এত বেশী কাঁদেন কেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে কবর হল প্রথম মনযিল। কেউ যদি এখান থেকে নাজাত পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী মনযিলগুলোতে তার নাজাত পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর সে যদি এখান থেকে নাজাত না পায় তবে পরবর্তী মনযিলগুলো তার জন্য আরও কঠিন হয়ে যাবে। তিনি (উসমান) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ আমি কবরের দৃশ্যের চাইতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি (ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল হিশাম ইবনে ইউসুফের রিওয়ায়াত থেকেই আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন।

٢٢٥١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

২২৫১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আইশা, আবু মূসা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছেন।

٢٢٥٢. حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاصَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلُوْنِىْ مِنْ مَّالِىْ مَاشِئْتُمْ .

২২৫২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন" (২৬ ঃ ২১৪), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে সাফিয়্যা বিন্‌তে আবদুল মুত্তালিব, হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহ্‌র (পাকড়াও) থেকে তোমাদের রক্ষার সামর্থ্য আমার নেই। তোমরা আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা প্রার্থনা করতে পার (কিতাবুত তাফসীরে পুনরুক্ত)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও গরীব। কোন কোন রাবী হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা উরওয়া (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্নাকাটি করার ফযীলাত।

٢٢٥٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ .

২২৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে সে দোযখে যাবে না, যেরূপ দোহনকৃত দুধ পুনরায় স্তনে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আর আল্লাহ্‌র পথের (জিহাদের) ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্র হবে না (না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু রায়হানা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) তালহা-পরিবারের মুক্তদাস, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী এবং মদীনার অধিবাসী। তার সূত্রে শোবা ও সুফিয়ান সাওরী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ আমি যা জানি, তোমরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে।

٢٢٥٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اَرٰى مَا لاَ تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُوْنَ اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقٌّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْاَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ .

২২৫৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি (অদৃশ্য জগতের) যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আংগুল পরিমাণ স্থানও নেই যেখানে কোন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র জন্যে অবনত মস্তকে সিজদায় পড়ে না আছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা খুব কমই হাসতে, বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, বাড়ী-ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে, আল্লাহ্‌র সামনে কাকুতি-মিনতি করতে। রাবী বলেন, আমার মন চায় যদি আমি একটি বৃক্ষ হতাম আর তা কেটে ফেলা হত (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। অপর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবু যার (রা) বলেন, আমার আকাঙক্ষা যে, "আমি যদি একটি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হত"। এ হাদীসটি আবু যার (রা) থেকে মওকূফরূপেও বর্ণিত আছে।

٢٢٥٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً .

২২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুব কমই হাসতে এবং খুব বেশী কাঁদতে (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
কেউ যদি লোকদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কোন কথা বলে।

٢٢٥٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يَرٰى بِهَا بَأْسًا يَهْوِىْ بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِى النَّارِ ·

২২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কথাও বলে যে সম্পর্কে সে মনে করে যে, তাতে কোন অসুবিধা নেই, এইজন্য সে সত্তর বছর দোযখে থাকবে (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সূত্রে গরীব।

٢٢٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلَّذِىْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ·

২২৫৭। বাহ্‌য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তার দাদা বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে লোকদের হাসানোর জন্য কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে। সে নিপাত যাক, সে নিপাত যাক (আ, দা, না, দার, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
বেহুদা কথা বলা।

٢٢٥٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِىْ رَجُلٌ اَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَلاَ تَدْرِىْ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْهِ اَوْ بَخِلَ بِمَا لاَ يَنْقُصُهُ ·

২২৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী ইন্তিকাল করলে এক ব্যক্তি বলল, বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি জান না, হয়ত সে বেহুদা কথা বলেছে অথবা যা দান করলে তার কোন ক্ষতি হত না তাতেও সে কৃপণতা করেছে ?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٢٢٥٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ .

২২৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হল অনর্থক আচরণ ত্যাগ করা (ই, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এটি জানতে পেরেছি।

٢٢٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ .

২২৬০। আলী (যয়নুল আবেদীন) ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হল অর্থহীন কথা বা কাজ ত্যাগ করা।

আবু ঈসা বলেন, যুহরীর একাধিক শাগরিদ উক্ত হাদীস যুহরী-আলী ইবনুল হুসাইন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মালেকের রিওয়ায়াতের অনুরূপ মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রের তুলনায় এটিই অধিকতর সহীহ। আলী ইবনুল হুসাইন (রা) আলী (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেননি (তার যুগ পাননি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
স্বল্পভাষী হওয়া।

٢٢٦١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ الْحٰرِثِ الْمُزَنِىَّ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ مَايَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ ٠

২২৬১। বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী (রা) নামীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ কখনও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কথা বলে যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌছবে, অথচ আল্লাহ তার এ কথার দরুন তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি লিখে দেন। আবার তোমাদের কেউ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌছবে। অথচ এ কথার দরুন আল্লাহ তার সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন (আ,ই,না,মা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উম্মু হাবীবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী মুহাম্মাদ ইবনে আমরের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা মুহাম্মাদ ইবনে আমর-তার পিতা-তার দাদা-বিলাল ইবনুল হারিস (র) সূত্রের উল্লেখ করেছেন। মালেক (র) মুহাম্মাদ ইবনে আমর-তার পিতা-বিলাল ইবনুল হারিস (র) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে তার দাদার উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়ার মূল্যহীনতা ও তুচ্ছতা।

٢٢٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ٠

২২৬২। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহ্‌র কাছে মশার একটি পাখার সমানও হত তাহলে তিনি কোন কাফেরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٢٢٦٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِيْنَ وَقَفُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّخْلَةِ الْمَيِّتَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَرَوْنَ هٰذِهٖ هَانَتْ عَلٰى اَهْلِهَا حِيْنَ اَلْقَوْهَا قَالُوْا مِنْ هَوَانِهَا اَلْقَوْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَالدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهٖ عَلٰى اَهْلِهَا .

২২৬৩। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি একদল আরোহীর সাথে ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি মরা ছাগল ছানার পাশে এসে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, এটা তার মনিবের কাছে কতটা নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন হওয়ায় সে তা নিক্ষেপ করেছে? তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা মূল্যহীন হওয়ার দরুন তারা ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন ঃ এটা তার মনিবের কাছে যতটা মূল্যহীন, আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়াটা এর চাইতেও বেশী মূল্যহীন ও নিকৃষ্ট (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

দুনিয়া অভিশপ্ত।

٢٢٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ضَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَّا فِيْهَا اِلاَّ ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمٌ اَوْ مُتعَلِّمٌ ·

২২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহ্র যিকির, এর সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য আমল, আলেম ও ইলম অন্বেষণকারী ব্যতীত (ই, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
একই বিষয়।

٢٢٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُسْتَوْرِداً اَخَا بَنِيْ فِهْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا تَرْجِعُ ·

২২৬৫। বানূ ফিহ্রের মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হল এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার একটি আংগুল সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে তুলে আনল। সে লক্ষ্য করুক তার আংগুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদের উপনাম আবু আবদুল্লাহ; কায়েস ইবনে আবু হাযিমের পিতা। আবু হাযিমের নাম আব্দ ইবনে আওফ, তিনি সাহাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য বেহেশত।

٢٢٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ·

২২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া (পার্থিব জীবন) মুমিনদের জন্য জেলখানাস্বরূপ এবং কাফেরদের জন্য বেহেশতস্বরূপ (আ, ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত চারজন লোকের অনুরূপ।

٢٢٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ سَعِيْدٍ الطَّائِيِّ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ثَلَاثٌ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ قَالَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا اِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ قَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَّعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَّلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَّلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِىْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا (فَهُوَ) بِاَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ .

২২৬৭। আবু কাবশা আল-আনমারী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং তোমাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে বলছি। তোমরা এগুলো স্মরণ রাখবে। তিনি বলেন,

দান-খয়রাত করার কারণে কোন বান্দার সম্পদ কমে না। কোন বান্দার উপর জুলুম হলে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ অবশ্যই তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। কোন বান্দা যাঞ্চার দরজা খুললে আল্লাহও অবশ্যই তার অভাবের দরজা খুলে দেন অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি, তোমরা তা মুখস্ত করে রাখবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই দুনিয়া চার ধরনের লোকের জন্য। যে বান্দাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও ইল্‌ম (জ্ঞান) দান করেছেন, আর সে এই ক্ষেত্রে তার রবকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং এতে আল্লাহ্‌রও হক্ আছে বলে সে জানে, সেই বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চে। অপর এক বান্দা, যাকে আল্লাহ ইল্‌ম দিয়েছেন কিন্তু ধন-সম্পদ দান করেননি সে সৎ নিয়াতের (সংকল্পের) অধিকারী। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত তবে আমি অমুক অমুক ভালো কাজ করতাম। এই ব্যক্তির মর্যাদা তার নিয়াত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এই উভয় ব্যক্তির সওয়াব সমান সমান হবে। আরেক বান্দা, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু ইল্‌ম দান করেননি। আর সে ইল্‌মহীন (জ্ঞানহীন) হওয়ার দরুন তার সম্পদ স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী খরচ করে। এ ব্যাপারে সে তার রবকেও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও করে না। আর এতে যে আল্লাহ্‌র হক রয়েছে তাও সে জানে না। এই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের লোক। অপর এক বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদও দেননি, ইল্‌ম-কালামও দান করেননি। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত তবে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তির বাসনামত) কাজ করতাম। তার স্থান নির্ধারিত হবে তার নিয়াত অনুসারে। অতএব এদের দু'জনের পাপ হবে সমান সমান (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

দুনিয়ার চিন্তা ও পার্থিব মোহ।

٢٢٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِيْرٍ اَبِيْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ اَوْ اٰجِلٍ ·

২২৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ অভাব-অনটনে পতিত হয়ে

মানুষের কাছে তা পেশ করলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর সে তা আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে ত্বরিত অথবা বিলম্বে রিযিক দান করেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

একজন খাদেম ও একটি পরিবহনই যথেষ্ট।

٢٢٦٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ جَاءَ مُعَاوِيَةُ اِلَى اَبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ يَعُوْدُهُ فَقَالَ يَاخَالُ مَا يُبْكِيْكَ اَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ اَوْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كُلٌّ لاَ وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلَيَّ عَهْدًا لَمْ اٰخُذْ بِهِ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ جَمِيْعِ (جَمْعِ) الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَجِدُنِى الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ .

২২৬৯। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুআবিয়া (রা) অসুস্থ আবু হাশেম ইবনে উতবাকে দেখতে আসেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে মামা! আপনি কাঁদছেন কেন? রোগযাতনা আপনাকে অস্থির করে তুলেছে, নাকি দুনিয়ার লোভ? তিনি বলেন, এ দু'টির কোনটিই নয়। (বরং আমার কান্নার কারণ এই যে), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে একটি অংগীকার নিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন, সম্পদের বেলায় একটি খাদেম ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় (যুদ্ধ করার) একটি জন্তুযান, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অথচ বর্তমানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি অনেক সম্পদ জমা করে ফেলেছি (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা আল-আসলামী (রা) থেকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে। যাইদা এই হাদীসটি মানসূর-আবু ওয়াইল-সামুরা ইবনে সাহম (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

সম্পদ দুনিয়ামুখী করে।

٢٢٧٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْاَخْرَمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِى الدُّنْيَا .

২২৭০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (অযাচিত) পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করো না। কেননা এর দ্বারা তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে (আ, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

ঈমানদারের দীর্ঘায়ু।

٢٢٧١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ .

২২৭১। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি বলেন ঃ যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে এবং নিজের কার্যকলাপ সুন্দর করেছে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সনদে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

দীর্ঘ জীবন ও সুন্দর আমলের অধিকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম।

٢٢٧٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِث حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَاَىُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ .

২২৭২। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভালো মানুষ কে? তিনি বলেন ঃ যে দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং নিজের আমলকে সুন্দর করেছে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? তিনি বলেন ঃ যে দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং নিজের আমলকে খারাপ করেছে (আ, দার, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

এ উম্মাতের গড় আয়ু ষাট ও সত্তরের মাঝামাঝি হবে।

٢٢٧٣. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ كَامِلٍ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ اُمَّتِىْ مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةً اِلٰى سَبْعِيْنَ سَنَةً .

২২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের (গড়) আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আবু সালেহ্-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে গরীব। এ হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

যমানা নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাবে।

٢٢٧٤. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِىُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُوْنُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُوْنُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُوْنُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُوْنُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ .

২২৭৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না যমানা পরস্পর নিকটবর্তী (সংকীর্ণ) হবে। তখন এক বছর হবে এক মাসের মত, এক মাস হবে এক সপ্তাহের মত, এক সপ্তাহ হবে এক দিনের মত, এক দিন হবে এক ঘণ্টার মত এবং এক ঘণ্টা হবে প্রজ্বলিত আগুনের একটি স্ফুলিংগের মত।

আবু ঈসা বলেন, এই সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। সাদ ইবনে সাঈদ হলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের ভাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

দুনিয়াতে আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করা।

٢٢٧٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ

جَسَدِىْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ فَقَالَ لِىْ اِبْنُ عُمَرَ اِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَاِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقْمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ غَدًا .

২২৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দেহ স্পর্শ করে বলেন ঃ দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর। মুজাহিদ (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে বলেন ঃ তুমি সকালে উপনীত হয়ে বিকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করো না এবং বিকেলে উপনীত হয়ে সকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করো না। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তোমার সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনের সুযোগকে কাজে লাগাও। কেননা হে আবদুল্লাহ! তুমি তো জান না, আগামী কাল তুমি কি নামে অভিহিত হবে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি আমাশ-মুজাহিদ-ইবনে উমার (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আহ্‌মাদ ইবনে আবদা আদ-দাব্বী-আল-বাসরী-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-লাইস-মুজাহিদ-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢٧٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا ابْنُ اٰدَمَ وَهٰذَا اَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ وَثَمَّ اَمَلُهُ وَثَمَّ اَمَلُهُ وَثَمَّ اَمَلُهُ .

২২৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ঘাড়ের পেছনে স্থাপন করলেন, অতঃপর তা প্রসারিত করে বললেন ঃ এই হল আদম সন্তান, আর এটা হল তার আয়ু। তিনি অতঃপর তিনবার বলেন ঃ আর এই হল তার আশা-আকাঙক্ষা (ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢٧٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هٰذَا فَقُلْنَا قَدْ وَهٰى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ قَالَ مَا اَرَى الْاَمْرَ اِلاَّ اَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ ٠

২২৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আমাদের একটি কুঁড়েঘর মেরামত করছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি করছ? আমরা বললাম, এটা নড়বড়ে হয়ে গেছে, তা ঠিকঠাক করছি। তিনি বলেন ঃ আমি তো দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যাপারটি (মৃত্যু) এর চাইতেও দ্রুত এসে যাচ্ছে (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুস সাফারের নাম সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ, তিনি ইবনে আহ্‌মাদ আস-সাওরী বলেও কথিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

এই উম্মাতের লোক ধন-সম্পদের পরীক্ষায় নিপতিত হবে।

٢٢٧٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ اُمَّتِى الْمَالُ ٠

২২৭৮। কাব ইবনে ইয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কোন না কোন ফিত্‌না রয়েছে। আর আমার উম্মাতের ফিতনা হল ধন-সম্পদ (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল মুআবিয়া ইবনে সালেহ (র)-এর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

কোন মানুষের দুই উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ থাকলেও সে তৃতীয়টি কামনা করবে।

٢٢٧٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ .

২২৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন আদম-সন্তানের মালিকানায় যদি দুই উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে তবুও সে তৃতীয় একটি স্বর্ণভর্তি উপত্যকা লাভের আকাঙক্ষা করবে। মাটি ছাড়া অন্য কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারে না। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং এই সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব, আবু সাঈদ, আইশা, ইবনুয যুবাইর, আবু ওয়াকিদ, জাবির, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

দু'টি বস্তুর কামনায় বৃদ্ধের অন্তরও যুবকে পরিণত হয়।

٢٢٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَّ عَلٰى حُبِّ اِثْنَتَيْنِ طُوْلُ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةُ الْمَالِ .

২২৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দু'টি বস্তুর কামনায় বৃদ্ধের অন্তরও যুবক থাকে ঃ দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের প্রাচুর্য (আ, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢٨١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشُبُّ مِنْهُ اِثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ .

২২৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু দু'টি ব্যাপারে যুবকই থাকে ঃ বেঁচে থাকার লোভ এবং সম্পদের মোহ (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি।

٢٢٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ حَلْبَسٍ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلاَلِ وَلاَ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لاَ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِمَّا فِىْ يَدَيِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُوْنَ فِىْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ اِذَا اَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبُ فِيْهَا لَوْ اَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ .

২২৮২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়া এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করার নাম দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহ্দ) নয়, বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হল ঃ আল্লাহ্র কাছে যা আছে তার চাইতে তোমার হাতে যা আছে তার উপর বেশী নির্ভরশীল না হওয়া এবং তুমি কোন বিপদে পতিত হলে তার বিনিময়ে ছওয়াবের আশার তুলনায় বিপদে পতিত না হওয়াটা তোমার নিকট অধিকতর কাঙ্ক্ষিত হবে না (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। আবু ইদরীস আল-খাওলানীর নাম আইযুল্লাহ, পিতা আবদুল্লাহ। আমর ইবনে ওয়াকিদ একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০
(বাসস্থান, বস্ত্র, খাদ্য ও পানীয়ের অধিকার)।

٢٢٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ حُمْرَانُ بْنُ اَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لاِبْنِ اٰدَمَ حَقٌّ فِىْ سِوٰى هٰذَا الْخِصَالِ بَيْتٌ يَّسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِىْ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ .

২২৮৩। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের জন্য এই কয়টি বস্তু ছাড়া আর কোন অধিকার নেই ঃ

তার বসবাসের জন্য একটি ঘর ও লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় এবং এক টুকরা রুটি ও পানি (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি হল আল-হুরাইস ইবনুস সাইবের রিওয়ায়াত। (রাবী বলেন) আমি আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে সালম আল-বালখীকে বলতে শুনেছি, আন-নাদর ইবনে শুমাইল বলেন, 'জিলফুল খুব্‌য' এমন রুটি যার সাথে তরকারী নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
(দান-খয়রাত ও ভোগ-ব্যবহারকৃত সম্পদ)।

٢٢٨٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اِنْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ (اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِيْ مَالِيْ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَّالِكَ اِلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ اَوْ اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ .

২২৮৪। মুতাররিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। তখন তিনি বলছিলেন ঃ "সম্পদের প্রাচুর্যের মোহ তোমাদেরকে (আল্লাহ থেকে) উদাসীন করে ফেলেছে" (সূরা তাকাসুর ঃ ১)। মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ। কিন্তু তুমি দান-খয়রাত করে যা (আল্লাহ্‌র খাতায়) জমা রেখেছ, খেয়ে যা শেষ করেছ এবং পরিধান করে যা পুরানো করেছ এগুলো ছাড়া তোমার সম্পদ বলতে কিছু নেই (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২
(দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম)।

٢٢٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ هُوَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَاِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى .

২২৮৫। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ (সৎকাজে) ব্যয় করে ফেল তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু তুমি যদি তা আটক রাখ তবে তা তোমার জন্য অকল্যাণকর। তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তাতে কোন দোষারোপ করা হবে না। আর তোমার পোষ্যদের থেকেই (দান খয়রাত) শুরু কর। উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শাদ্দাদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌র উপনাম আবু আম্মার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩
(তোমরা যদি যথার্থই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হতে)।

٢٢٨٦. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ·

২২৮৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যদি যথার্থই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হতে তবে পাখীদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় তোমাদেরও সেভাবে রিযিক দেয়া হত। এরা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে (আ, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি। আবু তামীম আল-জায়শানীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে মালেক।

٢٢٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اَحَدُهُمَا يَاْتِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ·

২২৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির থাকত এবং অপরজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদা সেই উপার্জনকারী ভাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। তিনি তাকে বলেন ঃ হয়ত তার উসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

(যে ব্যক্তি সপরিবারে নিরাপদে ভোরে উপনীত হয়)।

٢٢٨٨. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ شُمَيْلَةَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اٰمِنًا فِىْ سِرْبِهِ مُعَافًى فِىْ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا .

২২৮৮। সালামা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহসিন আল-খিতমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সে সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার কাছে যদি সারা দিনের খোরাকী থাকে তাহলে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র হল (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল মারওয়ান ইবনে মুআবিয়ার সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। 'হীযাত' অর্থ 'একত্র করা হল'। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল-হুমাইদী-মারওয়ান ইবনে মুআবিয়া উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

(প্রয়োজনের ন্যূনতম পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা)।

٢٢٨٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِىْ عِنْدِىْ لَمُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِّنَ الصَّلَاةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهٖ وَاَطَاعَهُ فِى السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِى النَّاسِ لَا يُشَارُ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ نَقَرَ (نَقَدَ) بِيَدِهٖ فَقَالَ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَضَ عَلَىَّ رَبِّىْ لِيَجْعَلَ لِىْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا قُلْتُ لَا يَارَبِّ وَلٰكِنْ اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوْعُ يَوْمًا وَقَالَ ثَلَاثًا اَوْ نَحْوَ هٰذَا فَاِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ اِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَاِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ ۔

২২৮৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঈর্ষনীয় হল সেই মুমিন ব্যক্তি যার অবস্থা খুবই হালকা (স্বল্প সম্পদ এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যাও কম) এবং যে নামাযে মনোযোগী, সুচারুরূপে তার প্রভুর ইবাদত করে, একান্ত নিভৃতেও তাঁর অনুগত থাকে, মানুষের মাঝে অখ্যাত, তার দিকে অংগুলি সংকেত করা হয় না, আর ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক তার রিযিক এবং তাতেই ধৈর্য ধারণকারী। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতের ইংগিতে বলেন ঃ অচিরেই তার মৃত্যু হয়, তার জন্য বিলাপকারীর সংখ্যাও কম, তার রেখে যাওয়া সম্পদও খুব সামান্য। একই সনদসূত্রে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার রব আমার নিকট মক্কার বাতহা অর্থাৎ কংকরময় এলাকা আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। আমি বললাম, হে আমার রব! দরকার নেই, বরং একদিন আমি তৃপ্তির সাথে আহার করব আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকব। একই কথা তিনি তিনবার বা তদ্রূপ বললেন। যখন ক্ষুধার্ত থাকব তখন বিনীতভাবে তোমার কাছেই প্রার্থনা করব ও তোমাকেই স্মরণ করব এবং যখন তৃপ্তি সহকারে আহার করব তখন তোমার শুকরিয়া আদায় করব ও তোমার প্রশংসা করব (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ফাদালা ইবনে উবাইদ আল-কাসিম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি আবদুর রহমানের পুত্র এবং উপনাম আবু আবদুর রহমান, মতান্তরে আবু আবদুল মালেক। তিনি আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মুক্তদাস। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী এবং বিশ্বস্ত রাবী। আর আলী ইবনে ইয়াযীদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং তার উপনাম আবু আবদুল মালেক।

٢٢٩٠. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ (وَرُزِقَ) كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ .

২২৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, যাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ যাকে ধৈর্য ধারণের ও অল্পে তুষ্ট থাকার তওফীক দান করেছেন, সে-ই সফলকাম হল (আ, ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٢٩١. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّ اَبَا عَلِيٍّ عَمْرِو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِىَّ اَخْبَرَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلاَمِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ .

২২৯১। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান যাকে ইসলামের পথে হেদায়াত দান করা হয়েছে এবং যার জীবিকা ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক এবং তাতেই সে তুষ্ট (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হানীর নাম হুমাইদ ইবনে হানী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

দারিদ্র্যের ফযীলাত।

٢٢٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ اَسْلَمَ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ اَبُوْ طَلْحَةَ الرَّاسِبِىُّ عَنْ اَبِى الْوَازِعِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ لَهُ اُنْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ لَهُ اُنْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِىْ فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَاِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ ·

২২৯২। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি। তিনি তাকে বলেন ঃ ভেবে-চিন্তে দেখ তুমি কি বলছ। সে আবারো বলল, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি তাকে বলেন, ভেবে-চিন্তে দেখ তুমি কি বলছ। সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি। এরূপ সে তিনবার বলল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি যদি বাস্তবিকই আমাকে ভালোবাস তবে অতি সত্বর দারিদ্র্যের মোকাবিলার জন্য বর্ম প্রস্তুত করে নাও। কেননা পাহাড়ী ঢল যেভাবে তার গন্তব্যে ধেয়ে যায়, আমাকে যে ভালোবাসে তার দিকে দারিদ্র্য আরও দ্রুত ধেয়ে আসে (আ)।

নাসর ইবনে আলী-স্বীয় পিতা-শাদ্দাদ-আবু তালহা (র) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবুল ওয়াযে আর-রাসিবীর নাম জাবির, পিতা আমর, বসরার অধিবাসী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনীদের আগে বেহেশতে যাবেন।

٢٢٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ (سَنَةٍ) ·

২২৯৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের ধনীদের চাইতে পাঁচ শত বছর আগে বেহেশতে যাবে।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, তবে উপরোক্ত সনদসূত্রে গরীব।

٢٢٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ اللَّيْثِىُّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِاَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا يَاعَائِشَةُ لاَ تَرُدِّىْ الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَاعَائِشَةُ اَحِبِّى الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ فَاِنَّ اللّٰهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২২৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দোয়া করে) বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দরিদ্র হিসেবে জীবিত রাখ, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং কিয়ামতের দিন দরিদ্রদের দলভুক্ত করে হাশর করিও। (একথা শুনে) আইশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেন এরূপ বলছেন? তিনি বলেন ঃ হে আইশা! তারা তো তাদের ধনীদের চাইতে চল্লিশ হেমন্ত (বছর) পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তুমি যাচ্ঞাকারী দরিদ্রকে ফিরিয়ে দিও না। যদি তোমার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকে, তবে একটি খেজুরের টুকরা হলেও তাকে দিও। হে আইশা! তুমি দরিদ্রদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে তোমার সান্নিধ্যে রাখবে। তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর সান্নিধ্যে রাখবেন (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٢٢٩٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفَ يَوْمٍ .

২২৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচ শত বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তা হল (আখেরাতের) অর্ধ দিনের সমান।[২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

২. পূর্বের এক হাদীসে চল্লিশ বছরের উল্লেখ আছে এবং এই হাদীসে পাঁচ শত বছর উল্লেখ আছে। এখানে সংখ্যাদ্বয় দ্বারা এই কথা বুঝানো হয়েছে যে, দরিদ্ররা ধনীদের অনেক আগেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা ওহী মারফত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রথমে চল্লিশ বছর এবং পরে পাঁচ শত বছরের কথা জানানো হয়েছে (সম্পাদক)।

٢٢٩٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْـمُحَارِبِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْـرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْـمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ .

২২৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের চাইতে অর্ধদিন পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এই অর্ধদিন হল পাঁচ শত বছরের সমান।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٢٩٧. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْـمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْـمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِاَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا .

২২৯৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দরিদ্র মুসলমানগণ তাদের ধনীদের চাইতে চল্লিশ বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা)।

٢٢٩٨. حَدَّثَنَا اَحْـمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْـمُهَلَّبِىُّ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْـرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِىْ بِطَعَامٍ وَقَالَتْ مَا اَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَاَشَاءُ اَنْ اَبْكِىَ اِلاَّ بَكَيْتُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَتْ اَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِىْ فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا وَاللّٰهِ مَاشَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِىْ يَوْمٍ .

২২৯৮। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আইশা (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি আমার জন্য খাবার আনালেন। পরে তিনি বলেন, আমি কখনো পেট পুরে খাদ্য গ্রহণ করিনি, এজন্য আমি কাঁদতে চাইলে কাঁদতে পারি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সে কথা মনে পড়ে। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি কোন দিনই দু'বার গোশত ও রুটি দ্বারা পেট ভরে খেতে পাননি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٢٩٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ ·

২২৯৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক নাগাড়ে দুই দিন যবের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٠٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلُهُ ثَلاَثًا تِبَاعًا مِّنْ خُبْزِ الْبُرِّ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ·

২৩০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার কখনও পরপর তিন দিন পেট ভরে গমের রুটি খেতে পাননি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ, হাসান এবং উক্ত সূত্রে গরীব।

٢٣٠١. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ مَاكَانَ يَفْضُلُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزُ الشَّعِيْرِ ·

২৩০১। সুলাইম ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উমামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কখনও যবের রুটিও অতিরিক্ত হয়নি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উক্ত সূত্রে গরীব। এই ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু বুকাইর হলেন কূফাবাসী এবং আবু বুকাইর তার পিতা। সুফিয়ান সাওরী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকাইর হলেন মিসরবাসী এবং তিনি লাইস ইবনে সাদের ছাত্র।

٢٣٠٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَاَهْلُهُ لاَ يَجِدُوْنَ عَشَاءً وَكَانَ اَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ ·

২৩০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তাদের জন্য রাতের খাবার জুটত না। আর অধিকাংশ সময় যবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٣٠٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا ·

২৩০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোআ করেন ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য কেবল জীবন ধারণোপযোগী (পরিমাণ) রিযিকের ব্যবস্থা করুন (আ,ই,না,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٣٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ.

২৩০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামী দিনের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। জাফর ইবনে সুলাইমান ছাড়াও অন্যান্য রাবীগণ কর্তৃক এ হাদীসটি সাবিতের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

٢٣٠٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى خُوَانٍ وَلاَ اَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتّٰى مَاتَ .

২৩০৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দস্তরখানে (টেবিলে) খাবার খাননি এবং কখনও পাতলা রুটিও খাননি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং সাঈদ ইবনে আবু আরূবার রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

٢٣٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ قِيْلَ لَهُ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ يَعْنِي الْحُوَارٰى فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ فَقِيْلَ لَهُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ قِيْلَ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِالشَّعِيْرِ قَالَ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نُثَرِّيْهِ فَنَعْجِنُهُ .

২৩০৬। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনো ময়দার রুটি খেয়েছেন? সাহ্‌ল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত (মৃত্যু) হওয়া পর্যন্ত কখনো ময়দা দেখেননি। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আপনাদের কাছে কোন চালুনি ছিল কি? তিনি বলেন, আমাদের কোন চালুনি ছিল না। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে আপনারা যব নিয়ে কি করতেন? তিনি বলেন, আমরা তাতে ফুঁ দিতাম, ফলে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত, অতঃপর তাতে পানি ঢেলে খামির বানাতাম (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মালেক ইবনে আনাস (র) এ হাদীস আবু হাযিম (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা।

٢٣٠٧. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَوَّلُ رَجُلٍ اَهْرَاقَ دَمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنِّىْ لَاَوَّلُ رَجُلٍ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَغْزُوْ فِى الْعِصَابَةِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَاْكُلُ اِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحَبَلَةِ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ اَوِ الْبَعِيْرُ وَاَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ يُعَزِّرُوْنِى فِى الدِّيْنِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَّضَلَّ عَمَلِىْ .

২৩০৭। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় রক্ত ঝরিয়েছে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে এক যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করি। তখন আমরা গাছের পাতা ও বাবলা গাছের ফল ছাড়া আহারের জন্য কিছুই পাইনি। ফলে আমাদের এক একজন ছাগল ও উটের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করত। কিন্তু আজকাল আসাদ গোত্রের লোকেরা দীনের ব্যাপারে আমার ত্রুটি নির্দেশ করছে। তাহলে আমি তো বিফলকাম হলাম এবং আমার সব আমলও বরবাদ হয়ে গেল (বু, মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। তবে বাইয়ানের বর্ণনাতে এটি গরীব।

٢٣٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنِّىْ اَوَّلُ رَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ اِلاَّ الْحَبَلَةَ وَهٰذَا السَّمُرَ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ يُعَزِّرُوْنِىْ فِى الدِّيْنِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَّضَلَّ عَمَلِىْ .

২৩০৮। কায়েস (র) বলেন, আমি সাদ ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমিই আরবের প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর ছুড়েছে। আমরা নিজেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদ করেছি। তখন বাবলা গাছের ফল আর বুনো জাম ব্যতীত আমাদের সাথে আহার করার মত কিছু ছিল না। তা আহার করে আমাদের এক একজন ছাগলের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করত। অথচ আজকাল আসাদ গোত্রের লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে আমার ত্রুটি নির্দেশ করছে। তাই যদি হয়, তবে আমি তো ব্যর্থ হয়েছি এবং আমার আমলও বিনষ্ট হয়ে গেল (বু, মু, না, ই)।৩

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٠٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُنَا عِنْدَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ (مَخَطَ) فِيْ اَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ بَخٍ بَخٍ يَتَمَخَّطُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ وَاِنِّيْ لَاَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الْجُوْعِ مَغْشِيًا عَلَيَّ فَيَجِيْءُ الْجَائِيْ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى عُنُقِيْ يَرٰى اَنَّ بِيَ الْجُنُوْنَ وَمَا بِيْ جُنُوْنٌ وَمَا هُوَ الاَّ الْجُوْعُ .

২৩০৯। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার পরিধানে ছিল গোলাপী রংয়ের দু'টি কাতান কাপড়। তিনি একটি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, বেশ, বেশ, আবু হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে! অথচ আমার এরূপ অবস্থা ছিল যে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার ও আইশা (রা)-র কামরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। এ পথে কেউ এসে আমার ঘাড়ের উপর পা রাখত এবং ধারণা করত যে, আমি উন্মাদ হয়ে গেছি। অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামী ছিল না, বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার এরূপ অবস্থা হত (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এই সূত্রে গরীব।

---

৩. সাদ ইবনে মালেক (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে কূফার ওয়ালী (শাসক) ছিলেন। কূফার আসাদ গোত্রীয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি নামাযের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে জানেন না। তখন তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন (সম্পাদক)।

٢٣١٠. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّ اَبَا عَلِىٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِىَّ اَخْبَرَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِى الصَّلاَةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُوْلَ الاَعْرَابُ هٰؤُلاَءِ مَجَانِيْنُ اَوْ مَجَانُوْنَ فَاِذَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَالَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لاَحْبَبْتُمْ اَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً قَالَ فَضَالَةُ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৩১০। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের নিয়ে জামাআতে নামায পড়তেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার জ্বালায় নামাযের মধ্যেই দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যেতেন। তারা ছিলেন সুফ্ফার সদস্য।[৪] তাদের এ অবস্থা দেখে বেদুঈনরা বলত, এরা পাগল নাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন ঃ আল্লাহ্র কাছে তোমাদের যে কি মর্যাদা তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা আরো ক্ষুধার্ত, আরো অভাব-অনটনে থাকতে পছন্দ করতে। ফাদালা (রা) বলেন, আমি তৎকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٣١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَاعَةٍ لاَيَخْرُجُ فِيْهَا وَلاَ يَلْقَاهُ فِيْهَا اَحَدٌ فَاَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكَ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ خَرَجْتُ اَلْقَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْظُرُ فِىْ وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيْمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ قَالَ الْجُوْعُ

৪. পরিবার-পরিজনহীন একদল দরিদ্র সাহাবী জনগণকে দীন ইসলামের শিক্ষাদানের জন্য মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় বসবাস করতেন। তারা 'আহলুস সুফফা' নামে খ্যাত। তারা কায়িক শ্রমে উপার্জন দ্বারা অতি কষ্টে নিজেদের ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন (সম্পাদক)।

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا قَدْ وَجَدْتُ
بَعْضَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقُوْا اِلٰى مَنْزِلِ اَبِى الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْاَنْصَارِيِّ
وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَالُوْا
لِاِمْرَاَتِهِ اَيْنَ صَاحِبُكِ فَقَالَتْ انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ فَلَمْ يَلْبَثُوْا اَنْ
جَاءَ اَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفَدِّيْهِ بِاَبِيْهِ وَاُمِّهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ اِلٰى حَدِيْقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ
بِسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ اِلٰى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلاَ تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ
تَخْتَارُوْا اَوْ قَالَ تَخَيَّرُوْا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ فَاَكَلُوْا وَشَرِبُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مِنَ
النَّعِيْمِ الَّذِىْ تُسْئَلُوْنَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ
فَانْطَلَقَ اَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لاَ تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ قَالَ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا اَوْجَدْيًا فَاَتَاهُمْ بِهَا فَاَكَلُوْا فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَتَانَا سَبْىٌ
فَائْتِنَا فَاُتِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَاَتَاهُ
اَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَرْمِنْهُمَا فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ
اِخْتَرْلِىْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هٰذَا
فَاِنِّىْ رَاَيْتُهُ يُصَلِّىْ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوْفًا فَانْطَلَقَ اَبُوالْهَيْثَمِ اِلٰى امْرَاَتِهِ
فَاَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِمْرَاَتُهُ مَا اَنْتَ
بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ اَنْ تَعْتِقَهُ قَالَ فَهُوَ
عَتِيْقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَّلاَخَلِيْفَةً

اِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوْهُ خَبَالاً وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوْءِ فَقَدْ وُقِىَ .

২৩১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় ঘর থেকে বের হলেন, যখন তিনি সচরাচর বের হন না এবং এ সময় কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেও আসে না। (এই মুহূর্তে) আবু বাক্‌র (রা) এসে হাযির। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আপনি কি মনে করে এলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি, তাঁর বরকতময় চেহারা দর্শন ও তাঁকে সালাম করার উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে উমার (রা)-ও এসে উপস্থিত হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ হে উমার! আপনার এ সময় আগমনের কারণ কি? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার তাড়নায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমিও এরূপ কিছু অনুভব করছি। এই বলে তাঁরা হাইসাম ইবনে তায়্যিহান আল-আনসারী (রা)-র বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন। আর তিনি ছিলেন প্রচুর খেজুর গাছ ও বকরীর মালিক, কিন্তু তার কোন খাদেম ছিল না। তাঁরা তাকে বাড়ীতে না পেয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথী কোথায়? তিনি বলেন, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। ইতিমধ্যে আবুল হাইসাম (রা) পানিভর্তি মশক নিয়ে ফিরে এলেন এবং সেটা রেখেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আপনার জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হোক! অতঃপর তাদের নিয়ে তিনি তার বাগানে গেলেন এবং তাদের জন্য বিছানা পেতে দিলেন। অতঃপর তিনি খেজুর গাছ থেকে কয়েক গুচ্ছ খেজুর পেড়ে নিয়ে এসে তাঁদের সামনে রাখলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আমাদের জন্য পাকা খেজুর বেছে আলাদা করে আনলেনা কেন? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মনে করলাম যে, আপনারা তাজা কিংবা পাকা খেজুর নিজেদের পছন্দমত বেছে খাবেন, এজন্য উভয় প্রকারের খেজুর সামনে রাখলাম। অতঃপর তাঁরা খেজুর খেয়ে সেই পানি পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! এসব নিয়ামত সম্পর্কেও কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এই সুশীতল ছায়া, সুস্বাদু কাঁচাপাকা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি (কতই না সুন্দর নিয়ামত)। এরপর আবুল হাইসাম (রা) তাঁদের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে চলে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে দিলেন ঃ দুধেল পশু মোটেই যবেহ করবে না। কাজেই তিনি নবীন একটি নর ছাগল যবেহ করলেন এবং রান্না করে তাদের জন্য

নিয়ে এলেন। তাঁরা তা আহার করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার কোন খাদেম আছে কি? তিনি বলেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার কাছে যখন বন্দী আসবে তখন তুমি এসো। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দু'টি গোলাম আসে। তাদের সাথে তৃতীয় কোন গোলাম ছিল না। আবুল হাইসাম (রা) তাঁর কাছে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ এদের মধ্যে যেটি পছন্দ হয় বেছে নাও। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনিই আমাকে একটি বেছে দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানতদার হতে হয়। ঠিক আছে তুমি এটাই নাও। কেননা আমি একে নামায পড়তে দেখেছি। তার সাথে সদাচারের জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। আবুল হাইসাম (রা) তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তার স্ত্রী বলেন, একে দাসত্বমুক্ত করে দেয়া ছাড়া আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের মর্ম পর্যন্ত পৌছ্‌তে পারবেন না। তিনি বলেন, ঠিক আছে, সে এখন আযাদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যত নবী ও খলীফা পাঠিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে একান্ত পরামর্শক দান করেছেন। একজন সাথী তো তাকে সৎকাজের আদেশ দিতে থাকে এবং অন্যায় কাজে প্রতিহত করে। আর অপরজন তাকে ধ্বংস করার কোন সুযোগই ছাড়ে না। যাকে এই অসৎ পরামর্শক থেকে হেফাজত করা হয়েছে সে তো বেঁচেই গেল (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবু সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ-আবু আওয়ানা-আবদুল মালেক ইবনে উমাইর-আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র ও উমার (রা) বের হলেন....। অতঃপর তিনি উক্ত মর্মে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ নেই। শাইবানের রিওয়ায়াত আবু আওয়ানার রিওয়ায়াতের তুলনায় দীর্ঘ ও অধিক পূর্ণাংগ। হাদীসবেত্তাদের মতে শাইবান বিশ্বস্ত রাবী এবং তার সংকলনও আছে। ভিন্ন সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٢٣١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِیْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِیْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِیْ طَلْحَةَ قَالَ

شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوْعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَرَيْنِ ۔

২৩১২। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনাহারের অভিযোগ করলাম এবং নিজেদের পেটের কাপড় উঠিয়ে একটা পাথর (বাঁধা) দেখালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর পেটের কাপড় উঠিয়ে আমাদেরকে দু'টি পাথর বাঁধা দেখালেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢٣١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَلَسْتُمْ فِيْ طَعَامٍ وَّشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَاَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَاُ بَطْنَهُ ۔

২৩১৩। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তো এখন ইচ্ছামত পানাহার করতে পার। অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি এই নিকৃষ্ট ও শুকনো খেজুরও পেতেন না, যদ্বারা তাঁর পেট ভরতে পারেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু আওয়ানা প্রমুখ সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে আবুল আহওয়াস বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি শোবা (র) সিমাক-নোমান ইবনে বশীর-উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০
মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য।

٢٣١٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ ۔

২৩১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেই ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায় না। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য (আ,বু,মু,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হুসাইনের নাম উসমান, পিতা আসিম আল-আসাদী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

(নিজের মাল গ্রহণ করা)।

٢٣١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَّنْ اَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيْمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ النَّارُ .

২৩১৫। হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী খাওলা বিনতে কায়েস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এ পার্থিব ধন-সম্পদ হলো সবুজ-শ্যামল, মনোরম ও মধুময়। যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে তার প্রয়োজন মাফিক তা গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া এই সম্পদ স্বেচ্ছাচারী পন্থায় ভোগ-ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দোযখ ছাড়া আর কিছুই নেই (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুল ওয়ালীদের নাম উবাইদ সানুতী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

(দিরহাম ও দীনারের দাসরা অভিশপ্ত)।

٢٣١٦. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ .

২৩১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দীনার ও দিরহামের দাসরা অভিশপ্ত (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উক্ত সূত্রে গরীব। এই সনদসূত্র ছাড়াও এ হাদীসটি আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্ণ ও দীর্ঘ কলেবরে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

(সম্পদ ও প্রতিপত্তির মোহ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে)।

٢٣١٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلاَ فِيْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ ·

২৩১৭। কাব ইবনে মালেক আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিসাধন করে তার ধর্মের (আ, না, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তার সনদসূত্র সহীহ নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

(পার্থিব জীবন ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী)।

٢٣١٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ اَخْبَرَنِى الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَالِيْ وَمَا لِلدُّنْيَا مَا اَنَا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ·

২৩১৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তিনি ঘুম থেকে

জেগে উঠে দাঁড়ালে দেখা গেল তাঁর দেহে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি আপনার জন্য একটি নরম বিছানার (তোষক) ব্যবস্থা করতাম। তিনি বলেন ঃ দুনিয়ার সংগে আমার কি সম্পর্ক? আমি দুনিয়াতে এমন একজন পথচারী মুসাফির বৈ তো নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল, অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের পানে চলে গেল (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

(ভেবে-চিন্তে বন্ধু নির্বাচন করবে)।

٢٣١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ ‏.‏

২৩১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই লক্ষ্য রাখবে সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে (আ, দা, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

(তিনটি জিনিস মৃতের সাথে যায়, দু'টি ফিরে আসে, একটি থেকে যায়)।

٢٣٢٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقٰى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقٰى عَمَلُهُ ‏.‏

২৩২০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে, অতঃপর দু'টি ফিরে আসে এবং একটি (তার সাথে) থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবার-পরিজন,

সম্পদ ও কৃতকর্ম। অতঃপর তার পরিজন ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার কৃতকর্ম (তার সাথে) থেকে যায় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

অতি ভোজন নিন্দনীয়।

٢٣٢١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ وَحَبِيْبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مَلَاَ اٰدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِّنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ اٰدَمَ اُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَاِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ .

২৩২১। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ পেটের চাইতে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখার মত কয়েক গ্রাস খাদ্যই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশী যদি দরকার হয় তবে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে (আ, ই, হা)।

আল-হাসান ইবনে আরাফা-ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সনদে মিকদাম ইবনে মাদিকারিব (রা) থেকে "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি" স্থলে "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" উল্লেখ আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

প্রদর্শনেচ্ছা ও যশের আকাঙ্ক্ষা।

٢٣٢٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرَاءِيْ يُرَائِي اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُّسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللّٰهُ بِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللّٰهُ .

২৩২২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহও তাকে সেটাই দেখাবেন (অর্থাৎ সে প্রদর্শনীমূলক আমল করলে তা প্রকাশ করে দেখানো হবে) এবং যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির অন্বেষণে আমল করবে, আল্লাহও তার আমল (দোষ-ত্রুটিগুলো) প্রচার করে দেবেন। অধিকন্তু তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না।

আবু ঈসা বলেন, এটি হাসান হাদীস, তবে উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে জুনদুব ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٢٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَخْبَرَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِى الْوَلِيْدِ اَبُوْ عُثْمَانَ الْمَدَائِنِىُّ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ اَنَّ شُفَيًّا الْاَصْبَحِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتّٰى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلاَ قُلْتُ لَهُ اَنْشُدُكَ بِحَقٍّ وَبِحَقٍّ لَمَا حَدَّثْتَنِىْ حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَفْعَلُ لَاُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ ثُمَّ نَشَغَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً فَمَكَثْنَا قَلِيْلاً ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ لَاُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا اَحَدٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَغَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً اُخْرٰى (شَدِيْدَةً) ثُمَّ اَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ اَفْعَلُ لَاُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا اَحَدٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَغَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً اُخْرٰى (شَدِيْدَةً) ثُمَّ اَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ اَفْعَلُ لَاُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا اَحَدٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَغَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيْدَةً ثُمَّ مَالَ

خَارًّا عَلٰى وَجْهِهِ فَاَسْنَدْتُهُ طَوِيْلاً ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ اِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِىَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ اُمَّةٍ جَاثِيَةٌ فَاَوَّلُ مَنْ يَّدْعُوْ بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ كَثِيْرُ الْمَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْقَارِئِ اَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا اَنْزَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِىْ قَالَ بَلٰى يَارَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا عُلِّمْتَ قَالَ كُنْتُ اَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ بَلْ اَرَدْتَّ اَنْ يُّقَالَ اِنَّ فُلاَنًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ وَيُؤْتٰى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَمْ اُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتّٰى لَمْ اَدَعْكَ تَحْتَاجُ اِلٰى اَحَدٍ قَالَ بَلٰى يَارَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا اٰتَيْتُكَ قَالَ كُنْتُ اَصِلُ الرَّحِمَ وَاَتَصَدَّقُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى بَلْ اَرَدْتَّ اَنْ يُّقَالَ فُلاَنٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ وَيُؤْتٰى بِالَّذِىْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ فِيْمَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُوْلُ اُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتّٰى قُتِلْتُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُّقَالَ فُلاَنٌ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رُكْبَتِىْ فَقَالَ يَااَبَا هُرَيْرَةَ اُولٰئِكَ الثَّلاَثَةُ اَوَّلُ خَلْقِ اللّٰهِ تُسْعَرُ (تُسَعَّرُ) بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔

২৩২৩। শুফাই (শাফী) আল-আসবাহী (র) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি মদীনায় পৌঁছে দেখেন যে, এক ব্যক্তিকে ঘিরে জনতার ভিড় লেগে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তিনি কে? উপস্থিত লোকেরা বলল, ইনি আবু হুরায়রা (রা)। (শুফাই বলেন), আমি নিকটে গিয়ে তার সামনে বসে পড়লাম। তিনি তখন লোকদের হাদীস শুনাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি যখন নীরব ও একাকী হলেন, আমি তাকে বললাম, আমি আপনার কাছে সত্যিকারভাবে এই আবেদন করছি যে, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবেন, যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন, ভালোভাবে বুঝেছেন এবং জেনেছেন।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তাই করব, আমি তোমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি এবং আমি তা বুঝেছি ও জেনেছি। একথা বলে আবু হুরায়রা (রা) কেমন যেন তন্ময়গ্রস্ত হয়ে পড়েন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। অতঃপর তন্ময়ভাব কেটে গেলে তিনি বলেন, আমি তোমার কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘরের মধ্যে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাদের সাথে তখন আমি ও তিনি ব্যতীত আর কিউ ছিল না। পুনরায় আবু হুরায়রা (রা) আরো গভীরভাবে তন্ময়গ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সম্বিত ফিরে পেয়ে মুখমণ্ডল মুছলেন, অতঃপর বলেন, আমি তা করব। আমি অবশ্যই তোমার নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তখন এই ঘরে আমাদের সাথে তিনি ও আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। পুনরায় আবু হুরায়রা (রা) গভীরভাবে তন্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন এবং বোধশূন্য হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে অনেকক্ষণ ঠেস দিয়ে রাখলাম। অতঃপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য তাদের কাছে উপস্থিত হবেন। সমস্ত উম্মাতই তখন নতজানু হয়ে থাকবে। অতঃপর হিসাব-নিকাশের জন্য সর্বপ্রথম যাদের ডাকা হবে তারা হল কুরআনের হাফেজ, আল্লাহ্‌র পথের শহীদ এবং প্রচুর ধনৈশ্বর্যের মালিক। আল্লাহ সেই কারী (কুরআন পাঠক)-কে জিজ্ঞেস করবেন, আমি আমার রাসূলের কাছে যা পাঠিয়েছি তা কি তোমাকে শিখাইনি? সে বলবে, হে রব! হাঁ, শিখিয়েছেন। তিনি বলবেন, তুমি যা শিখেছ তদনুযায়ী কি কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি রাত-দিন তা তিলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও বলবে তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তাকে আরো বলবেন, বরং তুমি চেয়েছিলে যে, তোমাকে বড় কারী (হাফেয) ডাকা হোক। আর তা তো ডাকা হয়েছে। অতঃপর সম্পদশালী ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে প্রচুর সম্পদ দেইনি? এমনকি তোমাকে আমি কারো মুখাপেক্ষী রাখিনি। সে বলবে, হাঁ, অবশ্যই হে আমার রব। তিনি বলবেন, আমার দেয়া সম্পদ থেকে তুমি কি কি (সৎ) আমল করেছ? সে বলবে, আমি এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছি এবং দান-খয়রাত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ আরো বলবেন, তুমি চেয়েছিলে যে, লোকমুখে তোমার দানশীল-দানবীর নামের প্রসার হোক। আর এরূপ তো হয়েছেই। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছে

তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কিসে শহীদ হয়েছ? সে বলবে, আপনি তো আদেশ করেছিলেন আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে। কাজেই আমি জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, আর ফেরেশতারাও তাকে বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ আরো বলবেন, তুমি চেয়েছিলে লোকমুখে একথা ছড়িয়ে পড়ুক যে, অমুক ব্যক্তি খুব সাহসী বীর। আর তাতো বলাই হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাঁটুতে হাত মেরে বলেন ঃ হে আবু হুরায়রা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে এ তিনজন দ্বারাই প্রথমে দোযখের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।

ওলীদ অর্থাৎ আবু উসমান আল-মাদাইনী বলেন, আমাকে উক্‌বা বলেছেন যে, উক্ত শুফাই (শাফী) মুআবিয়া (রা)-র কাছে গিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করেন। আবু উসমান আরো বলেন, আলা ইবনে আবু হাকীম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সে (শাফী) ছিল মুআবিয়া (রা)-র অসিবাহক। সে বলেছে যে, জনৈক ব্যক্তি মুআবিয়া (রা)-র কাছে এসে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তখন মুআবিয়া (রা) বলেন, তাদের সাথে যদি এরূপ করা হয় তবে অন্যসব লোকের কি অবস্থা হবে? অতঃপর মুআবিয়া (রা) খুব বেশী কাঁদলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি কাঁদতে কাঁদতে মারা যাবেন। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, এই লোকটিই আমাদের এখানে অনিষ্ট নিয়ে এসেছে (অর্থাৎ সে যদি এ হাদীস বর্ণনা না করত তবে এ দুর্ঘটনা ঘটত না)। ইতিমধ্যে মুআবিয়া (রা) হুঁশ ফিরে পেলেন এবং তার চেহারা মুছলেন, অতঃপর বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। (এই বলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন) ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ . اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"যে কেউ পার্থিব জীবন ও এর সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদের কাজের পূর্ণ ফল দুনিয়াতে দিয়ে থাকি এবং তথায় তাদেরকে কম দেয়া হবে না। তাদের জন্য পরকালে দোযখ ছাড়া আর কিছু নেই এবং তারা যা করে আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা বিফলে যাবে" (সূরা হূদ ঃ ১৫, ১৬)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯
(জুব্বুল হুযন উপত্যকা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা)।

٢٣٢٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنِى الْـمُحَارِبِىُّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ الضَّبِّىِّ عَنْ اَبِىْ مُعَانٍ الْبَصْرِىِّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْـحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّدْخُلُهُ قَالَ الْقُرَّاءُ الْـمُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ ·

২৩২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বুল হুযন' থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'জুব্বুল হুযন' কি? তিনি বলেন ঃ তা দোযখের মধ্যকার একটি উপত্যকা; যা থেকে স্বয়ং দোযখও দৈনিক শতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাতে কে প্রবেশ করবে? তিনি বলেন ঃ যেসব কুরআন পাঠক লোক দেখানো আমল করে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০
একান্ত গোপনে আমল করা।

٢٣٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سِنَانٍ الشَّيْـبَانِىُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُّهُ فَاِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ اَعْجَبَهُ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اَجْرَانِ اَجْرُ السِّرِّ وَاَجْرُ الْعَلاَنِيَةِ ·

২৩২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক অত্যন্ত গোপনে কোন আমল করে কিন্তু অন্যরা তা জেনে ফেললে তাতেও তার আনন্দ লাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব, একটি গোপনে আমল করার জন্য এবং অপরটি প্রকাশ হয়ে পড়ার জন্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আমাশ প্রমুখ–হাবীব ইবনে আবু সাবিত-আবু সালেহ–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলেম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "অন্যরা তা জেনে ফেললে তাতেও তার আনন্দ লাগে" কথাটির মর্ম এই যে, মানুষ তার প্রশংসা করলে তাতে সে আনন্দ পায়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যমীনে তোমরা আল্লাহ্র সাক্ষী"। সুতরাং এই কারণে মানুষের প্রশংসায় সে খুশী হয় (কারণ তারা তার ভালো কাজের সাক্ষী হয়ে গেল)। আর যে ব্যক্তি এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, মানুষ তার ভালো কাজ জানতে পারলে তাকে সম্মান করবে, তাকে সমীহ করে ইজ্জত দেখাবে, তাহলে সেটা হবে রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা)। আর কতক আলেম বলেন, যখন তার কাজ জানাজানি হয়ে যায়, সে তখন এই আশায় খুশী হয় যে, মানুষও তার ন্যায় ভালো আমল করা শুরু করবে। তাহলে তার এ খুশীর দরুন আমলকারী লোকদের ন্যায় সেও সওয়াব পাবে। উক্ত বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করারও অবকাশ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

যে যাকে ভালোবাসে (কিয়ামতের দিন) সে তার সাথী হবে।

٢٣٢٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ ٠

২৩২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, (কিয়ামতের দিন) সে তার সাথেই থাকবে এবং সে যা অর্জন করেছে তা-ই পাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং হাসান বসরী–আনাস (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে গরীব। হাদীসটি অন্যরূপেও বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সাফওয়ান ইবনে আসসাল, আবু হুরায়রা ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٢٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضٰى

صَلاَتَهُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيْرَ صَلاَةٍ وَّلاَ صَوْمٍ اِلاَّ اَنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ وَاَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ فَمَا رَاَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ الْاِسْلاَمِ فَرْحَهُمْ بِهٰذَا (بِهَا) .

২৩২৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অবশ্য তেমন লম্বা (নফল) নামাযও পড়িনি, রোযাও (নফল) রাখিনি, তবে আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, সে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে। আর তুমিও যাকে ভালোবাস তার সাথেই থাকবে। রাবী বলেন, এ কথায় তারা এতই খুশী হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের আর কোন ব্যাপারে এত খুশী হতে দেখিনি (আ, বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٣٢٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ هُوَ بِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

২৩২৮। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উচ্চ আওয়াযধারী জনৈক বেদুঈন এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! কোন লোক একটি সম্প্রদায়কে ভালোবাসে; কিন্তু সে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারেনি (অর্থাৎ তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আহমাদ ইবনে আবদা আদ-দাব্বী-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-আসিম-যির ইবনে হুবাইশ-সাফওয়ান ইবনে আসসাল

(রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মাহমূদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

আল্লাহ্ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ।

২৩২৯. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ فِىَّ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِىْ ·

২৩২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার সাথে তদনুরূপ আচরণ করি। সে আমাকে ডাকলে আমি তার সাথেই থাকি (বু, মু, ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

পাপ ও পুণ্যের কাজ সম্পর্কে।

২৩৩০. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِىُّ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ·

২৩৩০। নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, পাপকাজ ও পুণ্যের কাজ কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সৎকাজ বা পুণ্যের কাজ হল সদাচার এবং পাপকাজ হল যা তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, আর সেটা মানুষ জানতে পারুক তা তুমি পছন্দ কর না (মু)।

বুনদার-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী-মুআবিয়া ইবনে সালেহ-আবদুর রহমান (র) থেকেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই সূত্রে "এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল"–এর স্থলে "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম" উল্লেখ আছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪
আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসা।

٢٣٣١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ حَدَّثَنِىْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلاَلِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ .

২৩৩১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার মর্যাদা ও পরাক্রমের খাতিরে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য রয়েছে আলোর মিম্বার (মঞ্চ)। নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের সাথে (মর্যাদা দর্শনে) ঈর্ষা করবে (মা,আ,বা,হা)।[৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা, ইবনে মাসউদ, উবাদা ইবনুস সামিত, আবু মালেক আল-আশআরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু মুসলিম আল-খাওলানীর নাম আবদুল্লাহ, পিতা সাওব।

٢٣٣٢. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ حَبِيْبِ (خُبَيْبِ) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَوْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ الاَّ ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَاَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ فَاجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ .

---

৫. মানবজাতির মধ্যে নবী-রাসূলগণের মর্যাদা সর্বোচ্চে, অতঃপর শহীদগণের মর্যাদা, অতঃপর অন্যদের মর্যাদা। উক্ত হাদীসে 'ঈর্ষা' (গিবতা) শব্দ দ্বারা মর্যাদার আধিক্য বুঝানো হয়েছে (সম্পাদক)।

২৩৩২। আবু হুরায়রা (রা) অথবা আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (কিয়ামতের দিন) সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই (আশ্রয়) অবশিষ্ট থাকবে না। (তারা হল) ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসক, যে যুবক আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে বড় হয়েছে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেও তার অন্তর এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যাবত না সে আবার তথায় ফিরে আসে, এমন দু'জন লোক যারা আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছে, এই সম্পর্কেই একত্র থাকে এবং বিচ্ছিন্ন হয়, যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেছে এবং তার দু'চোখ বেয়ে পানি পড়েছে, এমন ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী রূপসী নারী (বদকাজে) আহবান করেছে কিন্তু সে তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ঃ আমি মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করি এবং এমন ব্যক্তি যে এত গোপনে দান-খয়রাত করেছে যে, তার ডান হাত যা দান করেছে তার বাম হাতও তা জানতে পারেনি যে, তার ডান হাত কি দান করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এই হাদীসটি মালেক ইবনে আনাস (র)-এর বরাতে ভিন্ন সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সন্দেহবশত আবু হুরায়রা (রা) অথবা আবু সাঈদ (রা) বলা হয়েছে। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার এই হাদীস খুবাইব (হাবীব) ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে সন্দেহমুক্তভাবে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনবারী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-খুবাইব (হাবীব) ইবনে আবদুর রহমান-হাফ্স ইবনে আসেম-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মালেক ইবনে আনাস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তাতে আছে ঃ "কানা কালবুহু মুআল্লাকান বিল-মাসাজিদ" (যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে সংযুক্ত) এবং "যাতু হাসাবিন" (বংশীয়া)-এর স্থলে "যাতু মানসাবিন ওয়া জামালিন" (মর্যাদাসম্পন্ন ও সুন্দরী) বাক্যাংশের উল্লেখ আছে। এ হাদীসটিও হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ৫৫

(ভালোবাসার কথা অবহিত করা)।

٢٣٣٣. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ اِيَّاهُ .

২৩৩৩। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার কোন (মুসলিম) ভাইকে ভালোবাসলে অবশ্যই সে যেন তাকে তা অবহিত করে (আ,দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু যার ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٣٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَّقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَصِيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَامَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اٰخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْاَلْهُ عَنْ اِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ وَمِمَّنْ هُوَ فَاِنَّهُ اَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ ·

২৩৩৪। ইয়াযীদ ইবনে নুআমা আদ-দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কারো সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে সে যেন তার নাম, পিতার নাম ও গোত্র বা বংশের নাম জিজ্ঞেস করে নেয়। কেননা তা ভালোবাসার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অধিকতর কার্যকরী হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। ইয়াযীদ ইবনে নুআমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এটির সনদসূত্রও তেমন সহীহ নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬
চাটুকারিতা ও চাটুকার নিন্দনীয়।

٢٣٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَاَثْنٰى عَلٰى اَمِيْرٍ مِّنَ الْاُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْاَسْوَدِ يَحْثُوْ فِيْ وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَحْثُوَ فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ ·

২৩২৫। আবু মামার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোন এক প্রশাসকের সামনেই তার প্রশংসা করতে শুরু করে। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) তার মুখমণ্ডলে ধুলাবালি নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন চাটুকারের মুখে ধুলাবালি নিক্ষেপ করি (আ, ই, দা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যাইদা (র) ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ-মুজাহিদ-ইবনে আব্বাস-মিকদাদ (রা) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ-আবু মামার সনদসূত্রটি অধিকতর সহীহ। আবু মামারের নাম আবদুল্লাহ, পিতা সাখবারাহ। আর মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (র) হলেন মিকদাদ ইবনে আমর আল-কিন্দী, তার উপনাম আবু মাবাদ। আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগূস তাকে শৈশব অবস্থায় পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন বলে তাকে আসওয়াদের সাথে সম্পর্কিত করে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বলা হয়।

٢٣٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَالِمِ الْخَيَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَحْثُوَ فِيْ اَفْوَاهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ .

২৩৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটুকারদের মুখে ধুলা-বালু নিক্ষেপ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

ঈমানদার লোকের সংসর্গে থাকা।

٢٣٣٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ غَيْلاَنَ اَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ قَيْسٍ التُّجِيْبِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَالِمٌ اَوْ عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُصَاحِبْ اِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلاَّ تَقِيٌّ .

২৩৩৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সংগী হইও না এবং আল্লাহভীরু মুত্তাকী লোকদেরই তোমার আহার্য দান কর (আ, দা, দার, হা)।[৬]

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮
(বিপদে ধৈর্যধারণ)।

٢٣٣٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ .

২৩৩৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোন বান্দার অকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাকে পুরাপুরি শাস্তি দেন। এ সনদেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আর আল্লাহ্ যখন

৬. "ঈমানদার ব্যক্তির সংগী হও" এই কথার দ্বারা কাফের, মোনাফিক, নাস্তিক, স্বৈরাচারী জালেম, পাপাচারী ইত্যাদির সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এরা দীন, ঈমান, সততা ও নৈতিকতা ধ্বংসকারী। "তোমার খাদ্য আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে খাওয়াও" অর্থাৎ আহারের দাওয়াতে ঈমানদার, আল্লাহভীরু, সৎ ও সদাচারী ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় আহারপ্রার্থী ক্ষুধার্ত ব্যক্তি মুসলিম-অমুসলিম যেই হোক তাকে আহার করাতে হবে। কুরআন মজীদে ঈমানদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ "তারা তাঁর ভালোবাসায় অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাদ্য দান করে (এবং বলে), কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়" (সূরা দাহ্র ঃ ৮, ৯)। অতএব মুসলিম, অমুসলিম যে কোন ক্ষুধার্তকে অন্নদান একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ (সম্পাদক)।

কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ্‌র) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٢٣٣٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَاَيْتُ الْوَجَعَ عَلٰى اَحَدٍ اَشَدَّ مِنْهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৩৩৯। আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা জনিত কষ্টের তুলনায় অধিক কষ্ট আর কারো হতে দেখিনি (বু,মু,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এটি হাসান ও সহীহ্ হাদীস।

٢٣٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلٰى حَسْبِ دِيْنِهِ فَاِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِىَ عَلٰى قَدْرِ دِيْنِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتّٰى يَتْرُكَهُ يَمْشِىْ عَلَى الْاَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ .

২৩৪০। মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বলেন : নবীদের বিপদের পরীক্ষা, অতঃপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যে ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে বেশী ধার্মিক তার পরীক্ষাও তদনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর কেউ যদি তার দীনের ব্যাপারে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে তদনুপাতেই পরীক্ষা করা হয়। অতএব বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহ্ই থাকে না (আ,দার, না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٣٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ .

২৩৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন নর-নারীর উপর, তার সন্তানের উপর ও তার সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। অবশেষে সে আল্লাহ্‌র সাথে পাপমুক্ত অবস্থায় মিলিত হয় (আ, মা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-এর বোন থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯
(দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া)।

٢٣٤٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ ظِلاَلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِذَا اَخَذْتُ كَرِيْمَتَىْ عَبْدِىْ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِىْ اِلاَّ الْجَنَّةَ .

২৩৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ দুনিয়াতে আমি যখন কোন বান্দার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেই, তখন আমার কাছে তার জন্য একমাত্র বেহেশত ছাড়া আর কোন প্রতিদান থাকে না (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আবু জিলালের নাম হিলাল। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٤٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ اَذْهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ اَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ ‌.

২৩৪৩। আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে মরফূ হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি যার দু'টি প্রিয় চোখ ছিনিয়ে নিয়েছি; অতঃপর এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়েছে মনে করে সে ধৈর্য ধরেছে এবং সওয়াবের আশা করে, আমি তাকে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট হব না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ وَيُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَغْرَاءَ اَبُوْ زُهَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطٰى اَهْلُ الْبَلاَءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِى الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ ‌.

২৩৪৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন বিপদে পতিত (ধৈর্যধারী) লোকদেরকে প্রতিদান প্রদান করা হবে, তখন (দুনিয়ায়) বিপদমুক্ত লোকেরা আকাঙক্ষা (পরিতাপ) করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চামড়া কেটে টুকরা টুকরা করে দেয়া হত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এই সনদে উক্তরূপ রিওয়ায়াত ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না। কোন কোন রাবী এ হাদীসটি আমাশ-তালহা ইবনে মুসাররিফ-মাসরূক (র) সূত্রে অনুরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন।

٢٣٤٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُوْتُ الاَّ نَدِمَ قَالُوْا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لاَ يَكُوْنَ ازْدَادَ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا نَدِمَ اَنْ لاَ يَكُوْنَ نَزَعَ ‌.

২৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর অনুতপ্ত হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিসের জন্য অনুশোচনা হবে? তিনি বলেন ঃ মৃত লোকটি সৎকর্মশীল হলে সে এই বলে অনুশোচনা করবে যে, সে আরো বেশী (আমল) করল না কেন। আর সে অন্যায়কারী (পাপী) হলে এই বলে অনুশোচনা করবে যে, সে অন্যায় থেকে কেন বিরত রইল না।

আবু ঈসা বলেন, এ সূত্রেই আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। শোবা (র) এই হাদীসের রাবী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে উবাইদুল্লাহ্‌র সমালোচনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

একদল লোক পার্থিব স্বার্থে ধর্মকে প্রতারণার উপায় বানাবে। এদের মুখে মিষ্টি বুলি অন্তরে বিষ।

٢٣٤٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَّخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّانِ مِنَ اللِّيْنِ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَبِىَ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِئُوْنَ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاَبْعَثَنَّ عَلٰى اُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا .

২৩৪৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সামনে ভেড়ার চামড়ার ন্যায় কোমল পোশাক পরিধান করবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র। আল্লাহ তাদের বলবেন ঃ তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য থেকেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব, যা তাদের পরম সহিষ্ণু ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٤٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ اَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ اَبِيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوْبُهُمْ اَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ فَبِيْ حَلَفْتُ لَاُتِيْحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا فَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُوْنَ .

২৩৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "আমি এমন মাখলুকও সৃষ্টি করেছি, যাদের মুখের ভাষা মধুর চাইতে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় তেতো ফলের চাইতেও তিক্ত। আমার সত্তার শপথ! আমি তাদেরকে এমন এক মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করব যে, তা তাদের পরম সহিষ্ণু ব্যক্তিকেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে। তারা কি আমার সাথে প্রতারণা করছে নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনে উমার (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১
রসনা সংযত রাখা বা সংযতবাক হওয়া।

٢٣٤٨. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ .

২৩৪৮। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তির উপায় কি? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার রসনা সংযত রাখ, তোমার বাসস্থান যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় এবং তোমার গুনাহের জন্য ক্রন্দন কর (দা,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٣٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الصَّهْبَاءِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ ابْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَاِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَاِنْ اَعْوَجَجْتَ اَعْوَجَجْنَا .

২৩৪৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে মরফূ হিসাবে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহবাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি সোজা পথে দৃঢ় থাকলে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি। আর তুমি বাঁকা পথে গেলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য (বা)।

হান্নাদ-আবু উসামা-হাম্মাদ ইবনে যায়েদের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে; তবে এই সূত্রটি মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়নি। মুহাম্মাদ ইবনে মূসার রিওয়ায়াতের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ। আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল হাম্মাদ ইবনে যায়েদের সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি। একাধিক রাবী ইবনে যায়েদের সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফূ হিসাবে নয়। সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ- আবুস সাহবা-সাঈদ ইবনে জুবাইর-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٣٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَكَفَّلُ (يَتَوَكَّلُ) لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَتَكَفَّلُ (اَتَوَكَّلُ) لَهُ بِالْجَنَّةِ .

২৩৫০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দুই ঠোঁটের মাঝখানের বস্তু (জিহবা) ও দুই পায়ের মাঝখানের বস্তুর (লজ্জাস্থানের) যামিন হতে পারে (অপব্যবহার থেকে সংযত রাখবে), আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এই সূত্রে গরীব।

٢٣٥١. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ٠

২৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যাকে তার জিহবা ও লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন সে বেহেশতে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে যে আবু হাযিম হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন আবু হাযিম আয-যাহিদ, মদীনার অধিবাসী এবং তার নাম সালামা ইবনে দীনার। আর যে আবু হাযিম আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার নাম সালমান, আযযা আল-আশজাইয়্যার মুক্তদাস এবং কূফার অধিবাসী।

٢٣٥٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَاعِزٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِىْ بِاَمْرٍ اَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا ٠

২৩৫২। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যা আমি দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারি। তিনি বলেন ঃ তুমি বল, 'আল্লাহ্ই আমার রব' অতঃপর এতে সুদৃঢ় থাক। তিনি (রাবী) বলেন, আমি আবার বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সবচাইতে আশংকাজনক বস্তু কোনটি? তিনি তাঁর জিহবা ধরে বলেন ঃ এই যে, এটি (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান আস-সাকাফী (রা) থেকে এই হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

(আল্লাহ্র যিকিরশূন্য কথায় অন্তর কঠোর হয়ে যায়)।

٢٣٥٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ ثَلْجٍ الْبَغْدَادِىُّ صَاحِبُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَانَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبِ وَانَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ ·

২৩৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র যিকির ছাড়া বেশী কথা বলো না। কেননা আল্লাহ্‌র যিকির ছাড়া বেশী কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিঃসন্দেহে কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে থাকে (বা)।

আবু বাক্‌র ইবনে আবুন নাদর-আবুন নাদর-ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাতিব-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবরাহীম ইবনে হাতিবের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

(উপকারী কথাই লাভজনক)।

٢٣٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّىُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُوْمِىَّ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كَلاَمِ ابْنِ اٰدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ اِلاَّ اَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ اَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ ·

২৩৫৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য অপকারী, উপকারী নয়। তবে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং আল্লাহ্‌র যিকিরই তার জন্য লাভজনক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে খুনাইসের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

(প্রত্যেক দাবিদারের দাবি পূরণ করতে হবে)।

٢٣٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَ بَيْنَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاَى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ مَا شَأْنُك مُتَبَذِّلَةً قَالَتْ اِنَّ اَخَاكَ اَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ اَبُو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ اِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ قَالَ فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُوْمَ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَنَامَ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ قُمِ الْاٰنَ فَقَامَا فَصَلَّيَا فَقَالَ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاٰتِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَاَتَيَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ صَدَقَ سَلْمَانُ ٠

২৩৫৫। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান (ফারসী) ও আবুদ দারদা (রা)-র মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। একদা সালমান (রা) আবুদ দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তখন তিনি তার স্ত্রী উম্মুদ দারদাকে নিতান্ত সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন, আপনি এরূপ সাধারণ পোশাকে কেন? তিনি বলেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার তো দুনিয়ার কিছু প্রয়োজন নেই। উম্মুদ দারদা (রা) বলেন, ইতিমধ্যে আবুদ দারদা (রা) বাড়ী আসলেন এবং তার (মেহমানের) সামনে খাবার পেশ করে বলেন, আপনি খেয়ে নিন, আমি রোযা রেখেছি। তিনি বলেন, আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না। অতঃপর তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন। রাত গভীর হলে আবুদ দারদা (রা) নামায পড়ার জন্য উঠেন। সালমান (রা) তাকে বলেন, এখন ঘুমান। সুতরাং তিনি ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি নামায পড়তে উঠলে এবারও তিনি বলেন, ঘুমিয়ে থাকুন (রাত অনেক বাকী)। কাজেই তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। অতঃপর ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে সালমান (রা) তাকে বলেন, এখন উঠুন। অতঃপর দু'জনেই উঠে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, আপনার উপর আপনার দেহের প্রাপ্য অধিকার আছে, আপনার রবের প্রাপ্য অধিকার আছে, মেহমানের প্রাপ্য অধিকার আছে এবং আপনার পরিবারের প্রাপ্য অধিকার আছে। অতএব প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করুন। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা বলেন। তিনি বলেন ঃ সালমান ঠিকই বলেছে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবুল উমাইস-এর নাম উতবা ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাসউদীর ভাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

(আইশা ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পত্রালাপ)।

٢٣٥٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلٰى عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنِ اكْتُبِىْ اِلَىَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِىْ فِيْهِ وَلاَ تُكْثِرِىْ عَلَىَّ فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِلٰى مُعَاوِيَةَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ .

২৩৫৬। জনৈক মদীনাবাসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুআবিয়া (রা) উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা)-কে লিখে পাঠন ঃ আমাকে লিখিতভাবে কিছু উপদেশ দিন, তবে তা যেন দীর্ঘ না হয়। তিনি (রাবী) বলেন, আইশা (রা) মুআবিয়া (রা)-কে লিখলেন ঃ আপনাকে সালাম। অতঃপর এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন। আপনাকে আবারও সালাম।

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ-সুফিয়ান-হিশাম-উরওয়া-আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআবিয়াকে চিঠি লিখলেন... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে তা মরফূ হিসেবে নয়।

অধ্যায় ঃ ৩৭

اَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرِّقَاقِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

হিসাব-নিকাশ ও প্রতিশোধ প্রসঙ্গে।

٢٣٥٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ رَّجُلٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى شَيْئًا اِلاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى شَيْئًا اِلاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّقِيَ وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

২৩৫৭। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই তার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন। তার ও তার প্রতিপালকের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকিয়ে তার পার্থিব জীবনে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সে তার বাঁয়ে তাকিয়েও তার পার্থিব জীবনে কৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সে তার সামনে তাকাতেই দেখতে পাবে দোযখ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম সে যেন তাই করে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুস সাইব বলেন, একদিন ওয়াকী (র) আমাশের সূত্রে উপরোক্ত হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনাশেষে বলেন, এখানে খুরাসানবাসী কেউ উপস্থিত থাকলে সে যেন এ হাদীসটি খুরাসানে প্রচার করাকে সওয়াবের কাজ মনে করে। আবু ঈসা বলেন, 'জাহমিয়া'

সম্প্রদায়ের লোক এটা (মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র কথা বলার বিষয়টি) অস্বীকার করে। আবুস সাইবের নাম সাল্‌ম ইবনে জুনাদা ইবনে সাল্‌ম ইবনে খালিদ ইবনে জাবির ইবনে সামুরা আল-কূফী।

٢٣٥٨. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ أَبُوْ مُحْصِنٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ .

২৩৫৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে কি কাজে ব্যয় করেছে; তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে এবং কি কি খাতে তা ব্যয় করেছে এবং সে যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিল তদনুযায়ী সে কি কি আমল করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল হুসাইন ইবনে কায়েসের রিওয়ায়াত হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস ইবনে মাসউদ (রা)-এর বরাতে জানতে পেরেছি। হাদীসের রাবী হিসেবে হুসাইন ইবনে কায়েস তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার জন্য সমালোচিত। এ অনুচ্ছেদে আবু বারযা ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ .

২৩৫৯। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দার পদদ্বয়

(কিয়ামতের দিন) এতটুকুও সরবে না, যতক্ষণ না তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ঃ তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে; তার অর্জিত জ্ঞান কোন কাজে লাগিয়েছে; তার ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে ও কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করেছে এবং তার শরীর কি কি কাজে বিনাশ করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুরাইজ ছিলেন বসরার অধিবাসী এবং আবু বারযা আল-আসলামী (রা)-র মুক্তদাস। আবু বারযা (রা)-র নাম নাদলা ইবনে উবাইদ।

٢٣٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْلِسُ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَّأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ .

২৩৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, দেউলিয়া কে? তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দেউলিয়া যার দিরহামও (নগদ অর্থ)নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দেউলিয়া সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা,যাকাত-সহ বহু আমল নিয়ে হাযির হবে এবং তার সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে, ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার সৎকাজ থেকে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে, ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা নেয়ার পূর্বেই তার সৎকাজ নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٣٦١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا كَانَتْ لِاَخِيْهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِىْ عِرْضٍ اَوْ مَالٍ فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ اَنْ يُّؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَّلاَ دِرْهَمٌ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوْهُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ ٠

২৩৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই বান্দার উপর রহমত বর্ষণ করুন, যে তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মান ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে যুলুম করেছে। কিয়ামতের দিন তাকে এ ব্যাপারে পাকড়াও করার পূর্বেই সে যেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে মাফ চেয়ে নেয়। কারণ সেখানে (আখেরাতে) দিরহাম, দীনারের (বিনিময় প্রদানের) ব্যবস্থা থাকবে না। সুতরাং তার কোন নেক আমল থাকলে (যুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী) তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর যদি কোন নেক আমল না থাকে, তাহলে মযলুমদের গুনাহ তার উপর চাপানো হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং সাঈদ আল-মাকবুরীর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। মালেক ইবনে আনাস-সাঈদ আল-মাকবুরী–আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٣٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ٠

২৩৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিঃসন্দেহে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করা হবে। এমনকি শিংবিহীন বকরীর পক্ষে শিংবিশিষ্ট বকরীর (গুতোর) বদলা নেয়া হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু যার ও আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

কিয়ামতের মাঠে মানুষ ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে।

٢٣٦٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْمِقْدَادُ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتّٰى تَكُوْنَ قِيْدَ مِيْلٍ اَوْ اِثْنَيْنِ قَالَ سُلَيْمٌ لاَ اَدْرِيْ اَىَّ الْمِيْلَيْنِ عَنَى اَمَسَافَةَ الْاَرْضِ اَمِ الْمِيْلَ الَّذِيْ تَكْتَحِلُ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُوْنُوْنَ فِى الْعَرَقِ بِقَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّاْخُذُهُ اِلٰى عَقِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّاْخُذُهُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّاْخُذُهُ اِلٰى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّلْجِمُهُ اِلْجَامًا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلٰى فِيْهِ اَىْ يُلْجِمُهُ اِلْجَامًا .

২৩৬৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী মিকদাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের এত কাছে নিয়ে আসা হবে যে, তা মাত্র এক অথবা দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থান করবে। সুলাইম ইবনে আমের (র) বলেন, আমি জানি না উক্ত মাইল দ্বারা যমীনের দূরত্ব জ্ঞাপক মাইল বুঝানো হয়েছে, না চোখে সুরমা লাগানোর শলাকা বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, সূর্য তাদের গলিয়ে দেবে। তারা তখন নিজেদের আমল (গুনাহ) অনুপাতে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত ঘাম পৌঁছে লাগামের মত বেস্টন করবে। এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দ্বারা মুখের দিকে ইশারা করেন, অর্থাৎ লাগামের মত বেস্টন করাকে বুঝালেন (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٦٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَ بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ وَهُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوْعٌ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ يَقُوْمُوْنَ فِى الرَّشْحِ اِلٰى اَنْصَافِ اٰذَانِهِمْ.

২৩৬৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। হাম্মাদ (র) বলেন, এ হাদীসটি আমাদের নিকট মরফূ হিসাবে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। "মানুষ যেদিন জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ ৬) আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হান্নাদ–ঈসা ইবনে ইউনুস-ইবনে আওন-নাফে-ইবনে উমার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

হাশরের ময়দানের অবস্থা।

٢٣٦٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا خُلِقُوْا ثُمَّ قَرَاَ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ. وَاَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى مِنَ الْخَلاَئِقِ اِبْرَاهِيْمُ وَيُؤْخَذُ مِنْ اَصْحَابِيْ بِرِجَالٍ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

২৩৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্ন পদে, নগ্ন শরীরে ও খতনাবিহীন অবস্থায় হাযির করা হবে, যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ "যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই" (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৪)। সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে পোশাক পরানো হবে। আমার সাহাবীগণের মধ্যকার কতক লোককে গ্রেপ্তার করে ডানে-বামে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার সাহাবী। আমাকে তখন বলা হবে, আপনি তো জানেন না, আপনার পরে এরা যে

কি সব বিদআতী কাজ করেছে। আপনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হতে তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে থেকেছে। তখন আমি আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ন বান্দা ঈসা (আ)-র মত বলব, (সূরা মাইদা ঃ ১১৮) ঃ "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (বু, মু)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-মুগীরা ইবনে নুমান থেকে বর্ণিত। তিনি এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٣٦٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ رِجَالاً وَّرُكْبَانًا وَتُجَرُّوْنَ عَلٰى وُجُوْهِكُمْ ‐

২৩৬৬। বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতা, অতঃপর তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (কিয়ামতের দিন) তোমাদের পায়ে হাঁটিয়ে, সওয়ারী হিসেবে এবং কতককে মুখের উপর উপুর করে টেনে হাযির করা হবে (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

আল্লাহ্র সামনে হাযির করা প্রসংগে।

٢٣٦٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَ عَرَضَاتٍ فَاَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيْرُ وَاَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِى الْاَيْدِىْ فَاٰخِذٌ بِيَمِيْنِهِ وَاٰخِذٌ بِشِمَالِهِ ‐

২৩৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনবার পেশ করা হবে। দুইবারের হাযিরা হবে ঝগড়া-বিবাদ ও বিভিন্ন ওযর-আপত্তি শুনানী প্রসংগে এবং তৃতীয়বারের হাযিরাতে প্রত্যেকের (নিজ নিজ) আমলনামা উড়তে থাকবে। কেউ তা পাবে ডান হাতে আর কেউ পাবে বাম হাতে (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয়। কারণ হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে সরাসরি কিছু শুনেননি। কতক রাবী আলী আর-রিফাঈ-আল-হাসান-আবূ মূসা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
একই বিষয় সম্পর্কে।

٢٣٦٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا قَالَ ذٰلِكَ الْعَرْضُ .

২৩৬৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সূক্ষ্মভাবে যার হিসাব নেয়া হবে সে তো ধ্বংস হয়ে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তো বলেছেন, “যার ডান হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে, অতি সহজেই তার হিসাব-নিকাশ হবে” (সূরা ইনশিকাক ঃ ৭-৮)। তিনি বলেন ঃ সেটা তো শুধু নামমাত্র পেশ করা (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আইউব (র)-ও এ হাদীসটি ইবনে আবু মুলাইকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
একই বিষয়।

٢٣٦٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَاءُ بِابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَاَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ اَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِيْ اٰتِكَ بِهِ كُلِّهِ فَيَقُوْلُ لَهُ اَرِنِيْ مَا

قَدَّمْتَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ اَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِىْ اٰتِكَ بِهِ كُلِّهِ فَاذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضِىْ بِهِ اِلَى النَّارِ ٠

২৩৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানকে ভেড়ার (সদ্য প্রসূত) বাচ্চার ন্যায় অবস্থায় হাযির করা হবে। অতঃপর তাকে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে ক্ষেত-খামার, দাস-দাসী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করেছিলাম এবং আরো বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম। তুমি কি আমল করে এসেছ ? সে বলবে, হে রব! আমি সেগুলো সঞ্চয় করে রেখেছি, বহু গুণে বৃদ্ধি করেছি এবং যা ছিল তার চাইতে অনেক বাড়িয়ে রেখে এসেছি। আমাকে একটুখানি ফেরত যেতে দিন, আমি তার সবগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসব। তিনি তাকে বলবেন, তুমি কি কি আমল করে এসেছ আগে তা আমাকে দেখাও। সে তখন বলবে, হে রব। সেগুলো তো আমি জমা করে রেখে এসেছি, যা ছিলো তার চাইতে বহু গুণে বৃদ্ধি করে রেখে এসেছি। সুতরাং আমাকে একটিবার ফেরত যেতে দিন, আমি তার সবগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসব। সে যদি কোন সওয়াব আগে না পাঠিয়ে থাকে তবে তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়া হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী উপরোক্ত হাদীসটি হাসান বসরী (র)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা এটিকে মুসনাদ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেননি। রাবী ইসমাঈল ইবনে মুসলিম তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার জন্য সমালোচিত।

٢٣٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ اَبُوْ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِىُّ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَمْ اَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَّبَصَرًا وَّمَالاً وَّوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الْاَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُكَ تَرْاَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ اَنَّكَ مُلاَقِىْ يَوْمَكَ هٰذَا قَالَ فَيَقُوْلُ لاَ فَيَقُوْلُ لَهُ الْيَوْمَ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ٠

২৩৭০। আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কোন বান্দাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি প্রদান করি নাই এবং তোমার অধীনে জীবজন্তু ও খেত-খামার দেইনি? তোমাকে তো স্বাধীন ছেড়ে রেখেছিলাম মাতব্বরী করতে এবং মানুষের কাছ থেকে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে (জাহিলী যুগের একটি রীতি)। তুমি কি ধারণা করতে যে, এই দিনে আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে ? সে বলবে, না। তিনি তাকে বলবেন, তুমি যেরূপে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, আমিও আজ তোমাকে ভুলে গেলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। "তোমাকে ভুলে গেলাম" কথার অর্থ এই যে, আজ আমি তোমাকে শাস্তি প্রদান করলাম। কতক আলেম ("আজ আমি তাদের ভুলে গেছি"–আরাফ ঃ ৫১) আয়াতের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তারা (ব্যাখ্যায়) বলেন, আমি আজ তাদের শাস্তি কার্যকর করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পেশ করবে।

٢٣٧١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهٖ اَخْبَارُهَا .

২৩৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "যেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পরিবেশন করবে" (সূরা যিলযাল ঃ ৪) তিলাওয়াত করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান পৃথিবীর পরিবেশনযোগ্য বৃত্তান্ত কি? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তার বৃত্তান্ত এই যে, সে সমস্ত নারী-পুরুষের সেইসব কাজের সাক্ষ্য দিবে, যা তারা তার বুকে করেছে। সে বলবে, অমুক দিন অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে। এভাবে সে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তিনি বলেন, এই হবে পৃথিবীর পেশকৃত বৃত্তান্ত (আ, না, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
শিংগার ফুৎকার প্রসংগে।

٢٣٧٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الصُّوْرُ قَالَ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ .

২৩৭২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করল, শিংগা কি? তিনি বলেন ঃ এটা একটা শিং যাতে ফুৎকার দেয়া হবে (আ,দা,দার,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী এ হাদীসটি সুলাইমান আত-তাইমীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কেবল তার রিওয়ায়াত হিসাবেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢٣٧٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَلَاءِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْاِذْنَ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَاَنَّ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلٰى اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا .

২৩৭৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কিরূপে নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারি, অথচ শিংগাওয়ালা (ফেরেশতা ইসরাফীল আ.) মুখে শিংগা নিয়ে অধীর আগ্রহে কান পেতে শিংগায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ শ্রবণের অপেক্ষায় আছে, কখন ফুঁ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে, আর অমনি তিনি ফুঁ দিবেন। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের নিকট অত্যন্ত ভীতিকর মনে হল। তখন তিনি তাদের বলেন ঃ তোমরা বল যে, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্র ছাড়াও হাদীসটি আতিয়্যা-আবু সাঈদ (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

পুলসিরাতের অবস্থা।

٢٣٧٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ ٠

২৩৭৪। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুলসিরাত পার হওয়ার সময় মুমিনদের নিদর্শন হবে ঃ হে প্রভু! রক্ষা কর রক্ষা কর (হা)।

আবু ঈসা বলেন, মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। কেবল আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُوْنَ الْاَنْصَارِيُّ اَبُو الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَنَا فَاعِلٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ اَطْلُبُكَ قَالَ اُطْلُبْنِيْ اَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِيْ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْحَوْضِ فَاِنِّيْ لاَ اُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلاَثَ الْمَوَاطِنَ ٠

২৩৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করব? তিনি বলেন, সর্বপ্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতের ওখানে তালাশ করবে। আমি বললাম, আপনাকে যদি পুলসিরাতে না পাই ? তিনি বলেন, তাহলে মীযানের

ওখানে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, যদি মীযানের ওখানেও আপনার সাক্ষাত না পাই? তিনি বলেন, তাহলে হাওযে কাওসারের ওখানে খুঁজবে। এ তিনটি স্থানের যে কোন একটিতে আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকব (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
শাফাআত প্রসংগে।

২৩৭৬. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ فَاَكَلَهُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُوْنَ لِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُم فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيْقُوْنَ وَلاَ يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ اَلاَ تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَّشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَيْكُم بِاٰدَمَ فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهِ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ اٰدَمُ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَاِنَّهُ قَدْ نَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى نُوْحٍ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ نُوْحٌ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ

يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَاِنَّهُ قَدْ كَانَ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا
عَلٰى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ
فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ
اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ
غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَاِنِّيْ قَدْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ
كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ اَبُوْ حَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى
غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُوْسٰى فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى الْبَشَرِ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى
مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ
وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَاِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ اُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ
نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى عِيْسٰى فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا
عِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَ كَلَّمْتَ النَّاسَ
فِي الْمَهْدِ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى اِنَّ رَبِّيْ
قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ
يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ قَالَ
فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَقَدْ غُفِرَ
لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ
فَاَنْطَلِقُ فَاٰتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَاَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّيْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ
مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى اَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ يَا
مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِيْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ
اُمَّتِيْ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلْ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لاَ

حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرٰى .

২৩৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গোশত আনা হল। অতঃপর তাঁকে সামনের একটি রান তুলে দেয়া হল। তিনি তা খুবই পছন্দ করতেন, তাই দাঁতে টেনে সেটা খেতে থাকলেন। অতঃপর বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আমিই হব সমস্ত মানুষের নেতা। তোমরা কি জান এর কারণ কি? আল্লাহ সেদিন পূর্বাপর সব মানুষকে একটি স্থানে সমবেত করবেন। একজনের আওয়াজই সকলের নিকট পৌঁছে যাবে এবং সকলেই একজনের দৃষ্টির আওতায় থাকবে।

সূর্য তাদের খুব নিকটে এসে যাবে। মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগ ও সামর্থ্যের অতীত দুশ্চিন্তায় পতিত হবে এবং ধৈর্যহারা হয়ে পড়বে। তারা একে অপরকে বলবে, তোমরা কি এ দুঃসহ বিপদ দেখতে পাচ্ছ না? তোমাদের জন্য তোমাদের রবের কাছে সুপারিশ করতে পারে এমন কাউকে খুঁজে দেখছ না কেন? লোকেরা একে অপরকে বলবে, তোমাদের আদম (আ)-এর নিকট যাওয়া উচিৎ। কাজেই তারা আদম (আ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, আপনি তো মানব জাতির আদি পিতা। আল্লাহ তাঁর নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। অতঃপর ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সিজদা করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত আছি? আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা দুঃখ-দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি! আদম (আ) তাদের বলবেন, আমার রব তো আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন যেরূপ ইতিপূর্বে আর কখনো হননি এবং কখনো হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের ব্যাপারে (তার ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। আমি তা অমান্য করেছি। নাফসী নাফসী নাফসী (অর্থাৎ আমার নিজেরই তো উপায় দেখছি না)। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং নূহ (আ)-এর নিকট যাও। তারা তখন নূহ (আ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, হে নূহ! আপনি তো দুনিয়াবাসীদের জন্য প্রথম রাসূল। আল্লাহ আপনাকে 'আব্দ শাকূর' (কৃতজ্ঞ বান্দা) উপাধি দিয়েছেন, আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, আমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত আছি, আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা দুঃখ-দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি!

নূহ (আ) তাদের বলবেন, আজ আমার প্রতিপালক এতই রাগান্বিত হয়েছেন যেরূপ ইতিপূর্বে আর কখনো হননি এবং পরেও হবেন না। আমাকে একটি দোআ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল (যে উদ্দেশ্যেই দোআ করব তা আল্লাহ কবুল করবেন বলে ওয়াদা ছিল)। কিন্তু আমি আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে সেই দোআ করেছি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহ্র নবী এবং দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা কি অবস্থার মধ্যে পতিত আছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ? আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমার পরোয়ারদিগার আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন, যেরূপ তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি এবং পরে কখনো হবেন না। আমার থেকে তিনটি মিথ্যা কথা প্রকাশ পেয়েছিল। আবু হাইয়্যান তাঁর বর্ণিত হাদীসে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। নাফসী, নাফসী, নাফসী (আজ আমার নিজের চিন্তায় আমি অস্থির)। তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা মূসা (আ)-এর নিকট যাও। তখন তারা মূসা (আ)-র কাছে হাযির হয়ে বলবে, হে মূসা ! আপনি তো আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ তাঁর রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা আপনাকে মানুষের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি কি আমাদের প্রাণান্তকর এ করুণ অবস্থা দেখছেন না? আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আল্লাহ তো আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন, যেরূপ তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি আর পরেও হবেন না। আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। অথচ তাকে হত্যা করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসা (আ)-র নিকট যাও। তখন তারা ঈসা (আ)-র নিকট গিয়ে বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, তাঁর একটি বাণী যা তিনি মরিয়মের গর্ভে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট আত্মা। আপনি দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি কি আমাদের করুণ অবস্থা দেখছেন না ? আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তখন ঈসা (আ) বলবেন, আমার পরোয়ারদিগার আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন, যেরূপ তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি এবং পরে কখনো হবেন না। তিনি কোন গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বললেন, নাফসী, নাফসী নাফসী। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। তখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী, আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি অবস্থায়

নিমজ্জিত আছি! আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তখন আমি রওয়ানা হয়ে আরশের নীচে হাযির হব। অতঃপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। অতঃপর আল্লাহ্ আমার জন্য তাঁর প্রশংসা ও সর্বোত্তম গুণগানের এমন কিছু উন্মুক্ত করে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তুমি মাথা উঠাও এবং আবেদন কর, তোমার আবেদন পূরণ করা হবে, সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। অতঃপর আমি মাথা উঠিয়ে বলব, হে পরোয়ারদিগার! আমার উম্মাত, হে পরোয়ারদিগার! আমার উম্মাত (তাদের রক্ষা করুন)। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই তাদের তুমি বেহেশতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। উপরন্তু তারা অন্য মানুষের সাথে শরীক হয়ে অন্যান্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অধিকারও পাবে। অতঃপর তিনি বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! বেহেশতের দরজার দু'টি চৌকাঠের মধ্যকার ব্যবধান মক্কা ও হাজার এবং মক্কা ও বুসরার মধ্যকার ব্যবধানের সমান (বু, মু)।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র সিদ্দীক, আনাস, উক্‌বা ইবনে আমের ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হাইয়্যান আত-তাইমীর নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে হাইয়্যান। তিনি কূফার অধিবাসী এবং বিশ্বস্ত রাবী। আবু যুরআ ইবনে আমর ইবনে জারীর-এর নাম হারিম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
একই বিষয়।

٢٣٧٧. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِىْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِىْ .

২৩৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে কবীরা গুনাহের অপরাধীদের জন্য আমার শাফাআত (আ, দা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

১. হাজার হল বাহ্‌রাইনের একটি শহরের নাম এবং বুসরা হল দামিশকের অদূরে অবস্থিত একটি জনপদ (সম্পাদক)।

٢٣٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِيْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ لِيْ جَابِرٌ يَا مُحَمَّدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِّنْ اَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ .

২৩৭৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে কবীরা গোনাহগারদের জন্যই আমার সুপারিশ। মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেন, জাবির (রা) আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ ইবনে আলী! যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে নাই তার কি সুপারিশের দরকার (ই, হা)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উক্ত সূত্রে হাসান ও গরীব। জাফর ইবনে মুহাম্মাদের রিওয়ায়াত হিসাবেই এটিকে গরীব বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে।

٢٣٧٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْاَلْهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَعَدَنِيْ رَبِّيْ اَنْ يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَاحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَّثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِهِ .

২৩৭৯। আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার রব আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যাদের কোন হিসাবও নেয়া হবে না আযাবও হবে না। আর প্রতি হাজারের সাথে থাকবে সত্তর হাজার। আর আমার পরোয়ারদিগারের দুই হাতের মুঠির তিন মুঠি পরিমাণ (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٣٨٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَهْطٍ بِاِيْلِيَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِيْ اَكْثَرُ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَايَ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا ابْنُ اَبِي الْجَذْعَاءِ ٠

২৩৮০। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি দলের সাথে ইলিয়া (বায়তুল মাকদিসের একটি নগর) নামক স্থানে ছিলাম। দলের এক ব্যক্তি বলল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের একজন লোকের সুপারিশে তামীম গোত্রের সমস্ত লোকের চাইতে অধিক সংখ্যক লোক বেহেশতে যাবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি ছাড়া অন্য কারো সুপারিশে? তিনি বলেন, হাঁ আমি ছাড়াই। রাবী বলেন অতঃপর বর্ণনাকারী উঠে দাঁড়ালে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি হলেন ইবনে আবুল জাদআ (রা) (ই, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও রীব। ইবনে আবুল জাদআ হলেন আবদুল্লাহ (রা)। তাঁর থেকে আমরা এই একটি হাদীসই জানতে পেরেছি।

٢٣٨١. حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيْدَ الْكُوْفِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِلَالٍ عَنْ جِسْرٍ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ مِثْلِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ ٠

২৩৮১। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উসমান ইবনে আফফান কিয়ামতের দিন রবীআ ও মুদার গোত্রের সমসংখ্যক লোকের জন্য সুপারিশ করবে।

٢٣٨٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ٠

২৩৮২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে কেউ বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একটি গোত্রের জন্য, কেউ একটি ছোট দলের জন্য, কেউ একজন লোকের জন্য সুপারিশ করবে এবং তারা বেহেশতে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

(আমি শাফাআতের প্রস্তাবই গ্রহণ করলাম)।

٢٣٨٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِىْ اٰتٍ مِّنْ عِنْدِ رَبِّىْ فَخَيَّرَنِىْ بَيْنَ اَنْ يُّدْخِلَ نِصْفَ اُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاَخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِىَ لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا .

২৩৮৩। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার কাছে আসলেন এবং দুইটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিলেন ঃ (১) হয় আমার উম্মাতের অর্ধেক সংখ্যক লোক বেহেশতে যাবে অথবা (২) আমার সুপারিশ করার এখতিয়ার থাকবে। আমি সুপারিশকেই বেছে নিলাম। আর তা হবে সেইসব লোকের জন্য যারা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।

এ হাদীসটি আবুল মালীহ (র) থেকে অপর এক সাহাবীর বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। এই সূত্রে আওফ ইবনে মালেক (রা)-এর উল্লেখ নেই। হাদীসটিতে আরও বিস্তৃত বিবরণ আছে। কুতাইবা-আবু আওয়ানা-কাতাদা-আবুল মালীহ্-আওফ ইবনে মালেক (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

হাওযে কাওসারের বর্ণনা।

٢٣٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اَبِىْ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِىْ حَوْضِىْ مِنَ الْاَبَارِيْقِ بِعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ .

২৩৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার হাওযে কাওসারের পাশে আসমানের তারার সমসংখ্যক পানপাত্র রয়েছে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٢٣٨٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَيْزَكَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَاِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ وَارِدَةً وَاِنِّيْ اَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً ٠

২৩৮৫। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হাওয হবে। আর তাঁরা এ নিয়ে পরস্পর গর্ববোধ করবেন যে, কার হাওযে কত বেশী লোক অবতরণ করবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, আমার হাওযেই সবচাইতে বেশী লোক আগমন করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। অধিকন্তু আশআস ইবনে মালেক (র) এ হাদীসটি হাসান বসরী–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে সামুরা (রা)-র উল্লেখ নেই এবং এটিই সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

হাওযের পানপাত্রের বর্ণনা।

٢٣٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ اَبِيْ سَلاَمٍ الْحَبْشِيِّ قَالَ بَعَثَ اِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَحُمِلْتُ عَلَى الْبَرِيْدِ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَقَدْ شَقَّ عَلَى مَرْكَبِي الْبَرِيْدُ فَقَالَ يَا اَبَا سَلاَمٍ مَا اَرَدْتُّ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ وَلٰكِنْ بَلَغَنِيْ عَنْكَ حَدِيْثٌ تُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْحَوْضِ فَاَحْبَبْتُ اَنْ تُشَافِهَنِيْ بِهِ قَالَ اَبُوْ سَلاَمٍ حَدَّثَنِيْ ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضِيْ مِنْ عَدَنَ اِلٰى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ اَشَدُّ

بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَكَاوِيْبُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا اَبَدًا اَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُؤُسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا اَلَّذِيْنَ لاَ يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَ تُفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السُّدَدِ قَالَ عُمَرُ لٰكِنِّيْ نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَفُتِحَ لِيَ السُّدَدُ وَنَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ لاَجَرَمَ اَنِّيْ لاَ اَغْسِلُ رَاْسِيْ حَتّٰى يَشْعَثَ وَلاَ اَغْسِلُ ثَوْبِى الَّذِيْ يَلِيْ جَسَدِيْ حَتّٰى يَتَّسِخَ ·

২৩৮৬। আবু সাল্লাম আল-হাবশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যেতে এক ব্যক্তিকে পাঠান। সে আমাকে একটি খচ্চরের পিঠে সওয়ার করে নিয়ে চললো। অতঃপর তিনি (আবু সাল্লাম) খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে এই খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে খুবই কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তিনি বলেন, হে আবু সাল্লাম! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে আসি নি, বরং আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি সাওবান (রা)-র সূত্রে হাওযে কাওসার সম্বন্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করছেন? কাজেই আমি পছন্দ করলাম যে, আপনি তা আমার সামনে বর্ণনা করবেন। আবু সাল্লাম বলেন, সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার হাওযের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ হবে ইয়ামান দেশের আদান থেকে সিরিয়ার অন্তর্গত বালকা শহরের আম্মান নামক জায়গার দূরত্বের সমান। এর পানির রং দুধের চাইতে সাদা, মধুর চাইতে মিষ্ট এবং পানপাত্রের সংখ্যা হবে আসমানের তারার সমসংখ্যক। যে ব্যক্তি তা থেকে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। দরিদ্র মুহাজিরগণ সর্বপ্রথম এর পানি পানের সৌভাগ্য লাভ করবে, যাদের মাথার কেশ উস্কখুস্ক, পোশাক ধূলিমলিন, যারা ধনীর দুলালীদের বিবাহ করেননি এবং যাদের জন্য বন্ধ দরজা খোলা হত না, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তারা কারো কাছে গিয়ে বাড়ীতে ঢোকার অনুমতি চাইলেও অভ্যর্থনা দেয়া হত না। উমার (র) বলেন, কিন্তু আমি তো সুখ-স্বাচ্ছন্দে লালিতা-পালিতাকে বিয়ে করেছি, আমার জন্য বন্ধ দরজা খোলা হয়, আমি খলীফা আবদুল মালেকের আদরের দুলালী ফাতেমাকে বিবাহ করেছি। আমার মাথার চুল ধূলিমলিন না হওয়া পর্যন্ত তা ধৌত করব না এবং আমার পরিধানের পোশাক ময়লাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৌত করব না (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এই সূত্রে গরীব। মাদান ইবনে আবু তালহা-সাওবান (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সাল্লাম আল-হাবশীর নাম মামতূর, তিনি সিরিয়ার অধিবাসী এবং নির্ভরযোগ্য রাবী।

২৩৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اٰنِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاٰنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِيْ لَيْلَةٍ مُّظْلِمَةٍ مُصْحِيَةٍ مِّنْ اٰنِيَةِ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ اٰخِرَمَا عَلَيْهِ عَرْضُهُ مِثْلُ طُوْلِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ اِلَى اَيْلَةَ مَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ .

২৩৮৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! হাওযে কাওসারের পানপাত্রের সংখ্যা কত হবে? তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এর পানপাত্রের সংখ্যা হবে মেঘমুক্ত অন্ধকার রাতের আসমানের গ্রহ ও তারকারাজির সংখ্যার চাইতেও বেশী। আর সেগুলো হবে বেহেশতের পাত্র। যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে, সে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান যা সিরিয়ার অন্তর্গত 'আম্মান' থেকে ইয়েমেনের 'আয়লার' (দূরত্বের) সমান। এর পানি হবে দুধের চাইতে সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্টি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু বারযা আল-আস্লামী, ইবনে উমার, হারিসা ইবনে ওয়াহ্ব ও আল-মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসে এ কথাটুকু উল্লেখ আছে ঃ

حَوْضِيْ كَمَا بَيْنَ الْكُوْفَةِ اِلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ .

"আমার হাওযের বিস্তৃতি হবে কূফা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যকার দূরত্বের সমান"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

(এই উম্মাতের সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে)।

২৩৮৮. حَدَّثَنَا اَبُوْحُصَيْنٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ يُوْنُسَ كُوْفِيٌّ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِىِّ وَالنَّبِيَّيْنَ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ وَالنَّبِىِّ وَالنَّبِيَّيْنَ وَمَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِىِّ وَالنَّبِيَّيْنَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ اَحَدٌ حَتّٰى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيْمٍ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قِيْلَ مُوْسٰى وَقَوْمُهُ وَلٰكِنِ ارْفَعْ رَاْسَكَ فَانْظُرْ قَالَ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ مِنْ ذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ اُمَّتُكَ وَسِوٰى هٰؤُلَاءِ مِنْ اُمَّتِكَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَدَخَلَ وَلَمْ يَسْئَلُوْهُ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ فَقَالُوْا نَحْنُ هُمْ وَقَالَ قَائِلُوْنَ هُمْ اَبْنَاؤُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْاِسْلَامِ فَخَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَكْتَوُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ اَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ اَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

২৩৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজের রজনীতে উর্ধারোহণ করলেন, তখন তিনি নবী ও নবীগণের দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন তাঁদের সাথে রয়েছে তাদের উম্মাতগণ। কোথাও বা একজন নবী ও তাঁর সাথে রয়েছে ছোট একটি দল। আর কোন কোন নবীর সাথে কেউ নেই। অবশেষে তিনি একটি বিরাট দলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বিরাট দলটি কারা? বলা হল, মূসা (আ.) ও তাঁর উম্মাতগণ। আপনি আপনার মাথা তুলে দেখুন। তিনি বলেন, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম, অগণিত মানুষের একদল যারা আসমানের এ দিগন্ত ও সে দিগন্ত পূর্ণ করে আছে। বলা হল, এরা আপনার উম্মাত। এরা ছাড়াও আপনার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। একথা বলে তিনি কক্ষের ভেতর প্রবেশ করলেন, কিন্তু তারা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেনি এবং তিনিও এর ব্যাখ্যা করে বলেননি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলেন। কেউ বলেন, আমরাই সেই দলের, যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। কেউ বলেন, যারা ইসলামী ফিতরাতে জন্মগ্রহণ করেছে তারাই সেই দলের। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে বলেন, যারা শরীরে গরম লোহার দাগ দেয় না, ঝাড়ফুঁক করে না, ফাল অর্থাৎ শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করে না এবং তাদের রবের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে, তারা হবে বিনা

হিসাবে বেহেশতে প্রবেশকারী দল। একথা শুনে উক্কাশা ইবনে মিহ্সান (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমিও কি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন, উক্কাশা তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
(কতই না নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি)।

٢٣٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِّمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَيْنَ الصَّلَاةُ قَالَ أَوَلَمْ تَصْنَعُوْا فِيْ صَلَاتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ .

২৩৮৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় দীনের ব্যাপারে যে অবস্থায় ছিলাম সেগুলো তো বর্তমানে দেখতেই পাচ্ছি না। (রাবী বলেন) আমি বললাম, আজকাল নামাযের অবস্থা কি ? তিনি বলেন, তোমরা কি নামাযের ভেতর এমন সব কাজ কর নি যা তোমরা জান (প্রতিটি আমলে নতুন নতুন নিয়ম প্রবেশ করেছে) (বু) ?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে আবু ইমরান আল-জাওনীর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। হাদীসটি আনাস (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٢٣٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنِيْ زَيْدٌ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدٰى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلٰى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهٰى وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغٰى وَنَسِيَ الْمُبْتَدَاءَ

وَالْمُنْتَهٰى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَّخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَّخْتِلُ الدِّيْنَ بِالشُّبُهَاتِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَّقُوْدُهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ .

২৩৯০। আসমা বিনতে উমাইস আল-খাসআমিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে নিজেকে বড় মনে করে এবং অহংকার করে আর মহান আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে যালেম হয়ে যুলুম করে এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে সত্যবিমুখ হয়, অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় এবং গোরস্থান ও মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে বিদ্রোহী হয়ে অবাধ্যতা করে এবং তার সূচনা ও পরিণতিকে ভুলে যায়। আর সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে দীনের বিনিময়ে দুনিয়া হাসিলের কৌশল অবলম্বন করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে সন্দেহজনক বিষয়ের উপর আমল করে দীনের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে লালসার গোলাম হয়ে যায়, লালসা তাকে টেনে নিয়ে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যাকে তার প্রবৃত্তিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যাকে প্রবৃত্তির চাহিদা লাঞ্ছিত করে (ই, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এর সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

(মুমিন ব্যক্তিকে সাহায্য করার ফযীলাত)।

٢٣٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ اُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَدَّثَنَا اَبُو الْجَارُوْدِ الْاَعْمٰى وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْهَمَدَانِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا مُؤْمِنٍ اَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقٰى مُؤْمِنًا عَلٰى ظَمَاٍ سَقَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ وَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلٰى عُرْيٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ .

২৩৯১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঈমানদার ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত ঈমানদার ব্যক্তিকে খাদ্য দান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বেহেশতের ফল খাওয়াবেন। যে মুমিন ব্যক্তি কোন তৃষ্ণার্ত মুমিন ব্যক্তিকে পানি পান করায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সীলমোহর করা খাঁটি "রাহীক মাখতূম" পান করাবেন। যে মুমিন ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীন মুমিন ব্যক্তিকে পরিধেয় বস্ত্র দান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বেহেশতের সবুজ পোশাক পরাবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আতিয়্যা-আবু সাঈদ (রা) সূত্রে মওকূফরূপে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতে মওকূফ বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

٢٣٩٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ فَرْوَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ التَّمِيْمِىُّ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ بْنُ فَيْرُوْزَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ .

২৩৯২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভয় পায় সে যেন ভোর রাতেই রওয়ানা হয়, আর যে ব্যক্তি ভোররাতেই রওয়ানা হয়, সে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র পণ্য খুবই দামী। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র পণ্য হল বেহেশত (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবুন নাদরের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

(ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে অক্ষতিকর কাজও ত্যাগ করা)।

٢٣٩٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ الثَّقَفِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِىِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لاَ بَاْسَ بِهِ حَذَرًا لِّمَا بِهِ الْبَاْسُ .

২৩৯৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আতিয়্যা আস-সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় বৈধ অক্ষতিকর বিষয় ত্যাগ না করা পর্যন্ত মুত্তাকীদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে না (ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

(আমার নিকটে এলে তোমাদের যে অবস্থা হয় তা বজায় থাকলে)।

٢٣٩٤. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْاُسَيْدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ كَمَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ لَاَظَلَّتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا .

২৩৯৪। হানযালা আল-উসাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছে এসে যেরূপ থাকো, সদা-সর্বদা সর্বত্র যদি এরূপই থাকতে, তাহলে নিশ্চয়ই ফেরেশতারা তাদের ডানা দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রাখত (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। হানযালা আল-উসাইদী (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

(প্রতিটি জিনিসের উত্থান-পতন আছে)।

٢٣٩٥. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَبُوْ عُمَرَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَاِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوْهُ وَاِنْ اُشِيْرَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوْهُ .

২৩৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি কাজের পেছনে থাকে প্রেরণা ও উদ্দীপনা, আর উদ্দীপনার পেছনেই লুকিয়ে থাকে অলসতা ও কর্মবিমুখতা। কাজেই যে ব্যক্তি সোজা পথে চলে এবং মাঝামাঝি পর্যায়ে নিজেকে সোজাভাবে কাজে অটল রাখতে পারে তার সাফল্য লাভের আশা করতে পার। আর যদি তার দিকে আংগুলে ইশারা করা হয় (লোক দেখানো আমল করে) তাহলে তাকে সফলকাম লোকদের মধ্যে গণ্য করোনা (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يُّشَارَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِيْ دِيْنٍ وَدُنْيَا اِلاَّ مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ ·

"কোন ব্যক্তির অনিষ্টতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার দিকে তার দীন কিংবা দুনিয়ার ব্যাপারে আংগুল দ্বারা ইশারা করা হয়। তবে আল্লাহ যাকে হেফাযত করেন তার কথা স্বতন্ত্র।"

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

(মানুষ কামনা-বাসনা ও বিপদাপদ বেষ্টিত)।

٢٣٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ يَعْلٰى عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ فِيْ وَسَطِ الْخَطِّ خَطًّا وَخَطَّ خَارِجًا مِّنَ الْخَطِّ خَطًّا وَحَوْلَ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ خُطُوْطًا فَقَالَ هٰذَا ابْنُ اٰدَمَ وَهٰذَا اَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ وَهٰذَا الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ الْاِنْسَانُ وَهٰذِهِ الْخُطُوْطُ عُرُوْضُهُ اِنْ نَجَا مِنْ هٰذَا (مِنْهُ) يَنْهَشُهُ هٰذَا وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْاَمَلُ ·

২৩৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (বুঝানোর) উদ্দেশ্যে বর্গাকৃতির একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন, অতঃপর এর মাঝ বরাবর একটি সরলরেখা টানলেন,

অতঃপর চতুর্ভুজের বাইরে দিয়ে একটি সরলরেখা টানলেন, অতঃপর মাঝের সরলরেখার চতুর্দিকে অনেকগুলো রেখা টানলেন এবং বলেন ঃ এটি হল আদম-সন্তান এবং বেষ্টনী হল তার জীবনকালের সীমা, যা তাকে বেস্টন করে রেখেছে। মধ্যখানের সরলরেখাটি হল মানুষ, এর চারপাশের রেখাসমূহ হল তার বিপদাপদ। সে এর একটি থেকে মুক্তি পেলে অপরটি তাকে দংশন করে। আর বাইরের রেখাটি হল তার কামনা-বাসনা (বু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

বর্গক্ষেত্রের চিত্র ঃ (অনুবাদক)
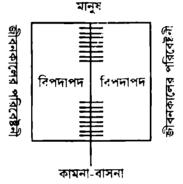
٢٣٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَ يَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ·

২৩৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তান বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার দু'টি স্বভাব যুবকই থাকে ঃ সম্পদের লোভ ও বেঁচে থাকার লালসা (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٣٩٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَوَّامِ وَهُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثِّلَ ابْنُ اٰدَمَ وَاِلٰى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ مَنِيَّةً اِنْ اَخْطَاَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِى الْهَرَمِ ·

২৩৯৮। আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানকে গড়া হয় নিরানব্বইটি (অসংখ্য) বিপদাপদ দ্বারা। বিপদসমূহ অতিক্রান্ত হলেও সে বার্ধক্যে উপনীত হয়।

٢٣٩٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُذْكُرُوا اللّٰهَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ قَالَ اُبَيٌّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِىْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ٠

২৩৯৯। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। কম্পন সৃষ্টিকারী প্রথম শিংগাধ্বনি এসে পড়েছে এবং তার পরপর আসবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে হাযির হয়েছে, মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে হাযির হয়েছে। উবাই (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো আপনার উপর খুব বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করি। আমি আমার সময়ের কতটুকু আপনার উপর দুরূদ পাঠে ব্যয় করব? তিনি বলেন, তুমি যতক্ষণ চাও। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি বলেন, তুমি যা চাও, তবে এর চাইতে বেশী পড়তে পারলে তাতে তোমারই কল্যাণ হবে। আমি বললাম, তাহলে আমি কি অর্ধেক সময় দুরূদ পড়ব? তিনি বলেন, তুমি যতক্ষণ চাও, যদি এর চাইতেও বাড়াতে পার সেটা তোমার জন্যই মঙ্গলজনক। আমি বললাম, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সময় দুরূদ পড়বো? তিনি বলেন, তুমি যতক্ষণ চাও, তবে এর চাইতেও বাড়াতে পারলে তোমারই ভাল। আমি বললাম, তাহলে আমার পুরো সময়টাই আপনার প্রতি দুরূদ পাঠে কাটিয়ে দিব? তিনি বলেন ঃ

তাহলে তোমার চিন্তা ও ক্লেশের জন্য তা যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٤٠٠. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُرَّةَ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَسْتَحْيِيْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا يَعْنِيْ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ .

২৪০০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্কে যথাযথভাবে লজ্জা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা তো নিশ্চয়ই লজ্জা করি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। তিনি বলেন ঃ তা নয়, বরং আল্লাহ্কে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, তুমি তোমার মাথা এবং এতে যা কিছু আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং পেট ও এতে যা কিছু আছে তা হেফাযত করবে, মৃত্যুকে এবং এরপর পঁচে-গলে যাবার কথা স্মরণ করবে। আর যে ব্যক্তি পরকালের আশা করে, সে যেন পার্থিব আড়ম্বর পরিত্যাগ করে। যে ব্যক্তি এসব কাজ করতে পারে সে-ই আল্লাহ্কে যথাযথভাবে লজ্জা করে (আ, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আব্বাস ইবনে ইসহাক-আস-সাব্বাহ ইবনে মুহাম্মাদ সূত্রেই এভাবে এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

(যে ব্যক্তি আত্মসমালোচনা করে)।

٢٤٠١. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ

اَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ ٠

২৪০১। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ও অক্ষম সেই ব্যক্তি যে তার নফসের দাবির অনুসরণ করে আর আল্লাহ্‌র কাছে বৃথা আশা পোষণ করে (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। "মান দানা নাফ্সাহু" বাক্যাংশের তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের দিন আত্মাকে হিসাবের সম্মুখীন করার পূর্বেই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের নফ্সের হিসাব-নিকাশ নেয়। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, "হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব নাও এবং মহা সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার হিসাব-নিকাশ নেয়, কিয়ামতের দিন তার হিসাব অত্যন্ত হালকা ও সহজ হবে"। মাইমূন ইবনে মিহরান বলেন, কোন ব্যক্তি খাঁটি মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আত্মসমালোচনা করবে। যেমন কোন ব্যক্তি তার শরীকের কাছ্ থেকে পুঙখানুপুঙখ হিসেব নেয় যে, সে খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়-চোপড় কোত্থেকে কত মূল্যে সংগ্রহ করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

(কবর জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত)।

٢٤٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلاَّهُ فَرَاٰى نَاسًا كَاَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتُ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرٰى فَاَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَاِنَّهُ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلاَّ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ فَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَّاَهْلاً اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَحَبُّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ اِلَيَّ فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَيَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِيْ بِكَ

قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَ مَرْحَبًا وَّلاَ اَهْلاً اَمَا اِنْ كُنْتَ لاَبْغَضَ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِىْ بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَلْتَقِىَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ اَضْلاَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَصَابِعِهِ فَاَدْخَلَ بَعْضَهَا فِىْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيِّضُ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِنِّيْنًا لَوْ اَنَّ وَاحِداً مِّنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بُقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتّٰى يُفْضٰى بِهِ الْحِسَابُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ ·

২৪০২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জানাযার) নামাযে এসে দেখতে পান যে, কিছু লোক হাসাহাসি করছে। তিনি বলেন, ওহে! তোমরা যদি জীবনের স্বাদ ছিন্নকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করতে তাহলে আমি তোমাদের যে অবস্থায় দেখছি অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকতে। তোমরা জীবনের স্বাদ ছিন্নকারী মৃত্যুকে খুব বেশী স্মরণ কর। কেননা কবর প্রতিদিন দুনিয়াবাসীকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, আমি প্রবাসী মুসাফিরের বাড়ী, আমি নির্জন কুটির, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গের আস্তানা। অতঃপর কোন ঈমানদারকে যখন দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে, 'মারহাবা, স্বাগতম', আমার পিঠের উপর যত লোক চলাফেরা করে তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। আজ তোমাকেই আমার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে, আর তুমি আমার কাছেই এসেছ। সুতরাং তুমি অনতিবিলম্বে দেখতে পাবে যে, আমি তোমার সাথে কেমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করি। অতঃপর কবর তার জন্য দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং বেহেশতের দিকে তার একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। আর অপরাধী পাপী কিংবা কাফেরকে যখন দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন অশুভ ও তোমার জন্য খোশআমদেদ নাই। কেননা আমার উপর যত লোক চলাফেরা করে তম্মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচাইতে ঘৃণিত ও অপ্রিয়। আজ তোমাকেই আমার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে

ফিরে এসেছ। সুতরাং অচিরেই দেখতে পাবে, আমি তোমার সাথে কিরূপ জঘন্য আচরণ করি। এই বলে সে সংকুচিত হয়ে যাবে এবং তার উপর একেবারে চেপে যাবে, ফলে তার পাঁজরের হাড়সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাবে। রাবী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আংগুলসমূহ অপর হাতের আংগুলে ঢুকিয়ে বলেন, 'এভাবে'। তিনি পুনরায় বলেন, তার জন্য এরূপ সত্তরটি অজগর সাপ নিয়োগ করা হবে, তম্মধ্যে একটি সাপও যদি যমীনে একবার ফুঁ দেয় তাহলে এতে কোন কিছুই উৎপন্ন হবে না। অতঃপর হিসাব-নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে অজগরগুলো তাকে দংশন করতে থাকবে, খামচাতে থাকবে। রাবী (আবু সাঈদ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কবর হল বেহেশতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান, অথবা দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্ত (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

(মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়া সম্পর্কে)।

٢٤٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى رَمْلِ حَصِيْرٍ فَرَاَيْتُ اَثَرَهُ فِيْ جَنْبِهِ ·

২৪০৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি একটি চাটাইয়ের উপর কাৎ হয়ে শুয়ে রয়েছেন। আমি তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ দেখতে পেলাম। হাদীসটিতে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

(পার্থিব আসক্তি ধ্বংসের কারণ হবে)।

٢٤٠٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ

اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَدِمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ وَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاٰهُمْ ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوْا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرُ اَخْشٰى عَلَيْكُم وَلٰكِنِّيْ اَخْشٰى اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ ۔

২৪০৪। আমর ইবনে আওফ (রা) বলেন, (যিনি আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে (বাহরাইনে) পাঠান। পরে তিনি বাহরাইন থেকে কিছু ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। আবু উবায়দা (রা)-র প্রত্যাবর্তন সংবাদ পেয়ে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামাযে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। আনসাররা তখন তার সামনে এসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে মুচকি হেসে বলেন, আমার মনে হয় তোমরা হয়ত শুনেছ যে, আবু উবায়দা কিছু মাল নিয়ে ফিরে এসেছে! তারা বলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন, তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমরা যাতে খুশী হবে এরূপ বিষয়ের আশা পোষণ কর। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের আশংকা করি না, বরং আশংকা করি দুনিয়াটা তোমাদের জন্য সম্প্রসারিত করা হবে, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল। অতঃপর তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে, যেরূপ তারা আসক্ত হয়েছিল। ফলে দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেবে, যেরূপ তাদের ধ্বংস করেছিল (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯
(দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা উত্তম)।

٢٤٠٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاْكُلُ وَلاَيَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى فَقَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا اِلَى الْعَطَاءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَّقْبَلَهُ ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ اُشْهِدُكُمْ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى حَكِيْمٍ اَنِّيْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَّاْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَا حَكِيْمٌ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تُوُفِّيَ .

২৪০৫। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু মাল প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে (তা) প্রদান করলেন। আমি পুনরায় চাইলে তিনি আবারো দিলেন। আমি আবার চাইলে তিনি আবারো দান করলেন, অতঃপর বলেন, হে হাকীম! ধন-সম্পদ হল সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয় বস্তু। সুতরাং যে ব্যক্তি বদান্য মনে এটা গ্রহণ করবে, তাতেই তার জন্য কল্যাণ ও বরকত দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লালসার মনোবৃত্তি নিয়ে তা গ্রহণ করবে, সে তাতে বরকত ও কল্যাণ পাবে না। সে এমন ব্যক্তির সাথে তুলনীয়, যে খায় প্রচুর কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের (যাঞ্চাকারীর) হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমি আমৃত্যু আপনার পর আর কারো কাছে যাঞ্চা করে তার সম্পদে হ্রাস ঘটাব না। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) তার যুগে হাকীম (রা)-কে কিছু দান করার জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর উমার (রা)-ও তাকে কিছু দেয়ার জন্য ডেকে আনেন। কিন্তু তিনি

কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। উমার (রা) বলেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি তোমাদেরকে হাকীমের ব্যাপারে সাক্ষী করছি যে, আমি তাকে গানীমাতের মাল থেকে তার প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর হাকীম (রা) আমৃত্যু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কারো কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করেননি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٤٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ اُبْتُلِيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا ثُمَّ ابْتُلِيْنَا بِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبِرْ .

২৪০৬। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা তাতে ধৈর্য ধরেছি। তাঁর ইনতিকালের পরে আমাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশ দ্বারা পরীক্ষা করা হলে আমরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারিনি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٤٠٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبَانَ وَهُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ .

২৪০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরকাল হবে যার একমাত্র চিন্তার বিষয়, আল্লাহ তার হৃদয়কে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্র করে সুসজ্জিত করে দিবেন; তখন দুনিয়াটা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে ধরা দিবে। আর দুনিয়াটা হবে যার একমাত্র চিন্তার বিষয়, আল্লাহ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন তার দু'চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। তার জন্য যা নির্ধারিত আছে, দুনিয়াতে সে তার অতিরিক্ত পাবে না।

٢٤٠٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نُشَيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدُّ فَقْرَكَ وَاِلاَّ تَفْعَلْ مَلَاْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ ·

২৪০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও, আমি তোমার হৃদয়কে ঐশ্বর্যে ভরে দিব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করে দিব। তুমি যদি তা না কর, তাহলে আমি তোমার দু'হাত ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করব না (আ, ই, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু খালিদ আল-ওয়ালিবীর নাম হুরমুয।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
(ওজন করায় বরকত চলে গেল)।

٢٤٠٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا شَطْرٌ مِّنْ شَعِيْرٍ فَاَكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ كِيْلِيْهِ فَكَالَتْهُ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ فَنِيَ قَالَتْ فَلَوْ كُنَّا تَرَكْنَاهُ لَاَكَلْنَا مِنْهُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ·

২৪০৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় আমাদের ঘরে কিছু যব ছিল। আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী আমরা তা থেকে খেতে থাকলাম। একদিন আমি দাসীকে বললাম, এগুলো দাঁড়ি-পাল্লায় মেপে দেখ। সে তা মেপে দেখল। এরপর অল্প দিনের মধ্যেই তা শেষ হয়ে গেল। তিনি (আইশা) বলেন, আমরা যদি এগুলো এমনি রেখে দিতাম (যদি না মাপতাম) তাহলে আরো বেশী দিন খেতে পারতাম (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। শাতরুন শব্দের অর্থ 'সামান্য কিছু'।

٢٤١٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ عَلٰى بَابِىْ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْزَعِيْهِ فَاِنَّهُ يُذَكِّرُنِى الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَ لَنَا سَمَلُ قَطِيْفَةٍ عَلَمُهَا مِنْ حَرِيْرٍ كُنَّا نَلْبَسُهَا .

২৪১০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ঘরের দরজায় একটি পাতলা রঙ্গিন পর্দা ঝুলানো ছিল, তাতে ছিল কিছু ছবি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বলেন ঃ এটা খুলে নামিয়ে ফেল; কেননা এটা আমাকে দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি (আইশা) আরো বলেন, আমাদের কাছে রেশমী বুটিযুক্ত একটি চাদর ছিল, আমরা তা পরিধান করতাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٢٤١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ وِسَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِىْ يَضْطَجِعُ عَلَيْهَا مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ .

২৪১১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার তৈরী এবং তার ভেতরে ছিল খেজুর গাছের ছাল-বাকল ভর্তি (বু, মু)।

এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

(যা দান করা হয় তা-ই অবশিষ্ট থাকে)।

٢٤١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِىَ مِنْهَا قَالَتْ مَا بَقِىَ مِنْهَا اِلاَّ كَتِفُهَا قَالَ بَقِىَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا .

২৪১২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা সাহাবীগণ একটি বকরী যবাই করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটার আর কি অবশিষ্ট আছে? তিনি (আইশা) বলেন, এর কাঁধের অংশ ব্যতীত আর কিছু বাকী নেই (দান করা হয়েছে)। তিনি বলেন, কাঁধ ব্যতীত সবটুকুই বাকী রয়েছে (যা কিছু দান করা হয়েছে তাই আল্লাহ্র কাছে বাকী রয়েছে)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবু মাইসারার নাম আমর ইবনে শুরাহবিল আল-হামদানী।

٢٤١٣. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اسْحٰقَ الْهَمَدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْ كُنَّا اٰلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمْكُثُ شَهْرًا مَّا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ انْ هُوَ الاَّ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ .

২৪১৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সদস্যগণ পুরো একটি মাস এমন অবস্থায়ও কাটিয়েছি যে, চুলায় আগুন ধরাইনি। পানি ও খেজুর ছাড়া আমাদের আহারের জন্য কিছুই থাকত না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٤١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ اَسْلَمَ اَبُوْ حَاتِمٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ اُخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدْ اُوْذِيْتُ فِىْ اللّٰهِ وَمَا يُؤْذٰى اَحَدٌ وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَىَّ ثَلاَثُوْنَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِىَ وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَاْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ الاَّ شَىْءٌ يُوَارِيْهِ اِبِطُ بِلاَلٍ .

২৪১৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহ্র রাস্তায় যেরূপ ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে এরূপ ভয় দেখানো হয়নি। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমাকে যেরূপ কষ্ট দেয়া হয়েছে আর কাউকে সেরূপ যাতনা দেয়া হয়নি। আমার উপর দিয়ে ত্রিশটি দিন-রাত এরূপে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বিলালের অবলম্বন। তা ছাড়া এতটুকু খাবারও ছিল না যা কোন আত্মাধারী প্রাণী খেয়ে বাঁচতে পারে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। এ হাদীসের অর্থ হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিলালকে নিয়ে মক্কা থেকে (তায়েফে) পলায়ন করেছিলেন, তখন বিলাল তাঁর বগলের নীচে দাবিয়ে নিতে পারে এতটুকু খাবার সাথে বহন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা দীর্ঘ একমাস এ খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করেন।

٢٤١٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ خَرَجْتُ فِيْ يَوْمٍ شَاتٍ مِّنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اَخَذْتُ اِهَابًا مَعْطُوْبًا فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ فَاَدْخَلْتُهُ عُنُقِيْ وَشَدَدْتُ وَسَطِيْ فَحَزَمْتُهُ بِخُوْصِ النَّخْلِ وَاِنِّيْ لَشَدِيْدُ الْجُوْعِ وَلَوْ كَانَ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ لَطَعِمْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ اَلْتَمِسُ شَيْئًا فَمَرَرْتُ بِيَهُوْدِيٍّ فِيْ مَالٍ لَهُ وَهُوَ يَسْقِيْ بِبَكَرَةٍ لَهُ فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلْمَةٍ فِيْ الْحَائِطِ فَقَالَ مَالَكَ يَا اَعْرَابِيُّ هَلْ لَكَ فِيْ كُلِّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ قُلْتُ نَعَمْ فَافْتَحِ الْبَابَ حَتّٰى اَدْخُلَ فَفَتَحَ فَدَخَلْتُ فَاَعْطَانِيْ دَلْوَهُ فَكُلَّمَا نَزَعْتُ دَلْوًا اَعْطَانِيْ تَمْرَةً حَتّٰى اِذَا امْتَلَاَتْ كَفِّيْ اَرْسَلْتُ دَلْوَهُ وَقُلْتُ حَسْبِيْ فَاَكَلْتُهَا ثُمَّ جَرَعْتُ مِنَ الْمَاءِ فَشَرِبْتُ ثُمَّ جِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ .

২৪১৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, আমি এক শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে বের হলাম। এর পূর্বে আমি একটি লোমহীন চামড়া নিয়ে তা মাঝামাঝি কেটে গলায় ঢুকালাম এবং খেজুরের পাতা দিয়ে কোমরে শক্ত করে বাঁধলাম। আমি তখন ছিলাম তীব্র ক্ষুধার্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কোন খাদ্যসামগ্রী থাকলে তা অবশ্য খেয়ে নিতাম। আমি খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লাম। অতঃপর জনৈক ইহূদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সে তার বাগানে (কপিকল জাতীয়) চরকির সাহায্যে কূয়া থেকে পানি তুলছিল। আমি প্রাচীরের একটি ছিদ্র দিয়ে তাকে দেখলাম। সে

জিজ্ঞেস করল, হে বেদুঈন! কি চাও? তুমি প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর পাবে, আমার বাগানের পানি তুলে দিবে কি ? আমি বললাম, হাঁ, দরজা খোল, আমি ভেতরে আসি। সে দরজা খুলে দিলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। অতঃপর সে একটি বালতি এনে দিল। আমি বালতি ভরে পানি উঠাতে লাগলাম আর সে প্রতি বালতিতে একটি করে খেজুর দিতে লাগল। অবশেষে খেজুরে আমার হাতের মুঠি ভরে গেল। আমি তখন বালতি রেখে দিয়ে বললাম, আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি খেজুরগুলো খেয়ে পানি পান করলাম এবং মসজিদে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে পেলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٤١٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اَصَابَهُمْ جُوْعٌ فَاَعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً تَمْرَةً .

২৪১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাদেরকে দুর্ভিক্ষে পেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একটি করে খেজুর দেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٤١٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلْثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلٰى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتّٰى اِنْ كَانَتْ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ فَقِيْلَ لَهُ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْنَ كَانَتْ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا وَاَتَيْنَا الْبَحْرَ فَاِذَا نَحْنُ بِحُوْتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا اَحْبَبْنَا .

২৪১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিন শত লোকের একটি বাহিনী এক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা আমাদের রসদপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী আমাদের

কাঁধে নিয়ে রওয়ানা হলাম। রসদ ছিল খুবই অল্প, কাজেই তাড়াতাড়ি তা নিশেষ হয়ে গেল। এমনকি সারাদিনে প্রতিজনের জন্য একটি করে খেজুর বরাদ্দ হত। কেউ কেউ বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! একটি লোকের জন্য সারাদিনে একটি খেজুরে কি হত? তিনি বলেন, একটি খেজুরে কিছুই হত না, কিন্তু একটির উপকারিতাও আমরা তখন টের পেলাম, যখন থেকে একটি করে খেজুর পাবার সুযোগও শেষ হয়ে গেল। অতঃপর আমরা সমুদ্রের কাছে এসে একটি বিরাটকায় মাছ দেখতে পেলাম। সমুদ্র তা নিক্ষেপ করেছে। আমরা এটা আঠার দিন পর্যন্ত আহার করলাম (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অপর সূত্রেও জাবির (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মালেক ইবনে আনাস (র) এটিকে ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসানের সূত্রে আরো পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘ করে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪
(কষ্টের দিন স্বাচ্ছন্দের দিনের চেয়ে উত্তম)।

٢٤١٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ اِنَّا جُلُوْسٌ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ اِلاَّ بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوْعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكٰى لِلَّذِىْ كَانَ فِيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِىْ هُوَ فِيْهِ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ اِذَا غَدَا اَحَدُكُمْ فِىْ حُلَّةٍ وَرَاحَ فِىْ حُلَّةٍ وَّوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ اُخْرٰى وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمِ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ .

২৪১৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় চামড়ার তালিযুক্ত একটি ছেড়া চাদর গায়ে মুসআব ইবনে উমাইর (রা) এসে

আমাদের সামনে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এবং তার অতীতের স্বচ্ছল অবস্থার কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া পোশাক পরবে আর বিকেলে পরবে অন্য জোড়া। আর তার সামনে খাদ্যভর্তি একটি পেয়ালা রাখা হবে আর অপরটি উঠিয়ে নেয়া হবে। তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ এমনভাবে পর্দায় ঢেকে রাখবে, যেভাবে কাবা ঘরকে গেলাফে ঢেকে রাখা হয়। সাহাবীগণ আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো তখন বর্তমানের চাইতে অনেক স্বচ্ছল থাকব। বিপদাপদ ও অভাব-অনটন থেকে নিরাপদ থাকব। ফলে ইবাদত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট অবসর পাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বরং বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক উত্তম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ হলেন ইবনে মাইসারা, তিনি মদীনার অধিবাসী। মালেক ইবনে আনাস-সহ একাধিক বিশেষজ্ঞ আলেম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ আদ-দিমাশকী যুহরীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে ওয়াকী, মারওয়ান ইবনে মুআবিয়া হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর কূফার অধিবাসী ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদের সূত্রে সুফিয়ান, শোবা, ইবনে উআইনা-সহ একাধিক ইমাম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

(আহ্‌লে সুফফার মধ্যে দুধ বণ্টন)।

٢٤١٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الصُّفَّةِ اَضْيَافُ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ لاَ يَأْوُوْنَ عَلٰى اَهْلٍ وَّلاَ مَالٍ وَاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنْ كُنْتُ لَاَعْتَمِدُ بِكَبِدِيْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَاَشُدُّ الْحَجَرَ عَلٰى بَطْنِيْ مِنَ الْجُوْعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلٰى طَرِيْقِهِمُ الَّذِيْ يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ فَمَرَّ بِيْ اَبُوْ بَكْرٍ سَاَلْتُهُ عَنْ اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا سَئَلْتُهُ اِلاَّ لِيَسْتَتْبِعَنِيْ فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مر بِيْ عُمَرُ فَسَاَلْتُهُ عَنْ اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا سَاَلْتُهُ اِلاَّ لِيَسْتَتْبِعَنِيْ فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ اَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَاٰنِيْ وَقَالَ اَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِلْحَقْ وَمَضٰى فَاتَّبَعْتُهُ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَاسْتَاذَنْتُ فَاَذِنَ لِىْ فَوَجَدَ قَدَحًا مِّنْ لَبَنٍ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ لَكُمْ قِيْلَ اَهْدَاهُ لَنَا فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ فَقَالَ اِلْحَقْ اِلٰى اَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ وَهُمْ اَضْيَافُ الْاِسْلاَمِ لاَ يَأْوُوْنَ عَلٰى اَهْلٍ وَّمَالٍ اِذَا اَتَتْهُ الصَّدَقَةُ بَعَثَ بِهَا اِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَاِذَا اَتَتْهُ هَدِيَّةٌ اَرْسَلَ اِلَيْهِمْ فَاَصَابَ مِنْهَا وَاَشْرَكَهُمْ فِيْهَا فَسَاءَنِىْ ذٰلِكَ وَقُلْتُ مَا هٰذَا الْقَدَحُ بَيْنَ اَهْلِ الصُّفَّةِ وَاَنَا رَسُوْلُهُ اِلَيْهِمْ فَسَيَاْمُرُنِىْ اَنْ اُدْبِرَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا عَسٰى اَنْ يُّصِيْبَنِىْ مِنْهُ وَقَدْ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ اُصِيْبَ مِنْهُ مَا يُغْنِيْنِىْ وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِّنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَاَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ فَقَالَ اَبَا هُرَيْرَةَ خُذِ الْقَدَحَ وَاَعْطِهِمْ فَاَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ اُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتّٰى يَرْوٰى ثُمَّ يَرُدُّهُ فَاُنَاوِلُهُ الْاٰخَرَ حَتّٰى انْتَهَيْتُ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِىَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ اَبَا هُرَيْرَةَ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ اشْرَبْ فَلَمْ اَزَلْ اَشْرَبُ وَيَقُوْلُ اشْرَبْ حَتّٰى قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا فَاَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَسَمّٰى ثُمَّ شَرِبَ .

২৪১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফফাবাসীগণ ছিলেন মুসলমানদের মেহমান, তাদের আশ্রয় লাভের মত ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন কিছুই ছিল না। আল্লাহ্র শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই! আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার পেট মাটিতে চেপে ধরে থাকতাম, আর কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদা আমি তাদের (সাহাবাদের) রাস্তায় বসে গেলাম। এমন সময় আবু বাক্র (রা) আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাকে তার পেছনে যেতে

বলেন (এবং কিছু খেতে দেন)। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছুই করলেন না। এরপর উমার (রা) এ পথে যাচ্ছিলেন। আমি তাকেও সেই একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম; কিন্তু তিনিও চলে গেলেন। অতঃপর আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা। আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, চল, অতঃপর তিনি চললেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন, আমিও প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তিনি ঘরে এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের জন্য এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? বলা হল, অমুক ব্যক্তি আমাদের জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বাইকা। তিনি বললেন, যাও সুফফাবাসীদেরকে ডেকে নিয়ে এসো, তারা তো মুসলমানদের মেহমান, তাদের নির্ভর করার মত ধন-সম্পদ, পরিবার পরিজন বলতে কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সদাকার কোন মাল আসলে তিনি তার কিছুই না রেখে সবটুকু তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। আর হাদিয়া আসলে তিনি তা থেকেও কিছু তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে কিছু গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ শুনে আমি হতাশ হয়ে গেলাম এবং (মনে মনে) বললাম, এই এক পেয়ালা দুধ দিয়ে আসহাবে সুফফার কি হবে? অথচ আমাকে তাঁদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। তিনি তো আমাকেই আদেশ করবেন এ দুধ তাদের মধ্যে পরিবেশন করতে। তখন আমার জন্য তার কিছুই জুটবে না। অথচ আমি আশা করছিলাম যে, আমি এটুকু পান করতে পারলে আমার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ পালন করা ছাড়া কোন উপায়ও নেই। সুতরাং আমি তাদের নিকট এসে তাদেরকে ডাকলাম। তারা এসে ঘরে প্রবেশ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলে তিনি বলেন ঃ হে আবু হুরায়রা! পেয়ালাটা নিয়ে তাদেরকে দুধ পরিবেশন কর। অতঃপর আমি একজন করে দিতে থাকলাম। সে পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে পেয়ালাটি আমাকে ফেরত দিলে আমি অন্যজনকে দিলাম। সেও পরিতৃপ্ত হল। এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলাম। উপস্থিত সকলেই পরিতৃপ্ত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি তাঁর হাতে নিয়ে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আবু হুরায়রা! এখন তুমি পান কর। আমি পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, পান কর। অতঃপর আমি পান করতেই থাকলাম আর তিনি বলতেই থাকলেন, পান কর। অবশেষে আমি বলতে

বাধ্য হলাম যে, আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। অতঃপর তিনি পেয়ালা হাতে নিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে বাকী দুধ পান করলেন (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

(উদর পূর্তি করে আহারকারী কিয়ামতের দিন ক্ষুধার্ত থাকবে)।

٢٤٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبَكَّاءُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَاِنَّ اَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا اَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৪২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঢেকুর তুলল। তিনি বলেন, আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর বন্ধ কর। কেননা দুনিয়াতে যারা বেশী পরিতৃপ্ত হবে কিয়ামতের দিন তারাই সবচাইতে বেশী ক্ষুধার্ত থাকবে (ই, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

(সাহাবীদের জীর্ণ পোশাক)।

٢٤٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ يَا بُنَىَّ لَوْ رَاَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصَابَتْنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ اَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّأْنِ .

২৪২১। আবু বুরদা (র) থেকে তাঁর পিতা আবু মূসা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু মূসা) বলেন, হে পুত্র! তুমি যদি আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বৃষ্টি ভেজা অবস্থায় দেখতে তাহলে নিশ্চয় আমাদের শরীরের গন্ধকে ভেড়ার গন্ধ বলে মনে করতে (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্। এ হাদীসের মর্ম এই যে, তাদের গায়ে পুরনো পশমী কাপড় থাকত, বৃষ্টির পানিতে ভিজলে তা থেকে ভেড়ার শরীরের দুর্গন্ধের মত দুর্গন্ধ বের হত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

যে ব্যক্তি বিনয়ের পোশাক পরিধান করে।

٢٤٢٢. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَىِّ حُلَلِ الْاِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا .

২৪২২। মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়বশত মূল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ঈমানদারদের পোশাকের মধ্যে যে কোন পোশাক পরার অধিকার দিবেন (হা)।

এ হাদীসটি হাসান। 'হুলালুল ঈমান' শব্দের অর্থ ঈমানদারগণকে জান্নাতের যে পোশাক পরিধান করতে দেয়া হবে তা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

সব ব্যয় আল্লাহ্‌র পথে, ইমারত নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত।

٢٤٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ بَشِيْرٍ هٰكَذَا قَالَ شَبِيْبُ بْنُ بَشِيْرٍ وَاِنَّمَا هُوَ شَبِيْبُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ الْبِنَاءُ فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ .

২৪২৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দালানকোঠা নির্মাণের ব্যয় ব্যতীত জীবন যাপনের সমস্ত ব্যয়ই আল্লাহ্‌র রাস্তায় বলে পরিগণিত। দালানকোঠা নির্মাণের ব্যয়ের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٢٤٢٤. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ اَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِىْ وَلَوْلاَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ وَقَالَ يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِىْ نَفَقَتِهِ كُلِّهَا اِلاَّ التُّرَابَ اَوْ قَالَ فِى الْبِنَاءِ (فِى التُّرَابِ) .

২৪২৪। হারিসা ইবনে মুদাররিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি তখন তার শরীরে সাতবার গরম লোহর দাগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার ব্যাধি দীর্ঘায়িত হল। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনতাম ঃ "তোমরা মৃত্যু কামনা কর না", তাহলে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম। তিনি আরো বলেন, মানুষকে শুধু মাটিতে খরচ (দালান-কোঠা নির্মাণ ব্যয়) ব্যতীত, সকল খরচেই সওয়াব দেয়া হবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। জারূদ-ফাদল ইবনে মূসা-সুফিয়ান সাওরী–আবু হামযা–ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি ইমারত নির্মাণই তোমার উপর (একটি শাস্তিযোগ্য) বোঝা। আমি (আবু হামযা) বললাম, যে সমস্ত ইমারত, দালান-কোঠা নির্মাণ অপরিহার্য সে সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি বলেন, এগুলো বানানোতে না সওয়াব আছে আর না গুনাহ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

(বস্ত্র দানকারী আল্লাহ্‌র হেফাজতে থাকে)।

٢٤٢٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ اَبُو الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ فَسَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَاَلْتَ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ اِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْنَا اَنْ نَصِلَكَ فَاَعْطَاهُ ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا الاَّ كَانَ فِىْ حِفْظِ اللّٰهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ .

২৪২৫। হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ভিক্ষুক এসে ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে কিছু চাইল। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই? সে বলল, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল? সে বলল, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রমযানের রোযা রাখ? সে বলল, হাঁ। এবার তিনি বলেন, তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ। আর যাঞ্চাকারীর অধিকার আছে। এখন তোমার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা আমার কর্তব্য। এ কথা বলে তিনি তাকে একটি কাপড় দান করলেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে কাপড় পরতে দিলে সে তত দিন আল্লাহ্‌র হেফাযতে থাকে, যত দিন পর্যন্ত সেই কাপড়ের সামান্য অংশও তার শরীরে থাকে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

(সালামের প্রসার, খাদ্যদান ও গভীর রাতে নামায)।

٢٤٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ وَيَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِىْ جَمِيْلَةَ الْاَعْرَابِىِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اِنْجَفَلَ النَّاسُ اِلَيْهِ وَقِيْلَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ فِى النَّاسِ لِاَنْظُرَ اِلَيْهِ فَلَمَّا اِسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ اَوَّلُ شَىْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ اَنْ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلاَمَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ .

২৪২৬। আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌছলেন, তখন মানুষ দলে দলে তাঁর কাছে ছুটে গেল। বলাবলি হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। সুতরাং আমিও লোকদের সাথে তাঁকে দেখার জন্য হাযির হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তখন সর্বপ্রথম তিনি যে কথা বলেন তা এই ঃ তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাবার দান কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন (তাহাজ্জুদ) নামায পড়। তাহলে অবশ্যই তোমরা সহীহ-সালামতে বেহেশতে প্রবেশ করবে (ই, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

(মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের বদান্যতা)।

٢٤٢٧. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اَتَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَاَيْنَا قَوْمًا اَبْذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَّلاَ اَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِّنْ قَلِيْلٍ مِّنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَاَشْرَكُوْنَا فِى الْمَهْنَاءِ حَتّٰى لَقَدْ خِفْنَا اَنْ يَّذْهَبُوْا بِالْاَجْرِ كُلِّهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَاَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ .

২৪২৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন, তখন মুহাজিরগণ তাঁর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যাদের কাছে হিজরত করে এসেছি, তাদের মত প্রাচুর্যের অবস্থায় ও অপ্রাচুর্যের অবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) এত খরচ করতে এবং এত উত্তমরূপে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আর কাউকে দেখিনি। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তারাই যথেষ্ট এবং তারা নিজেদের শ্রমার্জিত সম্পদে আমাদেরকে অংশীদার করেছেন। এমনকি আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, সমস্ত সওয়াব তারাই নিয়ে যান। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

না, তোমরা যত দিন তাদের জন্য দোআ করবে এবং তাদের প্রশংসা করবে তত দিন তোমাদেরও সওয়াব হতে থাকবে (দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

(কৃতজ্ঞ ভোজনকারী)।

٢٤٢٨. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدَنِيُّ الْغِفَارِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ ٠

২৪২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কৃতজ্ঞ ভোজনকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমান মর্যাদাবান (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

(যার জন্য দোযখ হারাম)।

٢٤٢٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَى النَّارِ اَوْ بِمَنْ تَحرمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلٰى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ ٠

২৪২৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের অবহিত করব না, কার জন্য দোযখ হারাম এবং দোযখের জন্য কে হারাম? যে ব্যক্তি মানুষের নিকটবর্তী (জনপ্রিয়), সহজ-সরল, কোমলভাষী ও সদাচারী (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٤٣٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَيُّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ فَصَلّٰى ٠

২৪৩০। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে মুমিন-জননী আইশা! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে থাকতেন তখন কি করতেন? তিনি বলেন, তিনি পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতেন, অতঃপর নামাযের সময় উপস্থিত হলে তিনি উঠে গিয়ে নামায পড়তেন (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫
(সাক্ষাতপ্রার্থীর প্রতি মহানবীর সৌজন্য প্রদর্শন)।

٢٤٣١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَيْدٍ التَّغْلَبِيِّ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اِسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لاَ يَنْزَعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ الَّذِيْ يَنْزَعُ وَلاَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يَصْرِفُهُ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيْسٍ لَهُ .

২৪৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে এসে মুসাফাহা (করমর্দন) করত, তখন সেই ব্যক্তি তার হাত টেনে না নেয়া পর্যন্ত তিনি নিজের হাত টেনে নিতেন না। আর সে তার চেহারা ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি ঐ ব্যক্তি থেকে নিজের চেহারা ফিরিয়ে নিতেন না। তিনি কখনো তাঁর পদদ্বয় তাঁর সামনে বসা লোকদের দিকে প্রসারিত করতেন না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬
(অহংকারীর পরিণতি)।

٢٤٣٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِيْ حُلَّةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيْهَا فَاَمَرَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فَاَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا اَوْ قَالَ يَتَلَجْلَجُ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৪৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের জনৈক ব্যক্তি তার মূল্যবান পোশাক পরে গর্বভরে রাস্তায় বের হলে আল্লাহ তখন তাকে গ্রাস করার জন্য যমীনকে আদেশ দিলেন। সুতরাং যমীন তাকে গ্রাস করে এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে ধ্বসতেই থাকবে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٤٣٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْثَالَ الذَّرِّ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ اِلَى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ .

২৪৩৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন অহংকারী-দেরকে ক্ষুদ্র পিপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে একত্র করা হবে। চতুর্দিক থেকে তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামের 'বূলাস' নামক একটি জেলখানার দিকে টেনে নেয়া হবে, আগুনে তাদেরকে গ্রাস করবে, দোযখীদের গলিত রক্ত ও পূঁজ তাদের পান করানো হবে (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

(ক্রোধ সংবরণকারীর মর্যাদা)।

٢٤٣٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ .

২৪৩৪। মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ক্রোধ কার্যকর করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সংবরণ

করে,কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত মাখলূকের সামনে ডেকে আনবেন এবং তাকে তার পছন্দমত যে কোন হূর বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিবেন (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٤٣٥. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغِفَارِىُّ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَاَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَاِحْسَانٌ اِلَى الْمَمْلُوْكِ .

২৪৩৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ বিদ্যমান, আল্লাহ তার উপর তাঁর (রহমতের) ডানা প্রসারিত করবেন এবং তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন ঃ দুর্বলদের সাথে নম্র ব্যবহার, পিতা-মাতার সাথে মমতা জড়ানো কোমল ব্যবহার এবং দাস-দাসীর প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক আচরণ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু বাক্‌র ইবনুল মুনকাদির হলেন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের ভাই।

٢٤٣٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَسَلُوْنِى الْهُدٰى اَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ اِلاَّ مَنْ اَغْنَيْتُ فَسَلُوْنِىْ اَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ اَنِّىْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِىْ غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ اُبَالِىْ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِىْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَشْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِىْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا فِىْ

صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ اُمْنِيَّتُهُ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَاسَأَلَ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ اِلاَّ كَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهِ اِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ بِاَنِّيْ جَوَادٌ مَاجِدٌ اَفْعَلُ مَا اُرِيْدُ عَطَائِيْ كَلاَمٌ وَعَذَابِيْ كَلاَمٌ اِنَّمَا اَمْرِيْ لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْتُهُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ٠

২৪৩৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা তো সবাই পথভ্রষ্ট, তবে তারা নয়, যাদের আমি হেদায়াত করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়াতের আবেদন কর, আমি হেদায়াত করব। আর যাদের আমি ধনী করেছি তাদের ছাড়া তোমাদের সবাই তো দরিদ্র। তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর আমি রিযিক দিব। আর আমি যাদের মার্জনা করেছি তাদের ছাড়া তোমাদের সবাই তো গুনাহগার। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ কথা জানে যে, আমি মার্জনা করার ক্ষমতা রাখি, অতঃপর সে মার্জনা ভিক্ষা করে, আমি তার গুনাহ মার্জনা করে দেই। আমি এ ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ করি না। তোমাদের পূর্বের ও পরের, জীবিত ও মৃত, সিক্ত ও শুষ্ক (স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল) সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়,তাহলে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। আর তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভিজা ও শুষ্ক (স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল) সবাই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সবচাইতে বড় পাপী বান্দার ন্যায় হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের হানি ঘটবে না। আর যদি তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভিজা ও শুষ্ক সকলে একটি জায়গায় সমবেত হয় এবং প্রত্যেকেই তার পূর্ণ চাহিদামত আমার নিকট প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের বাসনা অনুযায়ী সবকিছু যদি প্রদান করি, তাহলেও আমার রাজত্বের কিছুই কমবে না, তবে এতটুকু পরিমাণ যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাতে একটি সুঁই ডুবিয়ে তা তুলে নিলে তাতে সমুদ্রের পানির যতটুকু কমবে। কারণ আমি হলাম দাতা, দয়ালু ও মহান। আমি যা চাই তাই করি। আমার দান হল আমার কথা আর আমার আযাব হল আমার নির্দেশ। আমার ব্যাপার এই যে, আমি যখন কিছু ইচ্ছা করি তখন বলি, "হয়ে যাও" অমনি তা হয়ে যায় (আ, ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কতিপয় রাবী এ হাদীস শাহর ইবনে হাওশাব-মাদীকারিব-আবু যার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٣٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ عَنْ سَعْدٍ مَوْلٰى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ اِلاَّ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُهُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ فَاَعْطَاهَا سِتِّيْنَ دِيْنَارًا عَلٰى اَنْ يَّطَاَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَاَتِهِ اَرْعَدَتْ وَبَكَتْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ اَاَكْرَهْتُكِ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ وَمَا حَمَلَنِيْ عَلَيْهِ اِلاَّ الْحَاجَةُ فَقَالَ تَفْعَلِيْنَ اَنْتِ هٰذَا وَمَا فَعَلْتِهِ اِذْهَبِيْ فَهِيَ لَكِ وَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَعْصِي اللّٰهَ بَعْدَهَا اَبَدًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَاَصْبَحَ مَكْتُوْبًا عَلٰى بَابِهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ ·

২৪৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আমি সে হাদীসটি তাঁকে একবার, দু'বার, এমনকি সাতবারের অধিক বর্ণনা করতে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে 'কিফ্ল' নামক জনৈক ব্যক্তি কোন গুনাহ্ থেকেই বিরত থাকত না। একদা জনৈকা মহিলা (দারিদ্র্যক্লিষ্ট হয়ে) তার কাছে এলো। সে তাকে যেনা করার শর্তে ষাট দীনার দিল। স্বামী যেরূপে স্ত্রীর উপর উঠে সে যখন সেরূপে উঠল তখন মহিলা কাঁপতে লাগল এবং কেঁদে ফেলল। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার উপর জোরযবরদস্তি করছি? মহিলা বলল, না; কিন্তু এ গুনাহর কাজটি আমি কখনো করিনি। প্রয়োজন ও অভাব আজ আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। সে বলল, অভাবে পড়েই তুমি এসেছ এবং কখনও তা করনি? তুমি চলে যাও এবং যা দিয়েছি এগুলো তোমার। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! এরপর থেকে আমি আর কখনো আল্লাহ্র নাফরমানী করব না। ঐ রাতেই সে মারা গেল। সকাল হলে দেখা গেল তার বাড়ীর দরজায় লেখা রয়েছে ঃ "আল্লাহ্ কিফ্লকে মাফ করে দিয়েছেন" (বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শাইবান ও অন্যান্য রাবী এটিকে আমাশের সূত্রে মরফূ হাদীস হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এ হাদীস আমাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফূ হিসাবে নয়। আবু বাক্‌র ইবনে আইয়্যাশ এ হাদীস আমাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সনদ বর্ণনায় ভুল করেছেন এবং বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ-সাঈদ ইবনে জুবাইর-ইবনে উমার (রা) থেকে। এটি সুরক্ষিত সনদ নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাযী কূফার অধিবাসী এবং তার দাদী ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর দাসী। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাযীর বরাতে উবাইদা আদ-দাব্বী, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত ও অপরাপর প্রবীণ আলেমগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮
(আল্লাহ্ বান্দার তওবায় নিরতিশয় খুশী হন)।

٢٤٣٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ بِحَدِيْثَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْاٰخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَاَنَّهُ فِيْ اَصْلِ جَبَلٍ يَّخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ وَّقَعَ عَلٰى اَنْفِهِ قَالَ بِهِ هٰكَذَا فَطَارَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ مِّنْ رَجُلٍ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مُّهْلِكَةٍ مَّعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَاَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِيْ طَلَبِهَا حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ اَرْجِعُ اِلٰى مَكَانِيَ الَّذِيْ اَضْلَلْتُهَا فِيْهِ فَاَمُوْتُ فِيْهِ فَرَجَعَ اِلٰى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَاِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ .

২৪৩৮। আল-হারিস ইবনে সুয়াইদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, একটি তাঁর পক্ষ থেকে এবং আরেকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহকে এমন ভয় করে যেন সে পাহাড়ের গোড়ায় অবস্থান করছে, আর আশংকা করছে যে, পাহাড় ভেংগে তার উপর পড়বে। আর অসৎ লোক তার

গুনাহকে মনে করে যেন তার নাকের ডগায় বসা একটি মাছি, হাত নাড়াল আর অমনি তা উড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের কারো তওবায় সেই ব্যক্তির চাইতেও অধিক খুশী হন, যে এমন এক জনমানবহীন প্রান্তরে যাত্রা করেছে, যেখানে পদে পদে ভয়, ধ্বংসাত্মক ও ভীতিপূর্ণ অবস্থা। তার সাথে আছে একটি জন্তুযান, এর উপর তার খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী। হঠাৎ জন্তুটি হারিয়ে গেল। সে তা অনুসন্ধান করতে লাগল। অবশেষে সে ক্ষুৎ-পিপাসায় মৃতপ্রায় হয়ে গেল। মনে মনে সে বলল, যেখানে আমি জন্তুটি হারিয়েছি সেখানে গিয়েই মরবো। অতঃপর সে আগের জায়গায় ফিরে এলো এবং গভীর ঘুমে অচেতন হল। সে জেগে উঠে দেখতে পেল যে, তার মাথার কাছে তার জন্তুটি দাঁড়ানো এবং তার পিঠে খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী ঠিকঠাক আছে। (এ ব্যক্তি হারানো জন্তু ও সামগ্রী পেয়ে যেমন খুশী হয়, আল্লাহ তার বান্দার তওবাতে এর চাইতেও বেশী খুশী হন)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, নুমান ইবনে বাশীর ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٣٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ ٠

২৪৩৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষ মাত্রই পাপী। আর পাপীদের মধ্যে তওবাকারীরাই উত্তম (আ,ই,দার,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আলী ইবনে মাসআদা-কাতাদা (র) সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯
(উত্তম কথা বল অন্যথায় নীরব থাক)।

٢٤٤٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ ٠

২৪৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের আপ্যায়ন ও খাতির-যত্ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আনাস, আবু শুরাইহ আল-কাবী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু শুরাইহ আল-কাবী হলেন আল-আদাবী, তার নাম খুওয়াইলিদ ইবনে আমর।

٢٤٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرِو الْمُعَافِرِيِّ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا ·

২৪৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চুপ থাকল, সে নাজাত পেল (আ, দার, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে লাহীআর রিওয়ায়াত থেকেই এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আবু আবদুর রহমান আল-হুবালীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

(উত্তম মুসলমান)।

٢٤٤٢. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ ·

২৪৪২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ সর্বোত্তম মুসলমান কে ? তিনি বলেন ঃ যার জিহবা (কথা) ও হাত (কর্ম) থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে (বু, মু)।

এ হাদীসটি সহীহ এবং আবু মূসা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

(গুনাহ থেকে তওবাকারীকে খোঁটা দেয়া নিষেধ)।

٢٤٤٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ قَالَ اَحْمَدُ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ ·

২৪৪৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কোন গুনাহর জন্য লজ্জা দিলে সে উক্ত গুনাহে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মারা যাবে না। আহমাদ (র) বলেন, এ গুনাহ্র অর্থ হল, যা থেকে সে তওবা করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদসূত্র মুত্তাসিল নয়। খালিদ ইবনে মাদান (র) মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র সাক্ষাত পাননি। খালিদ ইবনে মাদান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সত্তরজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন। মুআয ইবনে জাবাল (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। মাদান উক্ত হাদীস ছাড়াও মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র বহু শাগরিদের সূত্রে তার থেকে আরও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ নিষিদ্ধ।

٢٤٤٤. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُجَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح قَالَ وَاَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَذَّاءُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ ·

২৪৪৪। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার কোন ভাইয়ের বিপদে তুমি আনন্দ প্রকাশ করো না। অন্যথায় আল্লাহ তাকে দয়া করবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে নিক্ষিপ্ত করবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মাকহূল (র) ওয়াসিলা ইবনুল আসকা, আনাস ইবনে মালেক ও আবু হিন্দ আদ-দারী (রা)-র নিকট হাদীস শুনেছেন। আরও কথিত আছে যে, মাকহূল (র) এই তিনজন সাহাবী ব্যতীত আর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শুনেননি। মাকহূল আশ-শামীর উপনাম আবু আবদুল্লাহ এবং তিনি ছিলেন ক্রীতদাস, পরে তাকে দাসত্বমুক্ত করা হয়। আর

বসরার অধিবাসী মাকহূল আল-আযদী (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট হাদীস শুনেছেন এবং তার সূত্রে উমারা ইবনে যাযাম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ-তামীম-আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মাকহূল'কে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হলে অধিকাংশ সময়ই আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, "আমি জানি না"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

(ব্যঙ্গ করা বা নকল সাজা নিষেধ)।

٢٤٤٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ حُذَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ اَنِّىْ حَكَيْتُ اَحَدًا وَاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا ·

২৪৪৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে এই এই পরিমাণ মাল দিলেও আমি কারো ব্যঙ্গ করে নকল করা পছন্দ করি না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হুজাইফা আল-কূফী ইবনে মাসউদ (রা)-র শাগরিদগণের অন্তর্ভুক্ত। তার নাম সালামা ইবনে সুহাইবা বলে কথিত।

٢٤٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَقَالَ مَا يَسُرُّنِىْ اَنِّىْ حَكَيْتُ رَجُلاً وَاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ صَفِيَّةَ اِمْرَاَةٌ وَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا كَاَنَّهَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ لَوْ مُزِجَ بِهَا مَاءُ الْبَحْرِ لَمُزِجَ ·

২৪৪৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জনৈক ব্যক্তির আচরণ নকল করে দেখালাম। তিনি বলেন ঃ আমাকে এই পরিমাণ সম্পদ দেয়া হলেও কারো আচরণ নকল করা আমাকে আনন্দ দেয় না। আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সফিয়্যা তো বেঁটে স্ত্রীলোক, এই বলে তিনি তা হাতের ইশারায় দেখালেন। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার আমলকে এমন একটি কথার সাথে মিশিয়ে দিয়েছ, তা সমুদ্রের পানির সাথে মিশ্রিত করলেও তা উক্ত পানিকে দূষিত করে ফেলত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

(মানুষের সাথে মেলামেশাকারী ও তাদের কষ্ট সহ্যকারী উত্তম)।

٢٤٤٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْيَ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ اِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِ الَّذِىْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ .

২৪৪৭। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওয়াসসাব (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক প্রবীণ সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মুসলমান লোকদের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে সে এমন মুসলমানের চাইতে উত্তম যে লোকদের সাথে মেলামেশাও করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যও ধরে না (ই)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনে আবূ আদী বলেছেন, শোবা মনে করতেন যে, তিনি ইবনে উমার (রা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

(পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন ও বিদ্বেষ বর্জন)।

٢٤٤٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِىُّ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّهَا الْحَالِقَةُ .

২৪৪৮। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা তা দীনকে মুণ্ডন (ধ্বংস) করে দেয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ, তবে এ সূত্রে গরীব। "সূআযাতিল বাইন" কথার অর্থ ঃ পরস্পর দুশমনী ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ। আর "আল-হালিকাতু" শব্দের অর্থ ঃ দীনকে মুণ্ডনকারী (ধ্বংসকারী)।

٢٤٤٩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ .

২৪৪৯। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে নামায, রোযা ও সদাকার চাইতে উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করব? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন। কারণ পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হল দীন ধ্বংস হওয়া (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

وَيُرْوٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ هِىَ الْحَالِقَةُ لاَ اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ .

"এটা মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, তা মাথা মুড়িয়ে দেয়, বরং তা দীনকে মুড়িয়ে দেয় (ধ্বংস করে)"।

٢٤٥٠. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ مَوْلَى الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ الزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُم الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لاَ اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَفَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ ذٰلِكَ لَكُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ .

২৪৫০। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হল পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এ ব্যাধি মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, চুল মুণ্ডন করে দেয়; বরং এটা দীনকে মুণ্ডন (বিনাশ) করে দেয়। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা পরস্পরকে না ভালোবাসলে ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের বলব না যে, কোন আমল দ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসা সুদৃঢ় হয়? তোমরা পরস্পর সালামের প্রসার ঘটাও (আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে রাবীগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কতকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর-ইয়াঈশ ইবনুল ওয়ালীদ-যুবাইরের মুক্তদাস-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সনদের মধ্যে যুবাইর (রা)-র নাম যোগ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

(দুইটি অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও দেয়া হয়)।

٢٤٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ .

২৪৫১। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত মারাত্মক আর কোন গুনাহ নাই, যার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেও দেন এবং পরকালের জন্যও জমা রাখেন (ই, দা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

(দীনের ব্যাপারে উচ্চ স্তরের এবং পার্থিব ব্যাপারে নিম্নস্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা)।

٢٤٥٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِراً صَابِراً وَّمَنْ لَمْ تَكُوْنَا فِيْـهِ لَمْ يَكْتُبْـهُ اللّٰهُ شَاكِراً وَّلاَ صَابِراً مَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْـتَدٰى بِهِ وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْـهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِراً صَابِراً وَّمَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاَسِفَ عَلٰى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِراً وَّلاَ صَابِراً .

২৪৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, আল্লাহ কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের মধ্যে তার নাম লিখে রাখেন। আর যার মধ্যে এ দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই, আল্লাহ কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের দলে তার নাম লিখেন না। যে ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারে তার চাইতে উঁচু স্তরের লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তার অনুসরণ করে; আর পার্থিব ব্যাপারে তার চাইতে নীচু স্তরের লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং আল্লাহ তাকে সে লোকের উপর যে মর্যাদা ও নিয়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। আল্লাহ তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের দলে লিখে রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারে তার চাইতে নিম্নমানের লোকের দিকে এবং পার্থিব ব্যাপারে তার চাইতে উঁচু স্তরের লোকের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তার কাছে পার্থিব সামগ্রী না থাকার কারণে আফসোস করে, আল্লাহ তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দাদের দলে লিখেন না।

মূসা ইবনে হিশাম-আলী ইবনে ইসহাক-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক-মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ-আমর ইবনে শুআইব (র) তাঁর দাদার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। সুওয়াইদ ইবনে নাসর তার সনদসূত্রে "তার পিতা থেকে" কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٢٤٥٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ .

২৪৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (পার্থিব ব্যাপারে) তোমাদের চাইতে কম সমৃদ্ধশালী লোকের দিকে দৃষ্টি দিও, তোমাদের চেয়ে অধিক সমৃদ্ধশালী লোকের দিকে নয়। ফলে তোমাদেরকে আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতসমূহ তুচ্ছ মনে হবে না (আ, ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

(মহানবীর সামনে সাহাবীগণের এক অবস্থা এবং পরে অন্য অবস্থা)।

٢٤٥٤. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْاُسَيْدِيِّ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَرَّ بِاَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ يَبْكِىْ فَقَالَ مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا اَبَا بَكْرٍ نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَاْىَ عَيْنٍ فَاِذَا رَجَعْنَا اِلَى الْاَزْوَاجِ وَالضَّيْعَةِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَكَذٰلِكَ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَاْىَ عَيْنٍ فَاِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالضَّيْعَةَ وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى الْحَالِ الَّذِىْ تَقُوْمُوْنَ بِهَا مِنْ عِنْدِىْ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ فِىْ مَجَالِسِكُمْ وَفِىْ طُرُقِكُمْ وَعَلٰى فُرُشِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَّسَاعَةٌ وَّسَاعَةٌ وَّسَاعَةٌ .

২৪৫৪। হানযালা আল-উসাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সচিবগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি একদা কাঁদতে

কাঁদতে আবু বাক্র (রা)-র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বাকর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে হানযালা! তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, হে আবু বাক্র! হানযালা তো মোনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অবস্থান করি এবং তিনি আমাদের বেহেশত-দোযখের স্মরণে নসীহত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। কিন্তু বাড়ী ফিরে আসার পর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও বিষয়-সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবু বাক্র (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমাদেরও তো এই অবস্থা। চল আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাই। অতঃপর আমরা সেদিকে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে হানযালা! কি খবর? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হানযালা তো মোনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন আপনার দরবারে থাকি আর আপনি বেহেশত-দোযখের নসীহত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো চাক্ষুস দেখছি। পরে যখন বাড়ী ফিরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার কাছ থেকে যে অবস্থায় তোমরা প্রস্থান কর, সদাসর্বদা যদি সেই অবস্থায় থাকতে তাহলে ফেরেশতারা অবশ্যই তোমাদের মজলিসে, বিছানায় এবং পথে-ঘাটে তোমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করত। হে হান্যালা! সেই অবস্থা সময় সময় হয়ে থাকে (মু)।[২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٢٤٥٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

২৪৫৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্।

٢٤٥٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ

২. অবস্থার এই পরিবর্তনে কোন ব্যক্তি মোনাফিক হয় না। এক সময় মানুষ আল্লাহ্র অধিকার আদায় করে এবং এক সময় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে (সম্পাদক)।

اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْـمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ اِنِّيْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ اِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ .

২৪৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি–তুমি আল্লাহ্‌র (বিধানের) হেফাযত করবে, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহ্‌র সন্তোষের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তুমি আল্লাহ্‌কে নিকটে পাবে। তোমার কোন কিছু চাইতে হলে আল্লাহ্‌র কাছে চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্‌র কাছেই কর। আর জেনে রাখ, সমস্ত উম্মাতও যদি তোমার কোন উপকার করতে একতাবদ্ধ হয় তবে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সমস্ত উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করতে একতাবদ্ধ হয়, তবে ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯
(উট বাঁধ অতঃপর তাওয়াক্কুল কর)।

٢٤٥٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْـمُغِيْرَةُ بْنُ اَبِيْ قُرَّةَ السَّدُوْسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْـقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ قَالَ اَعْـقِلْهَا وَتَوَكَّلْ .

২৪৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি সেটা (উট) বেঁধে রেখে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করব, না তা বাঁধনমুক্ত রেখে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করব? তিনি বলেন ঃ তুমি সেটা বেঁধে রেখে (আল্লাহ্‌র উপর) নির্ভর করবে।

ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, আমার মতে এ হাদীসটি 'মুনকার'।আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমর ইবনে উমাইয়্যা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٤٥٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَّا حَفِظْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلٰى مَا لاَ يَرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَاْنِيْنَةٌ وَاِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

২৪৫৮। আবুল হাওরা আস-সাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনে আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন্ কথাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্মরণ রেখেছেন ? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা স্মরণ রেখেছি ঃ যে ব্যাপারে তোমার সন্দেহ হয়, তা পরিত্যাগ করে যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই তা গ্রহণ কর। কেননা সত্য হল শান্তি ও স্বস্তি এবং মিথ্যা হল দ্বিধা-সন্দেহ। এ হাদীসে আরও বক্তব্য আছে (আ, না, হা)।

এ হাদীসটি সহীহ। আবুল হাওরা আস-সাদীর নাম রবীআ ইবনে শাইবান। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার–মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-বুরাইদ (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٥٩. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِي الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نُبَيْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِبَادَةٍ وَّاجْتِهَادٍ وَذُكِرَ عِنْدَهُ اٰخَرُ بِرِعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْدِلُ بِالرِّعَةِ .

২৪৫৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জনৈক ব্যক্তির ইবাদত-বন্দেগী ও কঠোর সাধনার কথা এবং অপর ব্যক্তির পরহেযগারী ও খোদাভীতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন কিছুই পরহেযগারী ও খোদাভীতির সমতুল্য হতে পারে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর হলেন মিসওয়ার ইবনে মাখরামার সন্তান। তিনি মদীনার অধিবাসী এবং হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী।

٢٤٦٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَاَبُوْ زُرْعَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مِقْلاَصٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِى سُنَّةٍ وَاَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ فِى النَّاسِ لَكَثِيْرٌ قَالَ وَسَيَكُوْنُ فِىْ قُرُوْنٍ بَعْدِىْ .

২৪৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল খাবার খায়, সুন্নাত মোতাবেক আমল করে এবং যার উৎপীড়ন থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে, সে বেহেশতে যাবে। জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকাল তো এ ধরনের অনেক লোক বিদ্যমান। তিনি বলেন ঃ আমার পরবর্তী যুগসমূহেও এমন লোক থাকবে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে ইসরাঈলের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আব্বাস আদ-দূরী-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু বুকাইর–ইসরাঈল-হিলাল ইবনে মিকলাস (র) সূত্রে কাবীসার সূত্রে ইসরাঈল বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, তিনি ইসরাঈলের সূত্রেই কেবল এ হাদীস জানতে পেরেছেন। তবে তিনি আবু বিশরের নাম সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

٢٤٦١. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ

اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَنْكَحَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ ٠

২৪৬১। মুআয আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (দান থেকে) বিরত থাকে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালোবাসে, আল্লাহ্‌র জন্যই ঘৃণা করে এবং আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে (আ, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও মুনকার।

অধ্যায় ঃ ৩৮

اَبْوَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(বেহেশতের বিবরণ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১
বেহেশতের বৃক্ষের বর্ণনা।

٢٤٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ .

২৪৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়াতলে যে কোন আরোহী এক শত বছর ধরে অগ্রসর হতে থাকবে (কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না) (বু, মু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٦٣. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا قَالَ وَذٰلِكَ الظِّلُّ الْمَمْدُوْدُ .

২৪৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়াতলে যে কোন আরোহী এক শত বছর ধরে চলতে থাকবে কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না। আর এটাই হল (কুরআনে বর্ণিত) "সম্প্রসারিত ছায়া" (সূরা ওয়াকিআ ঃ ৩০) (বু, মু)।[১]

---

১. বুখারী ও মুসলিমে উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ
اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ الْمُضَمَّرُ السَّرِيْعُ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا .

٢٤٦٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازُ عَنْ اَبِيْــهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ الاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ ·

২৪৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতের প্রতিটি গাছের কাণ্ডই সোনার তৈরী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

বেহেশত ও তার উপকরণাদির বিবরণ।

٢٤٦٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَمْــزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ زِيَادٍ الطَّائِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا اذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوْبُنَا وَزَهَدْنَا فِى الدُّنْيَا وكُنَّا مِنْ اَهْلِ الْاٰخِرَةِ فَاذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَاٰنَسْنَا اَهَالِيْنَا وَشَمَمْنَا اَوْلاَدَنَا اَنْكَرْنَا اَنْفُسَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ اذَا خَرَجْتُمْ مِّنْ عِنْدِىْ كُنْتُمْ عَلٰى حَالِكُمْ ذٰلِكَ لَزَارَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَجَاءَ اللّٰهُ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ كَىْ يُذْنِبُوْا فَيَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْنَا الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّلَبِنَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الْاَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلاَ يَبْاَسُ وَيُخَلَّدُ وَلاَ يَمُوْتُ لاَ تَبْلٰى ثِيَابُهُمْ وَلاَ يَفْنٰى شَبَابُهُمْ ثُمَّ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْــوَتُهُمُ الْاِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَدَعْــوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِىْ لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ ·

"জান্নাতে অবশ্যই একটি প্রকাণ্ড গাছ আছে, যার ছায়া কোন আরোহী হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী অতি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে এক শত বছর ধরে ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না" (সম্পাদক)।

২৪৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কি হল যে, আমরা যখন আপনার কাছে থাকি তখন আমাদের অন্তর অত্যন্ত কোমল হয়ে যায়, আমরা দুনিয়া বিরাগী হয়ে যাই এবং আমাদেরকে পরকালবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে থাকি। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরিবার-পরিজনে ফিরে গিয়ে সাংসারিক কাজে মগ্ন হয়ে যাই এবং সন্তানাদির সুবাস পেতে থাকি তখন আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে যে অবস্থায় বেরিয়ে যাও, সর্বদা সেই অবস্থায় থাকলে ফেরেশতারা তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করত (আ)। আর তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ্ নতুন মাখলূক সৃষ্টি করতেন। তারা গুনাহ করত আর তিনি তাদের ক্ষমা করতেন (মু)।[২] আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মাখলূককে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে ? তিনি বলেন ঃ পানি দিয়ে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, বেহেশ্ত্ কি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে ? তিনি বলেনঃ সোনা-রূপার ইট দিয়ে। একটি রূপার ইট, অতঃপর একটি সোনার ইট, এভাবে গাঁথা হয়েছে। এর গাঁথুনির উপকরণ (চুন-সুরকি-সিমেন্ট) সুগন্ধ মৃগনাভি এবং কংকরসমূহ মণি-মুক্তার ও মাটি হল কুমকুম। যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে সে অতীব সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কোন দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। সে অনন্তকাল তাতে থাকবে এবং আর মৃত্যুবরণ করবে না। না তার পরিধেয় পুরাতন হবে আর না তার যৌবনকাল শেষ হবে (অনন্তযৌবনা হবে) (আ, দার)। তিনি পুনরায় বলেন ঃ তিনজন লোকের দোআ প্রত্যাখ্যান করা হয় নাঃ ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া, রোযাদারের ইফতারের সময়কার দোয়া এবং মজলুমের দোআ। আল্লাহ্ একে (মজলুমের দোয়া) মেঘমালার উপর তুলে নেন, তার জন্য আসমানের দরজা খুলে যায় এবং মহান রব বলেন ঃ আমার ইজ্জত ও সম্মানের শপথ! কিছু বিলম্বে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। আর আমার মতে এর সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। অন্য সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

২. এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত হাদীসসমূহ সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, মানুষ একেবারে নিষ্পাপ থাকতে পারে না। সে কখনও গুনাহ করবে না এটা তার আসল গুণ নয়। তার আসল গুণ হচ্ছে, সে যখনই অজ্ঞতাবশত গুনাহ করে বসবে তখনই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট তওবা করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এক হাদীসে এসেছে যে, বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ যত খুশী হন, অন্য কিছুতে তিনি তত খুশী হন না। উপরোক্ত হাদীসটি মূলত চারটি হাদীসের সমন্বয় (সম্পাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
বেহেশতের প্রাসাদসমূহের বিবরণ।

٢٤٦٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرٰى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ الَيْهِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هِىَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلاَمَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ .

২৪৬৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতের প্রাসাদগুলো এমন হবে যে, এর ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যাবে। এক বেদুঈন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র নবী! এসব কক্ষ কাদের জন্য ? তিনি বলেন ঃ যারা উত্তম ও সুমধুর কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে, প্রায়ই রোযা রাখে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন জাগ্রত থেকে আল্লাহ্র জন্য নামায পড়ে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কতিপয় হাদীস বিশারদ আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। ইনি কূফার বাসিন্দা। অপর দিকে আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক আল-কুরাশী মদীনার অধিবাসী। ইনি প্রথমোক্ত জনের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য।

٢٤٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّىُّ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ فِى الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا مِنْ فِضَّةٍ وَجَنَّتَيْنِ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا مِنْ ذَهَبٍ وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوا الَى رَبِّهِمْ الاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ .

২৪৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতে রূপার দু'টি বাগান আছে, যার সমস্ত পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সামগ্রী রূপার তৈরী এবং আরো দু'টি স্বর্ণের বাগান আছে, যার পাত্রসমূহ ও তাতে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণের তৈরী। আর আদন নামক জান্নাতে মানুষ ও তাদের পরওয়ারদিগারের দীদারের মাঝে রিদায়ে কিবরিয়াঈ (মহাপরাক্রমশালীর গৌরবের চাদর) ব্যতীত আর কিছুই আড়াল থাকবে না। একই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ বেহেশতে মণি-মুক্তার তৈরী একটি তাঁবুর প্রস্থ ষাট মাইল। এর প্রতিটি কোণে এক একজন হূর থাকবে। অন্যরা তাকে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ তাদের (নিজ নিজ হূরের) কাছে আসা যাওয়া করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবু ইমরান আল-জাওনীর নাম আবদুল মালেক ইবনে হাবীব। আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, আবু বাক্‌র ইবনে আবু মূসার নাম অজ্ঞাত। আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-র নাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

বেহেশতের স্তরসমূহের বিবরণ।

٢٤٦٨. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ .

২৪৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতে এক শত স্তর (ধাপ) রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝখানে এক শত বছরের দূরত্ব বিদ্যমান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٤٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ وَحَجَّ الْبَيْتَ لاَ اَدْرِيْ اَذَكَرَ الزَّكَاةَ اَمْ لاَ اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ اِنْ

هَاجَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مَكَثَ بِاَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ بِهَا قَالَ مُعَاذٌ اَلاَ اُخْبِرُ بِهٰذَا النَّاسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُوْنَ فَاِنَّ فِىْ الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَّا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَى الْجَنَّةِ وَاَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذٰلِكَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ ۔

২৪৬৯। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখেছে, নামায পড়েছে এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ আদায় করেছে, রাবী বলেন, মুআয (রা) যাকাতের কথা বলেছেন কি না আমার স্মরণ নেই, তার গুনাহ্ মাফ করা আল্লাহ্‌র কর্তব্য হয়ে যায়, চাই সে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করুক কিংবা আপন জন্মস্থানেই অবস্থান করুক। মুআয (রা) বলেন, আমি কি এ সংবাদ লোকদের কাছে পৌঁছাব না ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের আমল করতে ছেড়ে দাও। কেননা বেহেশতে এক শত স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝখানে আসমান-যমীনের সমান দূরত্ব বিদ্যমান। আর ফিরদাওস হল সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট বেহেশত। এর উপরেই রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ এবং এখান থেকেই বেহেশতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে তখন ফিরদাওসের প্রার্থনা করবে।

٢٤٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلاَهَا دَرَجَةً وَّمِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ ۔

২৪৭০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতে এক শতটি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-যমীনের সমান দূরত্ব বিদ্যমান। ফিরদাওস হচ্ছে সবচাইতে উঁচু

স্তরের জান্নাত, এ থেকেই বেহেশতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং এর উপরেই (আল্লাহ্‌র) আরশ স্থাপিত। তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করবে তখন ফিরদাওসের আবেদন করবে।

ইবনে মামী-ইয়াযীদ ইবনে হারূন-হাম্মাম-যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকেও উপরের হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ لَوْ اَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوْا فِىْ اِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ .

২৪৭১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতে এক শত স্তর (তলা) রয়েছে। সমস্ত জগতবাসীও যদি একই স্তরে এসে জমা হয়, তবুও তাতেই তাদের সংকুলান হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

বেহেশতী মহিলাদের বিবরণ।

٢٤٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَرْاَةَ مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُرٰى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِيْنَ حُلَّةً حَتّٰى يُرٰى مُخُّهَا وَذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ فَاَمَّا الْيَاقُوْتُ فَاِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ اَدْخَلْتَ فِيْهِ سِلْكًا ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَاُرِيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ .

২৪৭২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সত্তর জোড়া (পরত) কাপড়ের ভেতর থেকেও বেহেশতী মহিলাদের পায়ের গোছার উজ্জ্বলতা দেখা যাবে, এমনকি এর অস্থিও দেখা যাবে। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "তারা (হূরগণ) যেন মহামূল্যবান পদ্মরাগমণি ও মুক্তা" (সূরা আর-রহমান ঃ ৫৮)। আর পদ্মরাগমণি তো এমন একটি পাথর যে, এর মধ্যে তুমি একটি সুতা ঢুকিয়ে অতঃপর তা পরিষ্কার করে দেখতে চাও, তাহলে এর বাইরে থেকেও তা দেখতে পাবে।

হান্নাদ-আবদ ইবনে হুমাইদ-আতা ইবনুস সাইব-আমর ইবনে মাইমূন-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে উপরের হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। হান্নাদ-আবুল আহ্ওয়াস-আতা ইবনুস সাইব-আমর ইবনে মাইমূন-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে, তবে মরফূ হিসাবে নয়। আর এ হাদীসটি উবাইদা ইবনে হুমাইদ বর্ণিত হাদীসের চাইতে অধিকতর সহীহ। জারীর প্রমুখ রাবীগণ আতা ইবনুস সাইব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তারা এটিকে মরফূরূপে রিওয়ায়াত করেননি।

٢٤٧٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءِ وُجُوْهِهِمْ عَلٰى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلٰى مِثْلِ اَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلٰى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَّرَائِهَا .

২৪৭৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যে দলটি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল; আর দ্বিতীয় দলের চেহারা হবে আসমানে মুক্তার ন্যায় ঝলঝলে নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তাদের প্রত্যেক পুরুষের জন্য দু'জন করে স্ত্রী (হূর) হবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর সত্তর জোড়া পোশাক থাকবে। এই পোশাকের ভিতর দিয়েও তার পায়ের জংঘার অস্থিমজ্জা দৃষ্টিগোচর হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٤٧٤. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالثَّانِيَةُ عَلٰى لَوْنِ اَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلٰى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يَبْدُوْ مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَّرَائِهَا .

২৪৭৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সর্বপ্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে সেই দলের সদস্যগণ হবেন

পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। আর দ্বিতীয় দলের সদস্যগণ হবেন আসমানে মুক্তার মত ঝলঝলকারী নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের প্রত্যেকের দু'জন স্ত্রী থাকবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর গায়ে সত্তর জোড়া বস্ত্র থাকবে। এ সব বস্ত্রের ভেতর থেকেও তার পায়ের জংঘার মগজ দৃষ্টিগোচর হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

বেহেশতীদের সংগমশক্তি।

٢٤٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِى الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَيُطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ يُعْطٰى قُوَّةَ مِائَةٍ .

২৪৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিকে বেহেশতে এই এই পরিমাণ সংগমশক্তি দেয়া হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কতজন পুরুষের সমান ক্ষমতা হবে? তিনি বলেন ঃ এক শতজনের সমান সংগমশক্তি দেয়া হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমরান আল-কাত্তান (র) ব্যতীত কাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

জান্নাতবাসীগণের বৈশিষ্ট্য।

٢٤٧٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ يَبْصُقُوْنَ فِيْهَا وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ وَاَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْاَلُوَّةِ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا .

২৪৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে সে দলের লোকদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা থুথু ফেলবে না, নাকের শ্লেষ্মাও বেরুবে না, পেশাব-পায়খানাও করবে না। তাদের ব্যবহার্য পাত্রসমূহ হবে সোনার তৈরী আর চিরুনী হবে সোনা-রূপার মিশ্রিত। চন্দনকাঠ ও আগরবাতি জ্বালানো থাকবে। তাদের দেহের ঘাম মিশকের ন্যায় সুগন্ধ হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে স্ত্রী (হূর) থাকবে। সৌন্দর্যের কারণে গোশতের ভেতর দিয়ে তাদের পায়ের জংঘার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। তাদের মধ্যে না থাকবে ঝগড়া-বিবাদ, আর না থাকবে হিংসা-বিদ্বেষ। তাদের সকলের অন্তর যেন একটি অন্তরে পরিণত হবে। সকাল-বিকাল তারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٤٧٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِىْ الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَوْ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا اَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُوْمِ .

২৪৭৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতের কোন জিনিসের এক চিমটি পরিমাণও যদি (দুনিয়াতে) প্রকাশ পেত তাহলে আসমান-জমীন সর্বত্র আলোকময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে যেত। কোন বেহেশতী যদি দুনিয়াতে উঁকি দিত এবং তার হস্তালংকার প্রকাশিত হয়ে পড়ত তাহলে তা সূর্যের আলো নিষ্প্রভ করে দিত যেভাবে সূর্যের আলো নক্ষত্রসমূহের আলোকে নিষ্প্রভ করে দেয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে লাহীআর রিওয়ায়াত হিসাবেই এটি জানতে পেরেছি। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব এই হাদীস ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং (আমের-এর স্থলে) উমার ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্র উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
বেহেশতীদের পোশাকের বর্ণনা।

٢٤٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لاَ يَفْنٰى شَبَابُهُمْ وَلاَ تَبْلٰى ثِيَابُهُمْ .

২৪৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতীদের শরীরে কোন লোম থাকবে না, দাঁড়ি-গোঁফ থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। কখনও তাদের যৌবন ফুরাবে না, পোশাকও পুরানো হবে না (দার)।

এ হাদীসটি গরীব।

٢٤٧٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِى السَّمْحِ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ قَالَ ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيْرَةَ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ .

২৪৭৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্‌র বাণী "সুউচ্চ বিছানা থাকবে" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৩৪) সম্পর্কে বলেন, এর উচ্চতা হবে আসমান-যমীনের উচ্চতার সমান আর তা হবে পাঁচ শত বছরের দূরত্বের সমান (আ, না)।

এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কতক আলেম বলেন, সেই বিছানাসমূহের এক স্তর থেকে আরেক স্তরের উচ্চতা হবে আসমান-যমীনের মাঝখানের দূরত্বের সমান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
বেহেশতের ফলের বর্ণনা।

٢٤٨٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى قَالَ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ اَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ شَكَّ يَحْىٰ فِيْهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ كَاَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلاَلُ ·

২৪৮০। আসমা বিন্‌তে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সিদরাতুল মুনতাহা (প্রান্তসীমার কুলগাছ) সম্পর্কে আলোচনা করা হলে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ সেই গাছের একটি শাখার ছায়াতলে কোন যাত্রী এক শত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে (তবুও তা অতিক্রম করতে পারবে না) অথবা বলেছেন ঃ এক শত সওয়ারী এর ছায়াতলে অবস্থান করবে (ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ সংশয়ে পতিত হয়েছেন যে, তার উর্ধ্বতন রাবী কোন্ কথাটি বলেছেন)। সেই গাছে অসংখ্য সোনার পতঙ্গ আছে এবং এর ফলগুলো মটকার মত বড় বড়।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
বেহেশতের পাখীর বর্ণনা।

٢٤٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكَوْثَرُ قَالَ ذَاكَ نَهْرٌ اَعْطَانِيْـهِ اللّٰهُ يَعْنِىْ فِى الْجَنَّةِ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ فِيْهَا طَيْرٌ اَعْنَاقُهَا كَاَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ اِنَّ هٰذِهِ لَنَاعِمَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَتُهَا اَحْسَنُ مِنْهَا ·

২৪৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাওযে কাওসার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তা একটি ঝর্ণা যা আল্লাহ আমাকে বেহেশতে দান করেছেন। এর পানি দুধের চাইতে সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্ট। এতে রয়েছে অনেক পাখী যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের ন্যায় উঁচু। উমার (রা) বলেন, তাহলে এগুলো তো মোটাতাজা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এদের যারা খাবে, তারা আরো কোমলদেহী ও সুখী হবে (আ)।

এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম হলেন ইবনে শিহাব যুহ্‌রীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

বেহেশতের ঘোড়ার বর্ণনা।

٢٤٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِى الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ قَالَ اِنِ اللّٰهُ اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلاَ تَشَاءُ اَنْ تُحْمَلَ فِيْهَا عَلٰى فَرَسٍ مِّنْ يَّاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيْرُ بِكَ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِى الْجَنَّةِ مِنْ اِبِلٍ قَالَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ اِنْ يُّدْخِلْكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيْهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ .

২৪৮২। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বেহেশতে কি ঘোড়া আছে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান এবং তুমি তাতে লাল পদ্মরাগ মনির ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে চাও আর তুমি বেহেশতের যেদিকে যেতে ইচ্ছা কর, সেদিকেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তিনি (রাবী) বলেন, আরেক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বেহেশতে কি উটও আছে? তিনি তার সাথীকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তাকেও অনুরূপ উত্তর না দিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান, তাহলে তোমার মন যা চাবে এবং চোখে যা ভালো লাগবে সবই পাবে।

সুওয়াইদ-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক-সুফিয়ান-আলকামা ইবনে মারসাদ-আবদুর রহমান ইবনে সাবেতের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত মর্মে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি মাসউদী বর্ণিত হাদীসের চাইতে অধিকতর সহীহ।

٢٤٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ الْاَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ وَاصِلٍ هُوَ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ سَوْرَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ الْخَيْلَ اَفِى الْجَنَّةِ

خَيْلٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ اُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ اُتِيْتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ ‏.‏

২৪৮৩। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো ঘোড়া পছন্দ করি। বেহেশতে কি ঘোড়া আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাকে যদি বেহেশতে প্রবেশ করানো হয় তাহলে মণিমুক্তার একটি ঘোড়া তোমার কাছে হাযির হবে। এর দু'টি ডানা থাকবে এবং তোমাকে এর পিঠে সওয়ার করানো হবে। অতঃপর তুমি যে দিকেই যেতে চাও, সেটি তোমাকে নিয়ে সেদিকে উড়ে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এটিকে আবু আইউব (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে জানতে পেরেছি। আবু সাওর হলেন আবু আইউব (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন তাকে অত্যন্ত দুর্বল রাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, এই আবু সাওর মুনকার রাবী এবং আবু আইউব (রা) থেকে বহু মুনকার রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যার সমর্থনযোগ্য কোন রিওয়ায়াত বিদ্যমান নেই।

٢٤٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ اَبُوْ الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ اَبْنَاءَ ثَلاَثِيْنَ اَوْ ثَلاَثٍ وَّثَلاَثِيْنَ سَنَةً ‏.‏

২৪৮৪। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতীরা যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের শরীরে লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফও থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। তারা হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক (আ)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কাতাদার কোন কোন শাগরিদ তার সূত্রে উক্ত হাদীস মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন, মুসনাদরূপে বর্ণনা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

বেহেশতীদের বয়সের বর্ণনা।

٢٤٨٥. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الطَّحَّانُ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ ·

২৪৮৫। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতীদের এক শত বিশটি সারি হবে, তম্মধ্যে এই উম্মাতের হবে আশিটি সারি এবং অন্যান্য সকল উম্মাতের হবে চল্লিশটি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি আলকামা ইবনে মারসাদ-সুলাইমান ইবনে বুরাইদা–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে। রাবীগণের মধ্যে কেউ বলেছেন, সুলাইমান ইবনে বুরাইদা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবু সিনান-মুহারিব ইবনে দিসার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান। আবু সিনানের নাম দিরার ইবনে মুররা এবং আবু সিনান আশ-শাইবানীর নাম সাঈদ ইবনে সিনান, তিনি বসরাবাসী। আবু সিনান আশ-শামীর নাম ঈসা ইবনে সিনান আল-কাসমালী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

বেহেশতীদের কাতারসমূহের বর্ণনা।

٢٤٨٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قُبَّةٍ نَحْوًا مِّنْ اَرْبَعِيْنَ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا اِلاَّ نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ مَا اَنْتُمْ فِى الشِّرْكِ اِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَرِ ·

২৪৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশজন লোক একটি তাঁবুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেন ঃ তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট যে, তোমরা বেহেশতীদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হবে ? উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি আবার বলেন ঃ তোমরা এক-তৃতীয়াংশ

সংখ্যক হলে কি সন্তুষ্ট আছ? তাঁরা বলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় বলেন ঃ তোমরা অর্ধেক সংখ্যক হলে সন্তুষ্ট আছ কি ? মুসলিম ব্যক্তি ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা তো মুশরিকদের তুলনায় কালো ষাঁড়ের চামড়ায় সাদা লোম সদৃশ অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ায় কালো লোমসদৃশ (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٨٧. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ ابْنُ عِيْسَى الْقَزَّازُ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ اُمَّتِى الَّذِىْ يَدْخُلُوْنَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ الرَّاكِبِ الْجَوَادِ ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّهُمْ لَيُضْغَطُوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُوْلُ .

২৪৮৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতগণ যে দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে, তার প্রস্থ হবে অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ। তা সত্ত্বেও এতো ভীড় হবে যে, তাদের কাঁধ ঢলে পড়ার উপক্রম হবে।

এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
বেহেশতের দরজাসমূহের বর্ণনা।

٢٤٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ لَقِىَ اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَسْاَلُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْمَعَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ فِىْ سُوْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيْدٌ اَفِيْهَا سُوْقٌ قَالَ نَعَمْ اَخْبَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُوْا فِيْهَا بِفَضْلِ اَعْمَالِهِمْ ثُمَّ يُؤْذَنُ فِىْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا

فَيَزُوْرُوْنَ رَبَّهُمْ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدّٰى لَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُّوْرٍ وَّمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَّمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ اَدْنَاهُم وَمَا فِيْهِمْ مِّنْ دَنِيٍّ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ وَمَا يَرَوْنَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِاَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ نَرٰى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَمَارَوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لاَ قَالَ كَذٰلِكَ لاَ تَمَارَوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلاَ يَبْقٰى فِيْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ اِلاَّ حَاضَرَهُ اللّٰهُ مُحَاضَرَةً حَتّٰى يَقُوْلَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ اَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَيُذَكِّرُ بِبَعْضِ غَدَرَاتِهِ فِى الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَفَلَمْ تَغْفِرْ لِيْ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِيْ بَلَغْتَ بِكَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهِ فَبَيْنَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِّنْ فَوْقِهِمْ فَاَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُوْلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قُوْمُوْا اِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لَكُمْ مِّنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَاْتِيْ سُوْقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ فِيْهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُوْنُ اِلٰى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْاٰذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوْبِ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهَا وَلاَ يُشْتَرٰى وَفِيْ ذٰلِكَ السُّوْقِ يَلْقٰى اَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَمَا فِيْهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرٰى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِيْ اٰخِرُ حَدِيْثِهِ حَتّٰى يَتَخَيَّلَ اِلَيْهِ مَا هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ وَذٰلِكَ اَنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّحْزَنَ فِيْهَا ثُمَّ نَنْصَرِفُ اِلٰى مَنَازِلِنَا فَتَتَلَقَّانَا اَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَّاَهْلاً لَقَدْ جِئْتَ وَاِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ اَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَيَحِقُّ لَنَا اَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا ٠

২৪৮৮। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি

যেন আমাকে ও তোমাকে বেহেশতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ (র) জিজ্ঞেস করেন, বেহেশতে কি বাজারও আছে? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অবহিত করেছেন যে, বেহেশতীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ আমলের পরিমাণ ও মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে স্থান (মর্যাদা) পাবে। অতঃপর দুনিয়ার সময় অনুসারে জুমুআর দিন তাদেরকে (তাদের রবের দর্শনের) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের রবের সাক্ষাতে আসবে। তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। বেহেশতের কোন এক বাগানে তাদের সামনে তার প্রভুর (তাজাল্লীর) প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর, মণিমুক্তা, পদ্মরাগ মণি, যমরূদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিম্বারসমূহ রাখা হবে। তাদের মধ্যকার সবচাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতীও মেশ্‌ক ও কর্পূরের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন-নীচ হবে না। মিম্বারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাববে না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বলেন ঃ হাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে তোমাদের কি কোন সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন ঃ ঠিক সেরূপে তোমাদের রবের দর্শনলাভেও কোন সন্দেহ থাকবে না। আর সেই মজলিসের প্রত্যেক লোক আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলবে। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেন ঃ হে অমুকের পুত্র অমুক! অমুক দিন তুমি এরূপ কথা বলেছিলে, স্মরণ আছে কি? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কতক নাফরমানী ও বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। লোকটি তখন বলবে, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি? তিনি বলবেন ঃ হাঁ, আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি এ স্থানে পৌঁছেছ। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা থেকে তাদের উপর সুগন্ধ (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেরূপ সুগন্ধ তারা ইতিপূর্বে কখনো কিছুতে পায়নি। আমাদের রব বলবেন ঃ উঠো! আমি তোমাদের সম্মানে যে মেহমানদারি প্রস্তুত করেছি সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় তা গ্রহণ কর। তখন আমরা একটি বাজারে এসে উপস্থিত হব, যা ফেরেশতারা বেষ্টন করে রাখবেন। সেখানে এরূপ পণ্যসামগ্রী থাকবে, যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কখনো অন্তরের কল্পনা জগতে ভেসেছে। আমরা সেখানে যা চাইব, তাই তুলে দেয়া হবে। তবে বেচা-কেনা হবে না। আর সে বাজারেই বেহেশতীরা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতী সামনে এগিয়ে তাঁর চাইতে অল্প মর্যাদাবান বেহেশতীর সাথে সাক্ষাত করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু বলতে কিছু থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে পেরেশান হয়ে যাবেন। এ কথা শেষ হতে না হতেই তিনি মনে

করতে থাকবেন যে, তার গায়ে আগের চাইতে উত্তম পোশাক দেখা যাচ্ছে। আর এ রূপ এজন্যই হবে যে, সেখানে কারো দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা স্পর্শ করবে না। অতঃপর আমরা নিজেদের স্থানে ফিরে আসব এবং নিজ নিজ স্ত্রীদের সাক্ষাত পাব। তারা তখন বলবে, মারহাবা, স্বাগতম! কি ব্যাপার! যে রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তার চাইতে উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছ। আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের পরোয়ারদিগার আল্লাহ্‌র সাথে মজলিসে বসেছিলাম। কাজেই এ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক (হ)।

এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

বেহেশতের বাজার।

٢٤٨٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقًا مَا فِيْهَا شِرَاءٌ وَّلاَ بَيْعٌ اِلاَّ الصُّوَرَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَاِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيْهَا ·

২৪৮৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতে যে বাজার আছে, তাতে নারী-পুরুষের প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছুর ক্রয়-বিক্রয় হবে না। যখন কেউ কোন প্রতিকৃতির আকাঙক্ষা করবে, সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়ে যাবে।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

আল্লাহ তাআলার দীদার (দর্শন) লাভ।

٢٤٩٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىِّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَّ تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَاَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ·

২৪৯০। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,এক পূর্ণিমার রাতে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসা ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ অচিরেই তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর সামনে পেশ করা হবে। তখন তোমরা নির্বিঘ্নে তাঁর দর্শন লাভ করবে, যেরূপ এ চাঁদ দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখার মধ্যে কোন সন্দেহ থাকবে না। দুনিয়ার কাজে পরাজিত না হয়ে তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর" (সূরা কাফ ঃ ৩৯) (আ, বু, মু, দা, না)। এ হাদীসটি সহীহ।

٢٤٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادٰى مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا قَالُوْا اَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَيَنْكَشِفُ الْحِجَابُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا اَعْطَاهُمْ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ عَنِ النَّظْرِ اِلَيْهِ ·

২৪৯১। সুহাইব (রা) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী "যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক" (সূরা ইউনুস ঃ ২৬) সম্পর্কে বর্ণিত। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর একজন আহ্‌বানকারী ডেকে বলবেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আরও ওয়াদা রয়েছে। তারা (বেহেশতীরা) বলবে, তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে এবং দোযখ থেকে নাজাত দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাননি ? ফেরেশতারা বলবেন, হাঁ। অতঃপর পর্দা খুলে যাবে এবং আল্লাহ্‌র দীদার সংঘটিত হবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর দীদারের চাইতে বেশী প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুই তিনি মানুষকে দান করেননি (ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) মুসনাদ ও মরফূ উভয়রূপে বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান ইবনুল মুগীরা এ হাদীসটি সাবিত আল-বুনানী-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা সূত্রে তার বক্তব্যরূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٤٩٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِىْ شَبَابَةُ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى جِنَانِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَنَعِيْمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ وَاَكْرَمَهُمْ عَلَى اللّٰهِ مَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ .

২৪৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতীর বাগান, স্ত্রী, আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী, খাদেম এবং খাট-পালং ও আসনসমূহ কেউ দেখতে চাইলে তা তার জন্য হাজার বছরের পথ। তাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সবচাইতে মর্যাদাবান ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর চেহারা দর্শন করবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "কতক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে" (সূরা কিয়ামা ঃ ২২-৩) (আ, বা, হা)।

অন্যভাবে এ হাদীসটি ইসরাঈল-সুওয়াইর-ইবনে উমার (রা) সূত্রে মরফূ হিসেবে এবং আবদুল মালেক ইবনে আবজার-সুওয়াইর-ইবনে উমার (রা) সূত্রে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। উবাইদুল্লাহ আল-আশজাঈ (র) সুফিয়ান-সুওয়াইর-মুজাহিদ-ইবনে উমার (রা) সূত্রে তার বক্তব্য হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন এবং মরফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٢٤٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوْحٍ الْحِمَّانِىُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَتُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ .

২৪৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন ঃ পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে ? সূর্য দেখার মধ্যে কি কোন সন্দেহ থাকে ? তারা বলেন, না। তিনি বলেন ঃ তোমরা যেরূপ পূর্ণিমার চাঁদ দেখে থাক, ঠিক সেরূপ তোমাদের রবকেও দেখতে পাবে। আর তাতে কোন সন্দেহ থাকবে না।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা আর-রামলী (র) প্রমুখ আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস (র) আমাশ-আবু সালেহ-আবু সাঈদ (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস-আমাশ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। আবু সালেহ- আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। সুহাইল ইবনে আবু সালেহ (র) তৎপিতা–আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবু সাঈদ (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। এই সূত্রটিও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

(আল্লাহ তাআলা বেহেশতীগণকে ডেকে বলবেন)।

٢٤٩٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا لَنَا لاَ نَرْضٰى وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَنَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوْا اَىُّ شَيْئٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اُحِلُّ عَلَيْكُم رِضْوَانِيْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ اَبَدًا .

২৪৯৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বেহেশতীদের ডেকে বলবেন, হে বেহেশতীগণ! তাঁরা বলবে, "লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সা'দাইক" (হে প্রভু! আমরা হাযির)। তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ ? তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না ? আপনি তো আমাদের সেইসব জিনিস দিয়েছেন যা আপনার অন্য কোন মাখলুককেই দেননি। তিনি বলবেন, এর চাইতেও উত্তম জিনিস আমি তোমাদের দান করব। তারা বলবে, এর চাইতেও উত্তম জিনিস আর কি আছে ? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার চির সন্তুষ্টি অবতরণ করছি, এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

বেহেশতীরা স্ব-স্ব বালাখানা থেকে পরস্পরকে দেখবে।

٢٤٩٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِى الْغُرْفَةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الشَّرْقِيَّ اَوِ الْكَوْكَبَ الْغَرْبِيَّ الْغَارِبَ فِى الْاُفُقِ وَالطَّالِعَ فِىْ تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ النَّبِيُّوْنَ قَالَ بَلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ وَاَقْوَامٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ .

২৪৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতীরা নিজেদের বালাখানা থেকে মর্যাদা অনুযায়ী পরস্পরকে দেখতে পাবে, যেরূপে তোমরা পূর্বাকাশে উদয়াচলে ও পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে তারকাসমূহ দেখতে পাও। তারা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীগণই তো উচ্চ মর্যাদায় আসীন থাকবেন! তিনি বলেন ঃ হাঁ, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! উচ্চ মর্যাদার আসনে সেইসব লোকও থাকবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের সত্য বলে স্বীকার করেছে (আ)।

এ হাদসীটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী আবাস।

٢٤٩٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اَلَا يَتَّبِعُ كُلُّ اِنْسَانٍ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُ فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيْبِ صَلِيْبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيْرِ تَصَاوِيْرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُوْنَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اَلَا تَتَّبِعُوْنَ النَّاسَ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ اَللّٰهُ

رَبُّنَا هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى نَرٰى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُم وَيُثَبِّتُهُمْ ثُمَّ يَتَوَارٰى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُوْلُ اَلاَ تَتَّبِعُوْنَ النَّاسَ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَهٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى نَرٰى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ قَالُوْا وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ يَتَوَارٰى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُوْنِىْ فَيَقُوْمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَيُوْضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّوْنَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ وَيَبْقٰى اَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيْهَا فَوْجٌ ثُمَّ يُقَالُ هَلِ امْتَلَأْتِ فَيَقُوْلُ (هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ) ثُمَّ يُطْرَحُ فِيْهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ هَلِ امْتَلَأْتِ فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتّٰى اِذَا اُوْعِبُوْا فِيْهَا وَضَعَ الرَّحْمٰنُ قَدَمَهُ فِيْهَا وَاُزْوِىَ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ قَطْ قَالَتْ قَطْ قَطْ فَاِذَا اَدْخَلَ اللّٰهُ اَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلَ النَّارِ النَّارَ اُتِىَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوْقَفُ عَلَى السُّوْرِ الَّذِىْ بَيْنَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرْجُوْنَ الشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِىْ وُكِّلَ بِنَا فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّوْرِ الَّذِىْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ .

২৪৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একটি প্রান্তরে জমায়েত করবেন, অতঃপর রব্বুল আলামীন তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন ঃ দুনিয়াতে যে যার অনুসরণ করত, এখন কেন সে তার পদাংক অনুসরণ করবে না? অতএব ক্রুশ পূজারীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তি পূজারীদের জন্য মূর্তি, অগ্নি উপাসকদের জন্য আগুন উপস্থাপিত করা হবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পূজনীয়

মাবুদদের সাথে চলবে। আর মুসলমানগণ তাদের স্থানেই থেকে যাবে। তাদের সামনে রব্বুল আলামীন প্রকাশিত হয়ে বলবেন ঃ তোমরা ঐসব লোকের অনুসরণ করছ না কেন ? তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, নাউযুবিল্লাহ মিনকা (আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই)। আল্লাহ্‌ই আমাদের প্রভু। আর এটা আমাদের জায়গা। আমরা আমাদের রবের সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। তিনি তাদের আদেশ দিবেন এবং তাদের স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অন্তারালে চলে যাবেন। পুনরায় তিনি তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন, তোমরা ঐসব লোকের অনুসরণ করছ না কেন? তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং এটা আমাদের অবস্থানস্থল। আমরা আমাদের প্রভুর সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। তিনি তাদের আদেশ দিবেন এবং স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব ? তিনি বলেন ঃ পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে অন্যদের কি তোমাদের কষ্ট দিতে হয় ? তারা বলেন, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ তদ্রূপ সে সময় তোমরা তাঁকে দেখতে তোমাদের কাউকে কষ্ট দিতে হবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অন্তরালে চলে যাবেন। পুনরায় তিনি তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে স্বীয় পরিচিতি পেশ করে বলবেন ঃ আমিই তোমাদের রব। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মুসলমানগণ উঠে দাঁড়াবে। চলার পথে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তারা দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের ন্যায় তা অনায়াসে পার হবে এবং এর উপরে তাদের ধ্বনি হবে ঃ 'সাল্লিম সাল্লিম' (হে আল্লাহ আমাদের শান্তিতে রাখ)। দোযখীরা পার হতে না পেরে এখানেই থেকে যাবে। তাদের একটি দলকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং দোযখকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি ? সে বলবে, আরো আছে কি ? পুনরায় আরেকটি দলকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি ? সে বলবে, আরো আছে কি ? এভাবে যখন সমস্ত দোযখীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন দয়াময় আল্লাহ তাঁর কুদরতি পা এর উপর রাখবেন এবং এর আর এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে। তিনি বলবেন, যথেষ্ট হয়েছে তো। সে বলবে, হাঁ যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট।

অতঃপর আল্লাহ যখন বেহেশতীদের বেহেশতে এবং দোযখীদের দোযখে প্রবেশ করাবেন, তখন 'মৃত্যু'-কে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং বেহেশতী ও দোযখীদের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। অতঃপর ডেকে বলা হবে, হে বেহেশতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর বলা হবে, হে দোযখীগণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে আত্মপ্রকাশ করবে শাফাআত লাভের

আশায়। অতঃপর বেহেশতী ও দোযখীদের জিজ্ঞেস করা হবে, একে তোমরা কি চিন ? বেহেশতী ও দোযখীরা বলবে, হাঁ আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা 'মৃত্যু' যা আমাদের উপর নির্ধারণ করা হয়েছিল। অতঃপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং বেহেশত ও দোযখের মধ্যকার প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। অতঃপর বলা হবে, হে বেহেশতীগণ! তোমরা চিরদিন বেহেশতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে দোযখীগণ! চিরদিন তোমরা দোযখে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই (ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٤٩٧. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ فُضَيْلِ ابْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ يَرْفَعُهُ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اُتِىَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْاَمْلَحِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ فَلَوْ اَنَّ اَحَدًا مَّاتَ فَرَحًا لَّمَاتَ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ اَنَّ اَحَدًا مَّاتَ حُزْنًا لَّمَاتَ اَهْلُ النَّارِ .

২৪৯৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে সাদা-কালো বর্ণের ভেড়ার আকৃতিতে হাযির করা হবে এবং বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যবেহ করা হবে। আর তারা (বেহেশত ও দোযখীরা) তা দেখতে থাকবে। কেউ যদি আনন্দ-উল্লাসের সাথে মারা যেত, তাহলে বেহেশতবাসীরা (তাতে আশ্চর্য হয়ে) মারা যেত। আর কেউ যদি চিন্তা ও দুঃখের সাথে মারা যেত তাহলে দোযখবাসীরা (দুঃখে ও ক্ষোভে) মারা যেত (বু, মু, না)।

এ হাদীসটি হাসান। আল্লাহ্‌র দীদার লাভ সম্পর্কিত এরূপ অনেক হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। মানুষ আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে এবং (তাঁর) পা বা অনুরূপ বিষয়েরও উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে আনাস, সুফিয়ান ইবনে উআইনা, ইবনুল মুবারক ও ওয়াকী (র) প্রমুখ ইমামগণের মত এই যে, তারা এ জাতীয় বিষয় রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন, তা বর্ণনা করা যাবে এবং আমরা এগুলোতে বিশ্বাস করি। কিন্তু এগুলো কেমন হবে তা বলা সম্ভব নয়। মুহাদ্দিসগণও এই মত অবলম্বন করেছেন যে, এ ধরনের হাদীস যেভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে, ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা যাবে এবং এ বিষয়ের উপর ঈমানও রাখতে হবে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং সন্দেহও পোষণ করা যাবে না, তাঁর হাত-পা এগুলো কেমন তাও বলা যাবে না। আলেমগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "তিনি তাদের সামনে তাঁর

পরিচিতি পেশ করবেন"–এর তাৎপর্য এই যে, তিনি তাদের সামনে নিজের নূরের তাজাল্লী প্রকাশ করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

জান্নাত শ্রম-সাধনা দ্বারা এবং দোযখ কুপ্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা বেষ্টিত।

٢٤٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ .

২৪৯৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশত দুঃখ-কষ্ট ও শ্রমসাধ্য বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং দোযখ কুপ্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা পরিবেষ্টিত (মু, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং উপরোক্ত সূত্রে সহীহ।

٢٤٩٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اَرْسَلَ جِبْرِيْلَ اِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ اُنْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَرَجَعَ اِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَهَا فَاَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ لِرْجِعْ اِلَيْهَا فَانْظُرْ اِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَرَجَعَ اِلَيْهَا فَاِذَا هِىَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ اِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ اَنْ لاَّ يَدْخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ اِلَى النَّارِ فَانْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا فَاِذَا هِىَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ اِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَاَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهَا فَرَجَعَ اِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَهَا .

২৪৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বেহেশত-দোযখ সৃষ্টি করে জিবরাঈলকে

বেহেশতের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন ঃ বেহেশত এবং আমি এর মধ্যে বেহেশতীদের জন্য যেসব সামগ্রী সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলো তুমি দেখে এসো। তিনি বলেন ঃ অতঃপর তিনি বেহেশতে গিয়ে আল্লাহ্‌র তৈরী সমস্ত সামগ্রী দেখলেন এবং তাঁর কাছে ফিরে এসে বলেন, আপনার ইজ্জতের শপথ! যে কেউ বেহেশতের সুখ-সাচ্ছন্দ সম্পর্কে শুনবে, সে-ই তাতে প্রবেশের চেষ্টা করবে। অতঃপর তিনি আদেশ করলেন। ফলে কষ্ট মুসীবতের বস্তু দ্বারা বেহেশত পরিবেষ্টিত করা হল। তিনি আবার জিবরাঈলকে বলেন ঃ তুমি পুনরায় বেহেশতে যাও এবং বেহেশতীদের জন্য আমার তৈরীকৃত সামগ্রী দেখে এসো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তিনি সেখানে ফিরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তা কষ্ট ও মসীবতের বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে এসে বলেন, আপনার ইজ্জতের শপথ! আমার আশংকা হচ্ছে যে, কেউ তাতে প্রবেশই করতে পারবে না। আল্লাহ এবার তাঁকে বলেন ঃ তুমি গিয়ে দোযখ এবং দোযখীদের জন্য আমি যে শাস্তি তৈরি করে রেখেছি তা দেখে এসো। তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, এর এক অংশ অপর অংশের উপর চড়াও হচ্ছে (একটি আরেকটিকে গ্রাস করছে)। তা দেখে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে এসে বলেন, আপনার ইজ্জতের শপথ! যে কেউ এর বিবরণ শুনবে সে এতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তাঁর নির্দেশে দোযখকে লোভ-লালসা দ্বারা ঘিরে ফেলা হল। এবার তিনি জিবরাঈলকে বলেন ঃ তুমি সেখানে আবার যাও (এবং তা দেখে এসো)। তিনি আবারো সেখানে গেলেন এবং ফিরে এসে বলেন, আপনার ইজ্জতের কসম! আমার তো ভয় হচ্ছে যে, এ থেকে কেউ নাজাত পাবে না, সকলেই তাতে প্রবেশ করবে (দা, না, হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
বেহেশত ও দোযখের বিতর্ক।

২৫০০. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَدْخُلُنِى الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ وَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلُنِى الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ فَقَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِىْ اَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ .

২৫০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশত ও দোযখের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। বেহেশত বলল, আমার মধ্যে গরীব-মিসকীন ও দুর্বল লোক প্রবেশ করবে। দোযখ বলল, আমার মধ্যে প্রবেশ করবে যত স্বৈরাচারী যালেম ও অহংকারীরা। আল্লাহ দোযখকে বলেন ঃ তুই আমার আযাব, আমি তোর দ্বারা যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তিনি জান্নাতকে বলেন ঃ তুমি আমার রহ্মাত, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা অনুগৃহীত করব (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

অতি সাধারণ বেহেশতীর মর্যাদা সম্পর্কে।

٢٥٠١. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِىْ لَهُ ثَمَانُوْنَ اَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوْتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ اِلٰى صَنْعَاءَ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ يُرَدُّوْنَ اَبْنَاءَ ثَلاَثِيْنَ فِى الْجَنَّةِ لاَ يَزِيْدُوْنَ عَلَيْهَا اَبَدًا وَكَذٰلِكَ اَهْلُ النَّارِ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ عَلَيْهِمُ التِّيْجَانُ اِنَّ اَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِيْءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

২৫০১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অতি সাধারণ মর্যাদা সম্পন্ন একজন বেহেশতীরও আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন হূর থাকবে। আর তার জন্য মণিমুক্তা, যমরূদ ও ইয়াকূতের তাঁবু নির্মাণ করা হবে। সেটা এত বড় হবে যে, তা সিরিয়ার অন্তর্গত 'জাবিয়া' থেকে ইয়ামানের 'সানআ' পর্যন্ত সমান স্থান জুড়ে বিস্তৃত হবে। আর এ সনদেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যে বেহেশতী মারা গেছে চাই সে কম বয়েসী হোক বা বেশী বয়েসী, সে ত্রিশ বছরের যুবক হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে, এর বেশী বয়স আর হবে না।

ঠিক দোযখীদেরও অনুরূপ বয়স হবে। একই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাধারণ বেহেশতীদের মাথায় তাজ (মুকুট) পরানো হবে। আর এ তাজের সবচাইতে নিম্নমানের মুক্তা এমন হবে যে, এটা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সবকিছু আলোকিত করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢٥٠٢. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ اِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِىْ سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِىْ .

২৫০২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুমিন ব্যক্তি বেহেশতে সন্তানের আকাঙক্ষা করলে সাথে সাথে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান প্রসব করবে এবং সন্তানটি হবে বয়সে যুবক। তার বাসনা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যেই এসব সংঘটিত হবে (আ, ই, দার)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, বেহেশতে সহবাস হবে কিন্তু সন্তান হবে না। তাউস, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ এ মত পোষণ করেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (র) বলেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম উক্ত হাদীস প্রসংগে বলেন যে, মুমিন ব্যক্তি বেহেশতে সন্তানের কামনা করা মাত্র সন্তান ভূমিষ্ট হবে; কিন্তু সে এরূপ কিছু কামনা করবে না। মুহাম্মাদ (র) আরো বলেন, আবু রাযীন আল-উকাইলী থেকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে যে, বেহেশতীদের কোন সন্তান হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

আয়তলোচনা হূরদের বর্ণনা।

٢٥٠٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرْفَعْنَ بِاَصْوَاتٍ

لَمْ يَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا قَالَ يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيْدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ ‏.

২৫০৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতে আয়তলোচনা হূরদের সমবেত হওয়ার একটি জায়গা রয়েছে। তারা সেখানে এমন সুরেলা আওয়াযে গান গাইবে, যেরূপ আওয়ায কোন মাখলূক ইতিপূর্বে কখনো শুনেনি। তারা এই বলে গান গাইবে ঃ আমরা তো চিরসঙ্গিনী, আমাদের ধ্বংস নেই। আমরা তো আনন্দ-উল্লাসের জন্যই, দুঃখ-কষ্ট নেই আমাদের। আমরা চির সন্তুষ্ট, আমরা কখনো অসন্তুষ্ট হব না। তাদের কতই না সৌভাগ্য যাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যারা (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

বেহেশতের ঝর্ণাসমূহের বর্ণনা।

٢٥٠٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ اُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ رَجُلٌ يُنَادِىْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَرَجُلٌ يَّؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ وَعَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ ‏.

২৫০৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোক কিয়ামতের দিন কস্তুরীর স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ তাদের এ মর্যাদায় ঈর্ষা করবে। (১) যে ব্যক্তি দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দেয়;(২) যে ব্যক্তি কোন জাতির নেতৃত্ব করে আর তারা তার উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং (৩) যে গোলাম আল্লাহ্‌র ও তার মনিবের হক আদায় করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবুল ইয়াকযানের নাম উসমান ইবনে উমাইর, মতান্তরে ইবনে কায়েস।

٢٥٠٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَرْفَعُهُ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُوْ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا اُرَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ وَرَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَةٍ فَانْهَزَمَ اَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ .

২৫০৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ তিন ধরনের লোককে ভালবাসেন। (১) যে ব্যক্তি রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করে; (২) যে ব্যক্তি ডান হাতে দান-খয়রাত করে আর তার বাঁ হাতও তা টের পায় না এবং (৩) যে ব্যক্তি কোন সেনাবাহিনীতে যুদ্ধরত অবস্থায় থাকে, তার সাথীরা পরাজিত হয়ে গেলেও সে দুশমনদের মোকাবিলা করতে থাকে।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব এবং অরক্ষিত। সঠিক হল সেই বর্ণনাটি যা শোবা (র) প্রমুখ মানসূর-রিবঈ ইবনে খিরাশ-যায়েদ ইবনে যাব্ইয়ান-আবু যার (রা) –নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। আবু বাক্র ইবনে আইয়্যাশ হাদীস বর্ণনায় প্রচুর ভুল করেন।

٢٥٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِىَّ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ يَرْفَعُهُ اِلٰى اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ فَاَمَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ فَرَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَاَلَهُمْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يَسْاَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِاَعْيَانِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ اِلاَّ اللّٰهُ وَالَّذِىْ اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوْا فَوَضَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَقَامَ اَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِىْ وَيَتْلُوْا اٰيَاتِىْ وَرَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَةٍ فَلَقِىَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا وَاَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يُفْتَحَ لَهُ وَالثَّلاَثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ الشَّيْخُ الزَّانِىْ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِىُّ الظَّلُوْمُ .

২৫০৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তিনজন লোককে ভালোবাসেন এবং তিনজনকে ঘৃণা করেন। যাদের আল্লাহ ভালোবাসেন তারা হল ঃ (১) কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এসে আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিছু চাইল, তবে আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে চায়নি। তারা তাকে কিছুই দিল না। এ সম্প্রদায়ের একটি লোক তাদের থেকে পৃথক হয়ে গোপনে তাকে কিছু দান করল এবং তার দান সম্পর্কে আল্লাহ ও গ্রহণকারী ছাড়া আর কেউ জানতে পারল না। (২) একটি দল সারা রাত সফররত থাকল, অতঃপর সমস্ত কিছুর তুলনায় নিদ্রা যখন তাদের প্রিয় হয়ে গেল, ফলে সব লোক (বালিশে) মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল; কিন্তু তাদেরই একজন আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নামাযে দাঁড়ায় এবং আমার কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে। (৩) আর এক ব্যক্তি কোন সেনাবাহিনীতে যোগদান করল। অতঃপর শত্রুর মোকাবিলা করে তার পক্ষের লোকেরা পরাজিত হল; কিন্তু সে বুক ফুলিয়ে সামনে অগ্রসর হল। অতঃপর সে হয় শহীদ হল কিংবা বিজয়ী হল। আর আল্লাহ যে তিনজনকে ঘৃণা করেন তারা হল ঃ (১) বৃদ্ধ যেনাকারী; (২) অহংকারী ভিক্ষুক এবং (৩) অত্যাচারী সম্পদশালী ব্যক্তি (না, হা)।

মাহমূদ ইবনে গাইলান-নাদর ইবনে শুমাইল-শোবা (র) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ। শাইবান (র)-ও মানসূরের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি আবু বাক্র ইবনে আইয়্যাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

٢٥٠٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدِّهٖ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَاْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا .

২৫০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই ফুরাত নদী তার স্বর্ণের ভাণ্ডার প্রকাশ করে দিবে। তখন যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে (বু, মু, দা)।

এ হাদীসটি সহীহ।

٢٥٠٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبٍ .

২৫০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে তিনি বলেছেনঃ "ফুরাত থেকে স্বর্ণের একটি পাহাড় বের হবে" (বু, মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الْاَنْهَارُ بَعْدُ .

২৫০৯। হাকীম ইবনে মুআবিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতে পানি, মধু, দুধ ও শরাবের সাগর রয়েছে। এগুলো থেকে আরো ঝর্ণা বা নদীসমূহ প্রবাহিত হবে (আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাকীম ইবনে মুআবিয়া হলেন বাহ্য (র)-এর পিতা।

٢٥١٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ .

২৫১০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তিনবার বেহেশতের জন্য আবেদন জানালে বেহেশত তখন বলে, হে আল্লাহ্! তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান। আর কোন ব্যক্তি তিনবার দোযখ থেকে পানাহ চাইলে তখন দোযখ আল্লাহ্র কাছে বলে, হে আল্লাহ্! তাকে দোযখ থেকে নাজাত দিন (ই,না)।

ইউনুস (র) এ হাদীসটি আবু ইসহাক-বুরাইদ ইবনে আবু মরিয়ম-আনাস (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক-বুরাইদ ইবনে আবু মরিয়ম-আনাস (রা) সূত্রে এটি তার বক্তব্য হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ৩৯

اَبْوَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(দোযখের বিবরণ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

দোযখের বিবরণ।

٢٥١١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا .

২৫১১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখকে সেদিন হাযির করা হবে এবং এর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রতিটি লাগামের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। তারা এগুলো ধরে এটাকে টানতে থাকবে (মু)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, সুফিয়ান সাওরী এ হাদীস মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। আব্দ ইবনে হুমাইদ-আবদুল মালেক ইবনে উমার ও আবু আমের আল-আকাদী-সুফিয়ান–আলা ইবনে খালিদ (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তবে মরফূ হিসেবে নয়।

٢٥١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرُجُ عُنُقٌ مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَاُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَّنْطِقُ يَقُوْلُ اِنِّىْ وُكِّلْتُ بِثَلاَثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ .

২৫১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে একটি গর্দান (মাথা)

বের হবে। এর দু'টি চোখ থাকবে যা দ্বারা সে দেখবে, দু'টি কান থাকবে যা দ্বারা সে শুনবে এবং একটি জিহ্‌বা থাকবে যা দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমাকে তিন ধরনের লোকের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে ঃ (১) প্রতিটি অবাধ্য অহংকারী যালেমের জন্য; (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন কিছুকে ইলাহ বলে ডাকে তার জন্য এবং (৩) ছবি নির্মাতাদের জন্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

দোযখের গহ্‌বরের বর্ণনা।

٢٥١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَىٰ مِنْبَرِنَا هٰذَا مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةَ لَتُلْقَىٰ مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِيْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا وَّتُفْضِيْ اِلىٰ قَرَارِهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ النَّارِ فَاِنَّ حَرَّهَا شَدِيْدٌ وَاِنَّ قَعْرَهَا بَعِيْدٌ وَاِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيْدٌ .

২৫১৩। হাসান বসরী (র) বলেন, উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা) আমাদের এই বসরার মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বড় একটি পাথরকে যদি দোযখের এক কিনারা থেকে গড়িয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে এটা সত্তর বছর পর্যন্ত গড়াতেই থাকবে তবু স্থির হওয়ার স্থানে পৌঁছতে পারবে না। রাবী বলেন, উমার (রা) বলতেন, তোমরা দোযখের কথা বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা এটা মারাত্মক গরম, এর গহ্‌বর খুবই গভীর এবং এর ডাণ্ডাগুলো লৌহ নির্মিত (মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাসান বসরী (র) উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা)-এর নিকট সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে বসরায় আসেন। আর হাসান বসরী (র) উমার (রা)-এর খিলাফতের দুই বছর বাকি থাকতে জন্মগ্রহণ করেন।

٢٥١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الصُّعُوْدُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيْهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا وَيَهْوِىْ بِهِ كَذٰلِكَ مِنْهُ اَبَدًا ـ

২৫১৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোযখের মধ্যে 'সাউদ' নামে আগুনের একটি পাহাড় আছে। কাফেরগণ সত্তর বছরে এর উপর উঠবে এবং সত্তর বছরে গড়িয়ে পড়বে। এমনিভাবে তারা তাতে অনন্তকাল ধরে উঠবে ও নামবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে লাহীআর হাদীস হিসাবে এটিকে মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

দোযখীদের দেহের আকার হবে বিরাট।

٢٥١٥. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِىْ جَدِّىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ اُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ ـ

২৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফেরের মাড়ির দাঁত উহুদ পাহাড়সম বড় হবে, তার উরু হবে 'বাইদা' পাহাড়সম বিশাল এবং তার নিতম্বদেশ রাবাযার মত তিন দিন চলার পথের দূরত্বের সমান বিস্তৃত হবে (আ, মু)।

"মাসালুর রাবাযা" অর্থ মদীনা ও রাবাযা নামক স্থানের মাঝখানের দূরত্বের সমান। আর 'বাইদা' একটি পাহাড়ের নাম। এ হাদীসটি হাসান।

٢٥١٦. حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحُدٍ ـ

২৫১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোযখের মধ্যে কাফেরের মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়সম (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু হাযেম হলেন আল-আশজা গোত্রীয়, আযযা আল-আশজাইয়্যার মুক্তদাস।

٢٥١٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّاءُ النَّاسُ

২৫১৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কাফের ব্যক্তি তার জিহবা এক-দুই ফারসাখ পরিমাণ স্থান জুড়ে বিছিয়ে রাখবে।[১] লোকেরা তা পদদলিত করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই জানতে পেরেছি। আল-ফাদল ইবনে ইয়াযীদ হলেন কূফার অধিবাসী। হাদীসের একাধিক ইমাম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল মুখারিক তেমন প্রসিদ্ধ রাবী নন।

٢٥١٨. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَاَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَاِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ اُحُدٍ وَاِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ ٠

২৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোযখে কাফেরের শরীরের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ গজ পুরু, তার মাড়ির দাঁত হবে উহুদের সমান বড় এবং দোযখে তার বসার জায়গা (নিতম্বদেশ) হবে মক্কা-মদীনার দূরত্বের সমান বিস্তৃত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং আমাশের বর্ণনা হিসাবে সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

দোযখীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ।

٢٥١٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ (كَالْمُهْلِ) قَالَ كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَاِذَا قَرَّبَهُ اِلٰى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيْهِ ٠

---

১. এক ফারসাখ প্রায় আট কিলোমিটার (সম্পাদক)।

২৫১৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্‌র বাণী "কাল-মুহলি"[২] (তা যেন গলিত তামা)-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তা হল তেলের গাদ সদৃশ। দোযখীদের মধ্যে কোন দোযখী যখনই এটা তার মুখের কাছে নিবে সংগে সংগে তার মুখমণ্ডলের চামড়া খসে তাতে পড়ে যাবে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। রিশদীনের স্মরণশক্তি সমালোচিত।

٢٥٢٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلٰى رُءُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيْمُ حَتّٰى يَخْلُصَ اِلٰى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِىْ جَوْفِهِ حَتّٰى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ .

২৫২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোযখীদের মাথায় গরম পানীয় ঢালা হবে, এমনকি তা পেট পর্যন্ত পৌঁছবে এবং পেটের সব নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে দিবে, অতঃপর তা পায়ের দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। এটাই হল 'সাহর' (গলে যাওয়া)।[৩] পুনরায় তা পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে (এবং এমনিভাবে শাস্তির প্রক্রিয়া চলতে থাকবে) (বা)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইবনে হুজাইরার নাম আবদুর রহমান আল-মিসরী।

٢٥٢١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا صَفْوَانُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهِ (وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهُ) قَالَ يُقَرَّبُ اِلٰى فِيْهِ فَيَكْرَهُهُ فَاِذَا اُدْنِىَ مِنْهُ شَوٰى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَاْسِهِ فَاِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ

---

২. সূরা দুখান, ৪৫ নং আয়াত।

৩. হাদীসে সূরা হজ্জের ১৯-২২ আয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ "যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানীয়। এর দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে এবং এদের জন্য থাকবে লোহার গদা" (সম্পাদক)।

أَمْعَاءَهُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ (وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) وَيَقُوْلُ (وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) .

২৫২১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "দোযখীদেরকে গলিত পুঁজ পান করানো হবে, যা সে এক এক ঢোক করে গলাধঃকরণ করবে" (সূরা ইবরাহীম ঃ ১৬, ১৭) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুঁজ যখন তার মুখের কাছে আনা হবে সে তা অপছন্দ করবে। অতঃপর যখন আরো কাছে আনা হবে তখন তার মুখমণ্ডল পুড়ে যাবে এবং মাথার চামড়া গলে পড়ে যাবে। অতঃপর সে যখন তা পান করবে তখন তা তার নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিবে এবং তা মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "তাদের গরম পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিবে" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "পিপাসার্ত হয়ে তারা পানীয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। তা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং (জাহান্নাম) কতই না নিকৃষ্ট স্থান" (সূরা কাহ্ফ ঃ ২৯) (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) উবাইদুল্লাহ ইবনে বুসরের সূত্রে অনুরূপ বলেছেন। এ হাদীসের দ্বারাই কেবল উবাইদুল্লাহ্ ইবনে বুসরের পরিচয় পাওয়া যায়। সাফওয়ান ইবনে আমর (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বসুর (রা)-এর সূত্রে এ হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে বুসরের এক ভাই ও এক বোন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাফওয়ান ইবনে আমর (র) যে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে বুসরের সূত্রে আবু উমামা (রা)-র হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি সম্ভবত আবদুল্লাহ ইবনে বুসরের ভাই।

٢٥٢٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (كَالْمُهْلِ) كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيْهِ وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ كِثْفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَبِهٰذَا

الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِّنْ غَسَّاقٍ يُهْرَقُ فِي الدُّنْيَا لَاَنْتَنَ اَهْلَ الدُّنْيَاءَ ـ

২৫২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। "কালমুহ্‌লি" (গলিত ধাতুর ন্যায়) প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা হল গরম তেলের গাদ সদৃশ (যা দোযখীদের পান করতে দেয়া হবে)। যখনই সে এটা (মুখের) কাছে নিবে তার মুখমণ্ডলের চামড়া এতে গলে পড়ে যাবে। একই সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দোযখের বেষ্টনী হবে চারটি প্রাচীর এবং প্রতিটি প্রাচীর হবে চল্লিশ বছরের দূরত্বের সমান পুরু। একই সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দোযখীদের পুঁজের এক বালতিও যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হত, তবে সমস্ত দুনিয়াই দুর্গন্ধময় হয়ে যেত (হা)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের সূত্রেই এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি একজন সমালোচিত রাবী।

٢٥٢٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهُ ـ

২৫২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১০২)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'যাক্কুমের' একটি বিন্দুও যদি দুনিয়াতে পতিত হত তাহলে দুনিয়াবাসীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে যেত। আর এটা যাদের খাদ্য হবে তাদের কি অবস্থা হবে (না, ই, হা)!

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

দোযখীদের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা।

٢٥٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقٰى عَلٰى أَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ مِّنْ ضَرِيْعٍ لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذِىْ غُصَّةٍ فَيَذْكُرُوْنَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُجِيْزُوْنَ الْغُصَصَ فِى الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالشَّرَابِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيْمَ بِكَلاَلِيْبِ الْحَدِيْدِ فَاِذَا دَنَتْ مِنْ وُّجُوْهِهِمْ شَوَتْ وُجُوْهَهُمْ فَاِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ (اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ) قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا مَالِكًا فَيَقُوْلُوْنَ (يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ (اِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ) قَالَ الْاَعْمَشُ نُبِّئْتُ اَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ اِجَابَةِ مَالِكٍ اِيَّاهُمْ اَلْفَ عَامٍ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ فَلاَ اَحَدَ خَيْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ۔ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ) ۔ قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ (اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُوْنَ) قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَئِسُوْا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَّعِنْدَ ذٰلِكَ يَأْخُذُوْنَ فِى الزَّفِيْرِ وَالْحَسْرَةِ ۔

২৫২৪। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখীদের উপর ক্ষুধা চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা অন্যান্য শাস্তির মতই ক্ষুধার যন্ত্রণায়ও নিপিড়িত হবে। তারা কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করবে এবং কাটাযুক্ত গুল্মের খাবার দিয়ে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে। এ খাবার না তাদেরকে মোটাতাজা করবে, না তাদের ক্ষুধা দূর করবে। তারা পুনরায় খাবারের জন্য ফরিয়াদ করবে। তাদের তখন এমন খাবার দেয়া হবে যা তাদের গলায় আটকে যাবে। তারা তখন স্মরণ করবে দুনিয়াতে পানি পান করে গলায় আটকানো খাবার বের করার কথা। সুতরাং তারা পানীয়ের জন্য ফরিয়াদ জানাবে এবং তাদেরকে লোহার কাঁটাযুক্ত গরম পানি দেয়া হবে। এটা তাদের মুখের কাছে নেয়ামাত্র তা তাদের মুখমণ্ডল পুড়ে ফেলবে এবং তা তাদের পেটে প্রবেশ করে নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিবে। তখন তারা (পরস্পর) বলবে, দোযখের

তত্ত্বাবধায়ককে ডাকো। সে তাদের বলবে, "তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসেননি? তারা বলবে, হাঁ এসেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক বলবে, তোমরা ডাকতে থাক কিন্তু কাফেরের ডাক নিষ্ফল" (সূরা মুমিন ঃ ৫০)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা বলাবলি করবে, তোমরা মালেককে (জাহান্নামের প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে) ডাকো। তারা বলবে, "হে মালেক! আপনার রব যেন আমাদের মৃত্যু ঘটান" (সূরা যুখরুফ ঃ ৭৮)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের জবাব দেয়া হবে, "তোমরা এভাবেই থাকবে (মৃত্যু আসবে না)" (৪৩ ঃ ৭৮)। আমাশ (র) বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, তাদের এ আহবান ও মালেকের জবাবদানের মাঝখানে এক হাজার বছর অতিবাহিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এরপর তারা (পরস্পর) বলবে, তোমাদের রবকে ডাকো, কেননা তোমাদের রবের চাইতে উত্তম আর কেউ নেই। তারা বলবে, "হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদের পরাজিত করেছে এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিন। আমরা যদি পুনরায় এরূপ করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা যালেম" (সূরা মুমিনূন ঃ ১০৬, ১০৭)। তিনি বলেন, তাদের জবাব দেয়া হবে, "এখানেই তোরা লাঞ্ছিত অবস্থায় থাক, আর কোন কথা বলবে না" (সূরা মুমিনূন ঃ ১০৮)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন থেকে তারা সব ধরনের কল্যাণলাভ থেকে হতাশ হয়ে যাবে এবং এই ভয়ংকর অবস্থায় গর্দভের ন্যায় চিৎকার দিতে থাকবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, রাবীগণ এ হাদীস মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। আমাশ-শিম্‌র ইবনে আতিয়্যা-শাহর ইবনে হাওশাব-উম্মুদ দারদা (রা)-আবুদ দারদা (রা) সূত্রে হাদীসটি তার উক্তি হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। মূলত এটি মরফূ হাদীস নয়। কুতবা ইবনে আবদুল আযীয হাদীসের ইমামগণের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী।

٢٥٢٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِيْ شُجَاعٍ عَنْ اَبِى السَّمْحِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ) قَالَ تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتّٰى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِيَ شَفَتُهُ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ .

২৫২৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "তথায় তারা থাকবে বীভৎস চেহারায়" (সূরা মুমিনূন ঃ ১০৪) আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিদগ্ধ হবে, উপরের ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে মাথার মাঝখানে এসে যাবে এবং নীচের ঠোঁট নাভীর সাথে আছাড় খাবে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। আবুল হাইসামের নাম সুলাইমান ইবনে আমর ইবনে আবদুল উতওয়ারী। তিনি ইয়াতীম হিসাবে আবু সাঈদ (রা)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

٢٥٢٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى السَّمْحِ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ رُصَاصَةً مِّثْلَ هٰذِهِ وَاَشَارَ اِلٰى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ اُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ وَهِىَ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الْاَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ اَنَّهَا اُرْسِلَتْ مِنْ رَاْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ اَنْ تَبْلُغَ اَصْلَهَا اَوْ قَعْرَهَا .

২৫২৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার খুলীর দিকে ইশারা করে বলেছেনঃ এটার অনুরূপ একটি সীসা যদি আসমান থেকে যমীনের দিকে ছেড়ে দেয়া হয় তবে রাত হওয়ার পূর্বেই তা পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে। অথচ এতদুভয়ের মাঝখানে পাঁচ শত বছরের পথের ব্যবধান রয়েছে। আর দোযখের জিঞ্জীরের অগ্রভাগ থেকে সীসাটি নীচের দিকে নিক্ষেপ করা হলে তা চল্লিশ বছর ধরে রাত-দিন চলতে থাকবে, গর্তের শেষ সীমায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত (আ, বা)।

এ হাদীসের সনদ হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

তোমাদের এই (দুনিয়ার) আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

٢٥٢٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ تُوْقِدُوْنَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ جَهَنَّمَ قَالُوْا وَاللّٰهِ

اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهَا فُضِّلَتْ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا .

২৫২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের এই যে আগুন যা তোমরা প্রজ্বলিত কর তা হল দোযখের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম! দোযখীদের আযাবের জন্য এ আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন ঃ এটাকে উনসত্তর গুণ বাড়ানো হয়েছে এবং প্রতিটি অংশের উত্তাপ এর সমান হবে (বু, মু, মা, আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ হলেন ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বেহ্-এর ভাই। তার সূত্রে ওয়াহ্‌বও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
একই বিষয়।

٢٥٢٨. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ هٰذِهٖ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْهَا حَرُّهَا .

২৫২৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন (তাপ) দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। প্রতিটি ভাগের উত্তাপ এরই সমান।

আবু ঈসা বলেন, আবু সাঈদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি গরীব।

٢٥٢٩. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمٍ هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى ابْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ .

২৫২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোযখের আগুন এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা লাল বর্ণ ধারণ করে। পুনরায় এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা সাদা রং ধারণ করে। পুনরায় এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা কালো বর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তা এখন ঘোর কালো বর্ণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে (মা, ই, বা)।

সুওয়াইদ ইবনে নাসর-আবদুল্লাহ-শারীক-আসেম-আবু সালেহ অথবা অপর কোন ব্যক্তি-আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা)-র মওকূফ রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু বুকাইর-শারীক সূত্র ব্যতীত আর কেউ এটিকে মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন কি না তা আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

দোযখের দু'টি নিঃশ্বাস রয়েছে এবং তৌহীদে বিশ্বাসীগণকে দোযখ থেকে বের করে আনা সম্পর্কে।

٢٥٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا وَقَالَتْ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ نَفَسًا فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسًا فِى الصَّيْفِ فَاَمَّا نَفَسُهَا فِى الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيْرٌ وَاَمَّا نَفَسُهَا فِى الصَّيْفِ فَسَمُوْمٌ .

২৫৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একদা দোযখ তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলে, আমার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে। সুতরাং আল্লাহ তার জন্য দু'টি নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা করেন। এর একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং অপরটি গ্রীষ্মকালে। শীতকালের নিঃশ্বাসটি হল 'যামহারীর' (শৈত্যপ্রবাহ)এবং গ্রীষ্মেরটি হল সামূম (লু হাওয়া) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণের মতে মুফাদ্দাল ইবনে সালেহ তেমন স্মরণশক্তি সম্পন্ন রাবী নন।

٢٥٣١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ

وَقَالَ شُعْبَةُ اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً وَقَالَ شُعْبَةُ مَا يَزِنُ ذُرَةً مُخَفَّفَةً .

২৫৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলবেন ঃ (হিশামের বর্ণনায়) দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে অথবা (শোবার বর্ণনায়) বের করে আন যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলেছে, যদি তার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমানও থাকে। আর যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমানও থাকলে তাকেও দোযখ থেকে বের করে আন। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ (শোবার বর্ণনায় আছে, একটি হালকা জোয়ারদানা পরিমাণ) ঈমানও থাকলে তাকেও দোযখ থেকে বের করে আন (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٥٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِىْ يَوْمًا اَوْ خَافَنِىْ فِىْ مَقَامٍ .

২৫৩২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মহান আল্লাহ বলবেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দিন আমাকে স্মরণ করেছে কিংবা কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আস (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٥٣٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ قَدْ اَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ

قَالَ فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدِ النَّاسَ قَدْ اَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ قَدْ اَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِىْ كُنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ قَالَ فَيَتَمَنّٰى فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَةَ اَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَالِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ٠

২৫৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সবশেষে দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে, আমি তাকে জানি। সে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে (দোযখ থেকে) হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসবে। সে বলবে, হে প্রভু! মানুষেরা তো বেহেশতের স্থানসমূহ দখল করে নিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশতের দিকে যাও এবং তাতে প্রবেশ কর। সে তখন বেহেশতে প্রবেশের জন্য এগিয়ে যাবে এবং দেখতে পাবে যে, লোকেরা সমস্ত জায়গা দখল করে নিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! মানুষ তো সব জায়গা দখল করে নিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে বলা হবে, সেই সময়ের কথা মনে আছে যাতে তুমি ছিলে ? সে বলবে, হাঁ মনে আছে। বলা হবে, তুমি আকাঙক্ষা কর। সে তখন আকাঙক্ষা পেশ করবে। বলা হবে, যা তুমি চেয়েছ তা দেয়া হল তদুপরি দুনিয়ার দশ গুণ দেয়া হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ কথা শুনে সে বলবে, আপনি মালিক হয়ে আমার সাথে উপহাস করছেন ? ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, এ কথা বলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখলাম, এমনকি তাঁর মুখের দাঁত প্রকাশিত হল (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٣٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ يُؤْتٰى بِرَجُلٍ فَيَقُوْلُ سَلُوْا عَنْ صِغَارِ ذُنُوْبِهِ وَاَخْبِئُوْا كِبَارَهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ

لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَقَدْ عَمِلْتُ اَشْيَاءَ مَا اَرَاهَا هٰهُنَا قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ٠

২৫৩৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সবশেষে দোযখ থেকে বের হবে এবং সবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে আমি অবশ্যই তাকে চিনি। তাকে হাযির করা হলে মহান আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা তাকে ছোটখাট গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর এবং মারাত্মক গুনাহগুলো গোপন রাখ। তদনুযায়ী তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, অমুক অমুক দিন তুমি এই এই গুনাহ করেছ, অমুক অমুক দিন এই এই গুনাহ করেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তাকে বলা হবে, কিন্তু আজ তোমাকে প্রতিটি গুনাহ্‌র পরিবর্তে নেকী দেয়া হচ্ছে। সে বলবে, হে প্রভু! এগুলো ছাড়া আমি তো আরো অনেক গুনাহ করেছি; কিন্তু এখানে তো সেগুলো দেখছি না। রাবী বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর মুখের দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে যায় (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ فِي النَّارِ حَتّٰى يَكُوْنُوْا فِيْهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُوْنَ وَيُطْرَحُوْنَ عَلٰى اَبْوَابِ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِيْ حُمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ٠

২৫৩৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিছু সংখ্যক তাওহীদবাদী লোককেও দোযখে শাস্তি দেয়া হবে। এমনকি তারা তাতে পুড়তে পুড়তে কয়লাবৎ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র রহমতে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করা হবে এবং বেহেশতের দরজায় নিক্ষেপ করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতীরা তাদের উপর পানি ছিটিয়ে দিবে। ফলে তারা সজীব হয়ে যাবে যেরূপ বন্যার স্রোত চলে যাওয়ার পর মাটিতে উদ্ভিদ গজায়। অতঃপর তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি জাবির (রা) থেকে ভিন্ন সনদসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٢٥٣٦. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْاِيْمَانِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَاْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .

২৫৩৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও দোযখ থেকে নাজাত দেয়া হবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, কারো এ ব্যাপারে সন্দেহ হলে সে এ আয়াত পাঠ করুক ঃ "আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না" (সূরা নিসা ঃ ৪০) (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٣٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا رِشْدِيْنُ حَدَّثَنِيْ ابْنُ نُعْمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اَخْرِجُوْهُمَا فَلَمَّا اُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا لِاَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا قَالاَ فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَرْحَمَنَا قَالَ اِنَّ رَحْمَتِيْ لَكُمَا اَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا اَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِيْ اَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَّسَلاَمًا وَيَقُوْمُ الْاٰخَرُ فَلاَ يُلْقِيْ نَفْسَهُ فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُلْقِيَ نَفْسَكَ كَمَا اَلْقٰى صَاحِبُكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ لاَّ تُعِيْدَنِيْ فِيْهَا بَعْدَ مَا اَخْرَجْتَنِيْ فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلاَنِ جَمِيْعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ .

২৫৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোযখে প্রবেশকারীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করেই

খুব জোরে চিৎকার করবে। মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ এদের দু'জনকে বের করে আন। অতঃপর তাদের বের করে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করবেন ঃ এত জোরে চিৎকার করছিলে কেন? তারা বলবে, আমরা এরূপ করেছি, যেন আপনি আমাদের প্রতি দয়া করেন। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের প্রতি দয়া করলাম। তবে তোমরা দোযখের যেখানে ছিলে সেখানে গিয়ে নিজেদের নিক্ষেপ কর। তারা সেদিকে যাবে। অতঃপর তাদের একজন নিজেকে দোযখে নিক্ষেপ করবে। তখন আল্লাহ তার জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিময় করে দিবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি উঠে দাঁড়াবে কিন্তু নিজেকে দোযখে নিক্ষেপ করবে না। মহামহিম আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমার সাথীর মতো তুমি নিজেকে দোযখে ফেললে না কেন? সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি আশা করি আপনি আমাকে দোযখ থেকে বের করে আনার পর পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দিবেন না। মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমার আশা পূর্ণ হোক! অতঃপর আল্লাহ্র রহমতে তারা দু'জনই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ যঈফ। কারণ এটি রিশদীন ইবনে সাদের সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাদীসবেত্তাদের মতে দুর্বল রাবী। এ হাদীসের অপর রাবী ইবনে আনউম আল-ইফরীকীও হাদীসবেত্তাদের মতে দুর্বল।

٢٥٣٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ·

২৫৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি দোযখের ন্যায় এমন কিছু দেখিনি যা থেকে আত্মরক্ষাকারীগণ ঘুমে অচেতন এবং বেহেশতের ন্যায় এমন কিছুও দেখিনি যার অন্বেষণকারীগণও ঘুমে অচেতন।

আমরা এ হাদীসটি কেবল ইয়াহ্ইয়া ইবনে উবায়দুল্লাহর সূত্রে জানতে পেরেছি। তিনি মুহাদ্দিসগণের মতে যঈফ। শোবা তার সমালোচনা করেছেন।

٢٥٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ يُسَمُّوْنَ جَهَنَّمِيُّوْنَ ·

২৫৩৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের একটি দল আমার সুপারিশে দোযখ থেকে নাজাত পাবে। তাদের নাম হবে জাহান্নামী (বু, দা, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু রাজা আল-উতারিদীর নাম ইমরান ইবনে তায়ম, মতান্তরে ইবনে মালহান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

দোযখীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

٢٥٤٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ .

২৫৪০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (মিরাজের রাতে) আমি বেহেশতের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র এবং দোযখের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই স্ত্রীলোক।

٢٥٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَوْفٌ هُوَ ابْنُ اَبِيْ جُمَيْلَةَ عَنْ اَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ .

২৫৪১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (মিরাজের রাতে) আমি দোযখের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ বাসিন্দাই স্ত্রীলোক এবং বেহেশতের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ বাসিন্দাই গরীব (বু. মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু রাজা (র)–ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) সূত্রে আওফ (র) এবং আবু রাজা (র)-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রেও আওফ (র) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এই উভয় হাদীস সম্পর্কে কোন বিতর্ক

নেই। উভয় সাহাবীর নিকট তার হাদীস শ্রবণের বিষয়টি অসম্ভাব্য নয়। আবু রাজা-ইমরান (রা) সূত্রে আওফ (র) ব্যতীত অন্যরাও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

দোযখে সর্বাধিক লঘু শাস্তি ভোগকারীর অবস্থা।

٢٥٤٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِىْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

২৫৪২। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোযখীদের মধ্যে সবচাইতে লঘু শাস্তি যাকে দেয়া হবে তার পায়ের তালুর নীচে দু'টি জ্বলন্ত অংগার রাখা হবে। তাতে তার মগজ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

(বেহেশত ও দোযখের অধিবাসী)।

٢٥٤٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُتَكَبِّرٍ .

২৫৪৩। হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব আল-খুজাঈ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না যে, বেহেশতী কারা হবে? তারা বেহেশতী হবে যারা দুর্বল, অসহায় এবং যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। তারা যদি আল্লাহ্‌র নামে (কোন বিষয়ে) শপথ করে তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পুরা করেন। আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না যে, দোযখী কারা হবে ? প্রত্যেক অবাধ্য, আহম্মক ও অহংকারী দোযখে যাবে (আ,বু,মু,না,ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অধ্যায় ঃ ৪০

اَبْوَابُ الْاِيْمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ঈমান)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

٢٥٤٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا مَنَعُوْا (عَصَمُوْا) مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

২৫৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই"–এর স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারা এটা বললে (একত্ববাদে ঈমান আনলে) তাদের রক্ত (জান) ও মাল আমার থেকে নিরাপদ হবে। তবে ইসলামের অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ অপরাধ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে)। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহ্‌র দায়িত্বে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবু সাঈদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٥٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلاَةِ وَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ

لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِّلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

২৫৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যখন আবু বাক্‌র (রা) খলীফা নির্বাচিত হন, তখন আরবের কিছু লোক কাফের হয়ে যায়। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, আপনি এদের বিরুদ্ধে কিভাবে অস্ত্রধারণ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মানুষ যাবৎ না আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই" এ কথার স্বীকৃতি দিবে তাবৎ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যে বলল, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই" সে আমার থেকে তার মাল ও রক্ত (জীবন) নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন কথা। আর তাদের প্রকৃত হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র দায়িত্বে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবই। কেননা যাকাত হল সম্পদের হক। কেউ যদি উটের একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি দেখতে পেলাম আল্লাহ যেন যুদ্ধের জন্য আবু বাক্‌রের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি অনুধাবন করতে পারলাম যে, তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শুআইব ইবনে আবু হামযা (র) যুহ্‌রী-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমরান আল-কাত্তান এ হাদীস মামার-যুহ্‌রী-আনাস (রা)-আবু বাক্‌র (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়ায়াতটি ভুল। মামার থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে ইমরানের ব্যাপারে বিরোধিতা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যাবৎ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং নামায কায়েম করবে।

٢٥٤٦. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنْ يَّسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا وَيَاْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَاَنْ يُّصَلُّوْا صَلاَتَنَا فَاذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ حُرِمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ الاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَّا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ .

২৫৪৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল এবং আমাদের কেবলামুখী হয়ে নামায পড়বে, আমাদের জবাই করা পশুর গোশত খাবে এবং আমাদের মত নামায আদায় করবে। তারা এগুলো করলে তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের অধিকারের বিষয়টি স্বতন্ত্র। মুসলমানদের যেসব সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য তারাও সেগুলো পাবে এবং মুসলমানদের উপর যেসব দায়দায়িত্ব বর্তাবে তা তাদের উপরও বর্তাবে (বু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে মুআয ইবনে জাবাল ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইয়াহ্ইয়া (র) হুমাইদ-আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

٢٥٤٧. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُعَيْرِ ابْنِ الْخِمْسِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ .

২৫৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযানের রোযা রাখা ও (৫) বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা) থেকে অন্যভাবেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। সুআইর ইবনুল খিমস হাদীস বিশারদগণের মতে সিকাহ রাবী। আবু কুরাইব-ওয়াকী-হানযালা ইবনে আবু সুফিয়ান আল-জুমাহী-ইকরিমা ইবনে খালিদ আল-মাখযূমী-ইবনে উমার (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। এ সনদে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ (বু, মু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান ও ইসলামের পরিচয় প্রদান।

٢٥٤٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِىُّ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ اَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِى الْقَدَرِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِىُّ قَالَ فَخَرَجْتُ اَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىُّ حَتّٰى اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ فَقُلْنَا لَوْ لَقِيْنَا رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلْنَاهُ عَمَّا اَحْدَثَ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمُ قَالَ فَلَقِيْنَاهُ يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَاكْتَنَفْتُهُ اَنَا وَصَاحِبِىْ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّ صَاحِبِىْ سَيَكِلُ الْكَلاَمَ اِلَىَّ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ وَيَزْعُمُوْنَ اَنْ لاَّ قَدَرَ وَاَنَّ الْاَمْرَ اُنُفٌ قَالَ فَاِذَا لَقِيْتَ اُولٰئِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنِّىْ مِنْهُمْ بَرِئٌّ وَاَنَّهُمْ مِنِّىْ بُرَاءُ وَالَّذِىْ يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا قُبِلَ ذٰلِكَ مِنْهُ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ ثُمَّ اَنْشَاَ يُحَدِّثُ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَلْزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ

يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ فَمَا الْاِسْلاَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ فَمَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فِىْ كُلِّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَهُ صَدَقْتَ قَالَ فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا اَمَارَتُهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ اَصْحَابَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِثَلاَثٍ فَقَالَ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ (اَمْرَ) دِيْنِكُمْ .

২৫৪৮। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামুর (র) বলেন, সর্বপ্রথম মাবাদ আল-জুহানীই তাকদীর মতবাদ সম্পর্কে কথা বলেন। একদা আমি ও হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আল-হিময়ারী মদীনায় আসলাম এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, আমরা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতাম, তাহলে এসব লোকেরা যে নতুন কথা বের করেছে সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতাম। আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। আমি ও আমার সাথী গিয়ে তার পাশে পাশে চললাম। আমি ভাবলাম আমার সংগী আমার উপরই কথা বলার ভার অর্পণ করবেন। তাই আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! কিছু লোক কুরআন পাঠ করে, জ্ঞানও অন্বেষণ করে, কিন্তু তাদের ধারণায় তাকদীর বলতে কিছু নেই, যা কিছু হচ্ছে তা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে। ইবনে উমার (রা) বলেন, তাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হলে বলবে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং তারাও আমার থেকে পৃথক। অতঃপর ইবনে উমার (রা) আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলেন, তাদের কেউ যদি উহুদ পহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান-খয়রাত করে তবে তা গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না সে তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনবে। অতঃপর তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় সাদা ধবধবে পোশাক পরিহিত এবং কালো কুচকুচে চুলধারী এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সফরের কোন আলামতও ছিল না এবং আমাদের কেউই তাকে চিনতে পারল না। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর হাঁটুদ্বয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে বসে গেলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ঈমান কি ? তিনি বলেন ঃ ঈমান হল—তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুলে, কিতাবসমূহে, রাসূলগণে, পরকালে এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনবে। আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কি ? তিনি বলেন ঃ এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, ইহ্সান কি ? তিনি বলেন ঃ তুমি (এমনভাবে) আল্লাহ্র ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ। যদি তুমি না দেখ তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখেন। রাবী বলেন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই তিনি বলতেন, আপনি সত্যই বলেছেন। তার এ আচরণে আমরা অবাক হলাম যে, তিনিই জিজ্ঞেস করছেন আবার তিনিই তা সমর্থন করছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? তিনি এবার বলেন ঃ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চাইতে বেশী কিছু জানে না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, এর নিদর্শনগুলো কি কি ? তিনি বলেন ঃ যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং নগ্ন পদ, নগ্নদেহ ও অভাবী মেষপালক রাখালগণকে প্রকাণ্ড দালান- কোঠার প্রতিযোগিতায় গর্ব করতে দেখবে। উমার (রা) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর[১] আমার সাক্ষাত পেয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে উমার! তুমি কি জান, ঐ প্রশ্নকারী কে ছিলেন ? তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ), তোমাদেরকে ধর্মীয় অনুশাসন শিখানোর জন্য এসেছিলেন (মু)।

আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ-ইবনুল মুবারক-কাহ্মাস ইবনুল হাসান (র) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুআয ইবনে হিশাম-কাহ্মাস (র) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে তালহা ইবনে

১. সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণনায় আছে ঃ পর মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জান এই প্রশ্নকারী কে ? এ সময় উমার (রা) উপস্থিত ছিলেন না। তিন দিন পর তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি তাকে একই প্রশ্ন করেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ "আগন্তুক উঠে চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাকে ফেরত ডেকে নিয়ে আস। তারা তার খোঁজে গিয়ে কিছুই না দেখতে পেয়ে ফিরে আসেন। হয়ত উমার (রা) আর ফিরে আসেননি (সম্পাদক)।

উবাইদুল্লাহ, আনাস ইবনে মালেক ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি ইবনে উমার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত হলেও সঠিক সনদসূত্র হল ইবনে উমার-উমার (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ঈমানের মৌলিক বিষয়ের সাথে ফরয কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট।

٢٥٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اِنَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِىْ اَشْهُرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَاْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْا اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ .

২৫৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, আমরা রবীআ গোত্রের লোক। হারাম মাসগুলো ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদের এমন কতগুলো বিষয়ের আদেশ করুন, যা আমরা ধারণ করতে পারি এবং আমাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকেও সেগুলোর দাওয়াত দিতে পারি। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ করছি ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন, অতঃপর এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহ্র রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং গানীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালে) প্রদান করা (বু, মু, দা, না)।

কুতাইবা-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-আবু হামযা-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হামযা আদ-দুবাঈর নাম নাসর ইবনে ইমরান। অধিকন্তু শোবা (র) আবু হামযার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে এভাবে আছে, তোমরা কি অবগত আছ যে, ঈমান কি ? এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল.... অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কুতাইবা ইবনে সাঈদ বলেন, আমি

নিম্নবর্ণিত চারজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ্‌র অনুরূপ আর কাউকে দেখিনি ঃ মালেক ইবনে আনাস, আল-লাইস ইবনে সাদ, আব্বাদ ইবনে আব্বাদ আল-মুহাল্লাবী ও আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস্‌-সাকাফী (র)। কুতাইবা আরো বলেন, আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আব্বাদ ইবনে আব্বাদের নিকট থেকে আমরা প্রতি দিন দু'টি করে হাদীস সংগ্রহ করে ফিরব। তিনি হলেন আল-মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরার বংশধর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
ঈমানের পূর্ণতা ও হ্রাসবৃদ্ধি।

٢٥٥٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ ·

২৫৫০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার চরিত্র ভালো এবং যে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে সে-ই ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মুমিন (হা)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু কিলাবা (র) আইশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নাই। অবশ্য তিনি আইশা (রা)-র দুধভাই আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ-আইশা (রা) সূত্রে অন্যান্য হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আবু কিলাবার নাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-জারমী। ইবনে আবু উমার-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আইউব আস-সিখতিয়ানী (র) আবু কিলাবার আলোচনা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান ফকীহ্‌গণের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥٥١. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَرْيَمُ بْنُ مِسْعَرٍ الْاَزْدِىُّ التِّرْمِذِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّكُنَّ اَكْثَرُ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَاَةٌ مِّنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْنِىْ وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيْرَ قَالَ وَمَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَّدِيْنٍ اَغْلَبَ لِذَوِى الْاَلْبَابِ وَذَوِى الرَّاْىِ مِنْكُنَّ قَالَتْ امْرَاَةٌ

مِنْهُنَّ وَمَا نَاقِصَاتُ عَقْلِهَا وَدِيْنِهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُقْصَانُ دِيْنِكُنَّ الْحَيْضَةُ فَتَمْكُثُ اِحْدَاكُنَّ الثَّلاَثَ وَالاَرْبَعَ لاَ تُصَلِّيْ ·

২৫৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনতার উদ্দেশ্যে নসীহতপূর্ণ ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা বেশী পরিমাণে দান-খয়রাত কর। কেননা দোযখে তোমাদের সংখ্যাই বেশী হবে। তাদের মধ্যকার এক মহিলা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কেন? তিনি বলেন ঃ তোমাদের মাঝে অভিশাপ দানের প্রবণতার আধিক্যের কারণে অর্থাৎ তোমাদের স্বামীদের অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে। তিনি আরো বলেন ঃ আমি তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান বিচক্ষণদের উপর বিজয়ী হতে পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি। জনৈকা স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করল, তার বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে কমতি হল কি করে? তিনি বলেন ঃ তোমাদের দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটা হল বুদ্ধির স্বল্পতা। আর তোমাদের হায়েয (ঋতুস্রাব) হলে তিন-চার দিন তোমরা নামায পড় না। এটা হল দীনের স্বল্পতা (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٥٥٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَاَرْفَعُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ·

২৫৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের দরজা (স্তর) হল সত্তরের অধিক। তার সাধারণতম স্তর হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং সর্বোচ্চ স্তর হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা (বু, মু, দা, না, মা, আ)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুহাইল ইবনে আবু সালেহ (র) আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উমারা ইবনে গাযিয়া (র) এ হাদীসটি আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ "ঈমানের চৌষট্টিটি দরজা (স্তর)

আছে"। কুতাইবা-বাক্‌র ইবনে মুদার-উমারা ইবনে গাযিয়া-আবু সালেহ্‌-আবু হুরায়রা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ ঈমানের অঙ্গ।

٢٥٥٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ فِىْ حَدِيْثِهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ .

২৫৫৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ ঈমানের অঙ্গ। আহ্‌মাদ ইবনে মানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিতে শুনলেন' (বু, মু, দা, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

নামাযের মাহাত্ম্য।

٢٥٥٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِىُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَاَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِّنْهُ وَنَحْنُ نَسِيْرُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَاَلْتَنِىْ عَنْ عَظِيْمٍ وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَّسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَّتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ

الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ تَلاَ (تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتّٰى بَلَغَ (يَعْمَلُوْنَ) ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِرَاْسِ الْاَمْرِ كُلِّه وَعَمُوْدِه وَذِرْوَةِ سَنَامِه قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلاَمُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِه الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّه قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِه وَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِه فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلاَّ حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ ۔

২৫৫৪। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। একদিন চলতে চলতে আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে। তিনি বলেন ঃ তুমি তো আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে এ ব্যাপারটা সেই ব্যক্তির জন্য খুবই সহজ যার জন্য আল্লাহ তা সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে। তিনি আরো বলেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দিব না ? রোযা হল ঢালস্বরূপ, দান-খয়রাত গুনাহসমূহ বিলিন করে দেয় যেরূপে পানি আগুন নিভিয়ে দেয় এবং ব্যক্তির মধ্যরাতের নামায। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۔ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔

"তাদের দেহপাশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তারা তাদের রবকে ডাকে আশায় ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ" (সূরা সাজদা ঃ ১৬)।

তিনি পুনরায় বলেন ঃ আমি কি তোমাকে সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে বলে দিব না? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ সমস্ত কাজের মূল হল ইসলাম, স্তম্ভ হল নামায এবং সর্বোচ্চ শিখর হল জিহাদ। তিনি আরো বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এইসব কিছুর কাণ্ডমূল সম্পর্কে বলব না? আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি তাঁর জিহ্‌বা ধরে বলেন ঃ এটা সংযত রাখ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা যে কথাবার্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি পাকড়াও করা (জবাবদিহি) হবে? তিনি বলেন ঃ হে মুআয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! একমাত্র জিহ্‌বার উপার্জনের কারণেই মানুষকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে (আ, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٥٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ اَبِى السَّمْحِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ (اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ) الْاٰيَةَ .

২৫৫৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাউকে মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত দেখলে তাকে ঈমানদার বলে সাক্ষ্য দিও। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের তো তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে" (সূরা তওবা ঃ ১৮) (ই,দার,হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
নামায ত্যাগের পরিণতি।

٢٥٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ .

২৫৫৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা।

٢٥٥٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ بَيْنَ الشِّرْكِ اَوِ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ .

২৫৫৭। আমাশ (র) থেকেও উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দা ও শিরকের মধ্যে অথবা বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা (আ, মু, দা, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু সুফিয়ানের নাম তালহা, পিতা নাফে।

٢٥٥٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ .

২৫৫৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (মুমিন) বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুয যুবাইরের নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে তাদরুস।

٢٥٥٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ الْحَسَنِ الشَّقِيْقِيِّ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

২৫৫৯। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের মধ্যে ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে (মুক্তির) যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে, সে কুফরী কাজ করে (আ, না, ই, হা)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কুতাইবা-বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল-আল-জারীরী-আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক আল-উকাইলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী কাজ বলে মনে করতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

ঈমানের স্বাদ লাভকারী ব্যক্তি।

٢٥٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحُرَيْثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا .

২৫৬০। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহ্কে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে সন্তোষে মেনে নিয়েছে (আ,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٢٥٦١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ .

২৫৬১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে । (১) যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অন্য সব কিছুর চাইতে প্রিয়তর; (২) যে আল্লাহ্র ওয়াস্তে কোন লোককে ভালোবাসে এবং (৩) আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে (ঈমানের মাধ্যমে) কুফরী থেকে মুক্তিদানের পর সে পুনরায়

তাতে ফিরে যেতে এতটা ঘৃণা করে যতটা অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে (আ,বু,মু,না,ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। কাতাদা এ হাদীস আনাস ইবনে মালেক (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

কোন ব্যক্তি যেনায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না।

٢٥٦٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزْنِى الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلٰكِنِ التَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ ·

২৫৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেনাকারী যেনায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না, চোর চুরি করাকালে মুমিন থাকে না। তবে তওবা করার সুযোগ আছে (বু, মু, আ, দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ এবং এ সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকন্তু আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْاِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَاِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ عَادَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ ·

"বান্দা যখন যেনা করে, তখন ঈমান তার থেকে বেরিয়ে যায় এবং ছায়ার মত তার মাথার উপর অবস্থান করে। অতঃপর সে যখন এই দুষ্কর্ম থেকে সরে আসে তখন ঈমানও তার মাঝে ফিরে আসে"।

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এসব অবস্থায় অপরাধী ব্যক্তি ঈমানের স্তর থেকে বেরিয়ে ইসলামের স্তরে নেমে আসে"। অপর এক সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি যেনা ও চুরি সম্পর্কে বলেন ঃ

مَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ۔

"যে ব্যক্তি যেনা ও চুরির অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে এবং তার উপর হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করা হয়েছে, তাতে তার গুনাহ্র কাফফারা হয়ে গেছে। আর কেউ এ অপরাধে লিপ্ত হলে এবং আল্লাহ্ তা গোপন রাখলে এটা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন"।

তাছাড়া এ হাদীসটি আলী ইবনে আবু তালিব, উবাদা ইবনুস সামিত ও খুযাইমা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

٢٥٦٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفَرِ وَاسْمُهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِىُّ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوْبَتُهُ فِى الدُّنْيَا فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُّثَنِّىَ عَلٰى عَبْدِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ اَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَّعُوْدَ اِلٰى شَيْئٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ ۔

২৫৬৩। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি হদ্দযোগ্য অপরাধ করলে এবং দুনিয়াতেই তার উপর হদ্দ কার্যকর হলে আল্লাহ্ তার বান্দাকে পরকালে পুনরায় শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যই ন্যায়বিচারক। আর কোন ব্যক্তি হদ্দযোগ্য অপরাধ করলে, আল্লাহ তার অপরাধ গোপন রাখলে এবং ক্ষমা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করার পর পুনরায় শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যই অধিক দয়াপরবশ (ই, হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। বিশেষজ্ঞ আলেমগণও এ মতই পোষণ করেন। তাদের কেউ যেনা, চুরি, ইত্যাদি অপরাধের দরুন তাকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে-ই প্রকৃত মুমিন।

٢٥٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ وَيُرْوٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ ·

২৫৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার রসনা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান। আর যার থেকে মানুষের জান ও মাল নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুমিন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল যে, মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম ? তিনি বলেন ঃ যার রসনা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٦٥. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ ·

২৫৬৫। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম ? তিনি বলেন ঃ যার জিহ্‌বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ এবং আবু মূসা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবু মূসা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং অচিরেই অপরিচিত হবে।

٢٥٦٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاِسْلاَمَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَاَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ .

২৫৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং যে অবস্থায় তার সূচনা হয়েছিল আবার সেই অবস্থায় সে ফিরে আসবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ (ই)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনে মাসউদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ, ইবনে উমার, জাবির, আনাস ও ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা হাফ্স ইবনে গিয়াস-আমাশ সূত্রেই কেবল এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবুল আহ্ওয়াসের নাম আওফ ইবনে মালেক ইবনে নাদলা আল-জুশামী। হাফ্স এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٦٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ مِلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدِّيْنَ لَيَارِزُ اِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنَ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاَرْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَيَرْجِعُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ .

২৫৬৭। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ ইবনে যায়েদ ইবনে মিলহা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাপ যেভাবে (সংকুচিত হয়ে) তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ দীন ইসলামও একদা সংকুচিত হয়ে হিজাযে ফিরে আসবে। পাহাড়ী বকরী যেরূপে পাহাড় শৃংগে আশ্রয় নেয়, দীন ইসলামও তদ্রূপ হিজাযে আশ্রয় নিবে। দীন ইসলাম তো অপরিচিত অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছিল এবং

অচিরেই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ, যারা আমার সুন্নাত বিপর্যস্ত হয়ে যাবার পর তা পুনরুজ্জীবিত করে।[২]

এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

মোনাফিকের আলামত।

٢٥٦٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ.

২৫৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মোনাফিকের আলামত তিনটি। সে (১) কথা বললে মিথ্যা বলে; (২) ওয়াদা করলে তা ভংগ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে (বু, মু, ই)।

এ হাদীসটি হাসান এবং আল-আলার রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও এই মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে। আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে জাফর-আবু সুহাইল ইবনে মালেক-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সুহাইল হলেন মালেক ইবনে আনাস (র)-এর চাচা, তার নাম নাফে, পিতা মালেক ইবনে আবু আমের আল-খাওলানী আল-আসবাহী।

٢٥٦٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَتْ

২. হাদীসদ্বয়ের মর্ম এই যে, মক্কা-মদীনা থেকে যখন দীন ইসলামের সূচনা হয় তখন তা এক অপরিচিত আগন্তুকের মতই ছিল এবং তার সাহায্যকারী ও অনুসারীর সংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য। শেষ যমানায়ও ইসলামের অবস্থা তদ্রূপ হবে এবং তা মক্কা-মদীনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তখন যারা দীন ইসলামকে আকড়ে ধরবে এবং তার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করবে তাদের জন্যই রয়েছে মহা-সুসংবাদ (সম্পাদক)।

خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعُهَا مَنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ‏.

২৫৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মধ্যে চারটি অভ্যাস বিদ্যমান সে মোনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মোনাফিকীর একটি স্বভাব আছে। সে কথা বললে মিথ্যা বলে; ওয়াদা করলে তা ভংগ করে; ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে এবং চুক্তি করলে বিশ্বাসঘাতকতা করে.(আ, বু, মু, দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কার্যকলাপে মোনাফিকী, এখনো যা বিদ্যমান আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল ইসলামকে অস্বীকার করার মোনাফিকী। হাসান বস্‌রী (র) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-আমাশ-আবদুল্লাহ ইবনে মুররা (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান ও সহীহ্।

٢٥٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِى النُّعْمَانِ عَنْ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِىْ اَنْ يَّفِىَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ‏.

২৫৭০। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন ওয়াদা করে এবং তা পুরা করার নিয়াত করে; কিন্তু কোন কারণে তা পুরা করতে না পারে, তাহলে এজন্য তার কোন গুনাহ হবে না (দা)।

এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী (পাপ)।

٢٥٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيْمِ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْوَاسِطِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ

ابيه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ اَخَاهُ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ .

২৫৭১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী এবং তাকে গালি দেয় ফাসেকী।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ ও আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এ হাদীস একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

٢٥٧٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

২৫৭২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা বা তাকে হত্যা করা কুফরী (আ, ই, না, বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কুফরীর অপবাদ দিলে।

٢٥٧٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَعِنُ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللّٰهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৫৭৩। সাবিত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন বান্দার যে জিনিসের মালিকানা নেই সে সেই জিনিসের মান্নত করলে তা পূর্ণ করা তার উপর বর্তায় না। মুমিনকে অভিশাপকারী তাকে হত্যাকারীর অনুরূপ। যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দেয়, সেও তার

হত্যাকারীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি যে জিনিসের সাহায্যে আত্মহত্যা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সেই জিনিস দ্বারাই শাস্তি দিবেন (আ,ই,না,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু যার ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٥٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ جَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا .

২৫৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ তার ভাইকে কাফের বললে তা এ দু'জনের যে কোন একজনের উপর বর্তায় (আ, বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই" এই সাক্ষ্য দিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায়।

٢٥٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهْلاً لِمَ تَبْكِيْ فَوَاللّٰهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ مَا مِنْ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيْهِ خَيْرٌ إِلاَّ حَدَّثْتُكُمُوْهُ إِلاَّ حَدِيْثًا وَاحِدًا وَسَأُحَدِّثُكُمُوْهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيْطَ بِنَفْسِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ .

২৫৭৫। আস-সুনাবিহী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন অন্তিম অবস্থায় ছিলেন। আমি (তাকে এ অবস্থায় দেখে) কেঁদে ফেললাম। তিনি বলেন, থামো, কাঁদছ কেন? আল্লাহ্র শপথ! যদি আমার সাক্ষ্য চাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই আমি তোমার (ঈমানের) পক্ষে সাক্ষ্য দিব,যদি আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয় তবে আমি অবশ্যই তোমার জন্য সুপারিশ করব; আর আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি

অবশ্যই তোমার উপকার করব। তিনি পুনরায় বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকর যেসব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি তার সবই তোমাদেরকে বলেছি। শুধু একটি কথা বলা বাকি আছে, যা আমি আজ তোমাদেরকে এমন অবস্থায় বলছি যে, মৃত্যু আমাকে বেষ্টন করে ফেলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ তার উপর দোযখ হারাম করে দিবেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্র, উমার, উসমান, তালহা, জাবির, ইবনে উমার ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যুহরী থেকে বর্ণিত যে, তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই বলবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে"-এর তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ফরযসমূহ, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বিধান পুরাপুরি নাযিল হয়নি, তখন হাদীসের এ অর্থ প্রযোজ্য ছিল। কতক আলেমের মতে এ হাদীসের অর্থ এই যে, তাওহীদপন্থীরা বেহেশতে যাবেই, যদিও তাদের গুনাহ্র কারণে কিছু দিন দোযখে শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু চিরদিন তারা দোযখে থাকবে না। অধিকন্তু ইবনে মাসউদ, আবুযার, ইমরান ইবনে হুসাইন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, তাওহীদপন্থীরা দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ তাবিঈগণ–

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ .

"কখনো কখনো কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলমান হত" (সূরা হিজর ঃ ২) আয়াতের তাফসীরে বলেন, যখন তাওহীদপন্থীদের দোযখ থেকে বের করা হবে এবং বেহেশতে ঢুকানো হবে তখন কাফেররা আফসোস করে বলবে যে, তারাও যদি মুসলমান হত।

২৫৭৬. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ عَامِرُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَافِرِىِّ ثُمَّ الْحُبُلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ

اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِّنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِىَ الْحَافِظُوْنَ فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَاِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلاَّتِ فَقَالَ اِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِىْ كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِىْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اِسْمِ اللّٰهِ شَيْئٌ .

২৫৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এগুলো থেকে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, না, হে পরোয়ারদিগার! তিনি আবার জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার রব! তিনি বলবেন ঃ আমার কাছে তোমার একটি সওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না। তখন ক্ষুদ্র একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে ঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল"। তিনি তাকে বলবেন ঃ দাড়িপাল্লার সামনে যাও। সে বলবে, হে পরোয়ারদিগার! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওজন হবে? তিনি বলবেন ঃ তোমার উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি এক পাল্লায় রাখা হবে। ওযনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের

টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ্‌র নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হতে পারে না (ই, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কুতাইবা-ইবনে লাহীআ-আমের ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 'বিতাকা' অর্থ টুকরা বা খণ্ড।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

এই উম্মাতের অনৈক্য।

٢٥٧٧. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى اِحْدٰى وَّسَبْعِيْنَ اَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَالنَّصَارٰى مِثْلَ ذٰلِكَ وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً .

২৫৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহূদীরা একাত্তর অথবা বাহাত্তর ফেরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল এবং খৃস্টানরাও অনুরূপ সংখ্যক ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর ফেরকায় (দা, না, ই, হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٥٧٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ اَنْعُمِ الْاَفْرِيْقِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاْتِيَنَّ عَلٰى اُمَّتِىْ مَا اَتٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَّنْ اَتٰى اُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَّتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ .

২৫৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেরূপ একজোড়া জুতার একটি আরেকটির অনুরূপ হয়ে থাকে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে যেনা করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। কেবলমাত্র একটি দল ছাড়া তাদের সবাই দোযখী হবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ দল? তিনি বলেন ঃ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত (হা)।

এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সব্যাখ্যায়িত (মুফাসসার)। এই সনদসূত্র ব্যতীত উপরোক্ত প্রকৃতির কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

٢٥٧٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِيْ ظُلْمَةٍ فَاَلْقٰى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ فَمَنْ اَصَابَهُ مِنْ ذٰلِكَ النُّوْرِ اهْتَدٰى وَمَنْ اَخْطَاَهُ ضَلَّ فَلِذٰلِكَ اَقُوْلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ .

২৫৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ তাঁর মাখলূকাত অন্ধকারে সৃজন করেছেন। অতঃপর তিনি এদের উপর তাঁর নূরের আলোকপ্রভা ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং যার উপর সেই নূরের আলোকপ্রভা পড়েছে সে সৎপথ পেয়েছে এবং যার উপর পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যেই আমি বলি ঃ আল্লাহ্র জ্ঞানে কলম (তাকদীরের লিখন) শুকিয়ে গেছে (আ, হা)।

এ হাদীসটি হাসান।

٢٥٨٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَدْرُوْنَ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ

فَانَّ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا قَالَ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَهُمْ ٠

২৫৮০। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কি হক (অধিকার) রয়েছে ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ তাদের উপর তাঁর হক এই যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা এগুলো করলে আল্লাহ্‌র উপর তাদের কি হক (অধিকার) রয়েছে তা তুমি কি জান ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র উপর তাদের হক এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না (বু,মু,দা,না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٥٨١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ وَالْاَعْمَشِ كُلُّهُمْ سَمِعُوْا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَبَشَّرَنِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ نَعَمْ ٠

২৫৮১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে এই সুসংবাদ দেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কিছু শরীক না করে মারা যাবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে যদি যেনা করে থাকে, সে যদি চুরি করে থাকে ? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ (তবুও সে বেহেশতে যাবে) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অধ্যায় ঃ ৪১

اَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(জ্ঞান)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন।

٢٥٨٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ .

২৫৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, আবু হুরায়রা ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

জ্ঞান সন্ধানের ফযীলাত।

٢٥٨٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ .

২৫৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ ধরে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতের রাস্তা সহজ করে দেন (মু)।

এ হাদীসটি হাসান।

٢٥٨٤. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ اَبِيْ يَزِيْدَ الْعَتَكِيُّ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ·

২৫৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি জ্ঞানের অনুসন্ধানে বের হলে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র রাস্তায় অবস্থানরত থাকে (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কোন কোন রাবী এ হাদীস মরফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٢٥٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلّٰى حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ سَخْبَرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى ·

২৫৮৫। সাখবারা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, এটা তার জন্য তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায় (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে যঈফ। রাবী আবু দাউদের নাম নুফাই আল-আমা এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবদুল্লাহ ইবনে সাখরাবা ও তার পিতা সাখরাবা (রা)-র হাদীস রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের অধিক কিছু জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

ইল্ম (জ্ঞান) গোপন করা।

٢٥٨٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِىُّ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ ·

২৫৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার জ্ঞাত ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে (আ,দা,না,হা)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

জ্ঞান অন্বেষণকারীর সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের সদুপদেশ দেয়া।

٢٥٨٧. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ هٰرُوْنَ الْعَبْدِيِّ قَالَ كُنَّا نَأْتِيْ أَبَا سَعِيْدٍ فَيَقُوْلُ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّ رِجَالاً يَأْتُوْنَكُمْ مِّنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِيْنَ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا ٠

২৫৮৭। আবু হারূন আল-আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র কাছে (জ্ঞান লাভের জন্য) আসলে তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশকে "মারহাবা, স্বাগতম!" কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (আমার পরে) মানুষ তো তোমাদের অনুসারী হবে। দিগদিগন্ত থেকে মানুষ ধর্মের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসবে। তারা তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে (আমার) উপদেশ গ্রহণ কর।

আলী ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, শোবা (র) আবু হারূন আবদীকে যঈফ বলতেন, কিন্তু ইবনে আওন আমৃত্যু তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হারূনের নাম উমারা ইবনে জুয়াইন।

٢٥٨٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ هٰرُوْنَ الْعَبْدِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيْكُمْ رِجَالٌ مِّنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ فَاِذَا جَاءُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا قَالَ فَكَانَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِذَا رَاٰنَا قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠

২৫৮৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রাচ্যের দিক থেকে বহু লোক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসবে। তারা তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদের কল্যাণ কামনায় (আমার) সদুপদেশ গ্রহণ কর। তিনি (হারূন) বলেন, আবু সাঈদ (রা)

আমাদের দেখলে বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশকে স্বাগতম (ই)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হারূন আবদী-আবু সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত এই সম্পর্কে আমাদের আর কিছু জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
জ্ঞান উঠে যাওয়া সম্পর্কে।

٢٥٨٩. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَّقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا ۰

২৫৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (শেষ যমানায়) আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে এক টানে ইলম উঠিয়ে নিবেন না; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই ইল্ম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে তিনি যখন কোন আলেমই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা অজ্ঞ জাহিলদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, আর তারা ইলম ছাড়াই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে (আ, ই, বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যুহ্‌রী (র) এ হাদীস উরওয়া-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এবং উরওয়া-আইশা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا اَوَانٌ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى لاَ يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَيْءٍ فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْاٰنَ فَوَاللّٰهِ لَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هٰذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْاِنْجِيْلُ عِنْدَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَمَاذَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ قَالَ جُبَيْرٌ فَلَقِيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقُلْتُ اَلاَ تَسْمَعُ اِلٰى مَا يَقُوْلُ اَخُوْكَ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ صَدَقَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اِنْ شِئْتَ لَاُحَدِّثَنَّكَ بِاَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوْعُ يُوْشِكُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَلاَ تَرٰى فِيْهِ رَجُلاً خَاشِعًا ·

২৫৯০। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আসমানের দিকে তাকালেন, অতঃপর বলেন ঃ এই সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইল্‌মকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোন সামর্থ্যই থাকবে না। যিয়াদ ইবনে লাবীদ আল-আনসারী (রা) বলেন, ইলম কি করে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, অথচ আমরা কুরআন পাঠ করি? আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরও তা শিখাচ্ছি। তিনি বলেন ঃ হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারাক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! এই তো ইহুদী-নাসারাদের কাছে তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কি কাজে লেগেছে? জুবাইর (রা) বলেন, অতঃপর আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনার ভাই আবুদ দারদা (রা) কি বলছেন তা আপনি শুনতে পাননি? আবুদ দারদা (রা) যা বলেছেন, তা আমি তার কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন, আবুদ দারদা (রা) ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। সর্বপ্রথম ইলমের যে বস্তুটি মানুষের কাছ থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে তা হল বিনয়। অচিরেই তুমি কোন জামে মসজিদে প্রবেশ করে হয়ত দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। হাদীসবেত্তাগণের মতে মুআবিয়া ইবনে সালেহ নির্ভরযোগ্য রাবী। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান

ব্যতীত অপর কেউ তার সমালোচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মুআবিয়া ইবনে সালেহ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তাদের কতকে এই হাদীস আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর ইবনে নুফাইর-তার পিতা-আওফ ইবনে মালেক (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

যে ব্যক্তি ইলমের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ অন্বেষণ করে।

٢٥٩١. حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَحْيَ بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ .

২৫৯১। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক বাহাস করা অথবা জাহেল-মূর্খদের সাথে বাকবিতণ্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম শিখেছে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইসহাক ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে তালহা হাদীস বিশারদগণের মতে তেমন শক্তিশালী রাবী নন। তার স্মরণশক্তি সমালোচিত।

٢٥٩٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللّٰهِ اَوْ اَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৫৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে অথবা এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু লাভের ইচ্ছা করে সে যেন তার বাসস্থান দোযখে নির্দিষ্ট করে নেয় (ই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া।

٢٥٩٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَّلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِّنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ قُلْنَا مَا بَعَثَ اِلَيْهِ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ الاَّ لِشَيْءٍ سَاَلَهُ عَنْهُ فَقُمْنَا فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ نَعَمْ سَاَلَنَا عَنْ اَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ·

২৫৯৩। আবান ইবনে উসমান (র) বলেন, একদা ঠিক দুপুরের সময় যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) মারওয়ানের নিকট থেকে বের হয়ে এলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, হাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে, অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে এবং সেভাবেই অপরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। আর অনেক জ্ঞানের বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয় (আ, ই, দা, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মুআয ইবনে জাবাল, জুবাইর ইবনে মুতইম, আবুদ দারদা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٥٩٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ ٠

২৫৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অপরের নিকট তা (জ্ঞান) পৌছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি যার নিকট পৌছান তিনি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকেন (আ, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٩٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ثَلاَثٌ لاَ يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ اِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَمُنَاصَحَةُ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمِ جَمَاعَتِهِمْ فَاِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ٠

২৫৯৫। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, তা কণ্ঠস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অপরের নিকট পৌছে দিয়েছে। অনেক জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যান তিনি তার তুলনায় অধিক সমঝদার হতে পারেন। তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খেয়ানত (অবহেলা) করতে পারে না ঃ আল্লাহ্র জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ আমল, মুসলমানদের নেতৃবর্গকে সদুপদেশ দান এবং মুসলিম জামাআত অবলম্বন। কেননা দাওয়াত (আহ্বান) তাদের পশ্চাৎকেও পরিবেষ্টন করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা গুরুতর অপরাধ।

٢٥٩٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ٠

২৫৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে, সে দোযখকে তার বাসস্থান বানিয়ে নিক।

٢٥٩٧. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ يَلِجُ فِى النَّارِ ·

২৫৯৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে দোযখে যাবে (বু, মু, ই, না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র, উমার, উসমান, যুবাইর, সাঈদ ইবনে যায়েদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস, জাবির, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ, আমর ইবনে আবাসা, উকবা ইবনে আমের, মুআবিয়া, বুরাইদা, আবু মূসা, আবু উমামা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আল-মুন্‌ফা ও আওস আস-সাকাফী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী বলেন, মানসূর ইবনুল মোতামির হলেন কূফাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাবী। ওয়াকী বলেন, রিবঈ ইবনে খিরাশ (হিরাশ) মুসলিম অবস্থায় একটিও মিথ্যা বলেননি।

٢٥٩٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ بَيْتَهُ مِنَ النَّارِ ·

২৫৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি "ইচ্ছাকৃতভাবে" কথাটুকুও বলেছেন, সে যেন দোযখে তার বাসস্থান তৈরি করে নেয় (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং যুহরী-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে সহীহ। আনাস (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
যে ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে।

٢٥٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَّهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ .

২৫৯৯। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন (আ, ই, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। শোবা (র) এ হাদীসটি আল-হাকাম-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা-সামুরা (রা)–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমাশ ও ইবনে আবু লাইলা (র) আল-হাকাম-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা-আলী (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা-সামুরা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের মতে অধিকতর সহীহ।

আবু ঈসা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আবু মুহাম্মাদ আদ-দারিমী (র)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস "যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি বললাম, কেউ যদি হাদীস বর্ণনা করে এবং জানে যে, এর সনদ ভুল তবে সে কি এ হাদীস অনুযায়ী মিথ্যুক বলে পরিগণিত হবে? অথবা কেউ যদি মুরসাল হাদীসকে মুসনাদরূপে বর্ণনা করে কিংবা সনদে উল্টাপাল্টা করে তাহলে সেও কি উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত পরিগণিত হবে ? আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, না, বরং এ হাদীসের তাৎপর্য হল ঃ যে ব্যক্তি এমন হাদীস বর্ণনা করে যে সম্পর্কে সে জানে না যে, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস কি না। আমার তো আশংকা হয় যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে যা বলা নিষেধ।

٢٦٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَسَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ وَغَيْرُهُ رَفَعَهُ قَالَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى أَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ ·

২৬০০। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ অবস্থায় না পাই যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং তার কাছে যখন আমার আদিষ্ট কোন বিষয় অথবা আমার নিষেধ সম্বলিত কোন হাদীস উত্থাপিত হবে তখন সে (তাচ্ছিল্যভরে) বলবে, আমি তা জানি না, আল্লাহ্‌র কিতাবে আমরা যা পাই, তারই অনুসরণ করব (আ, ই, দা)।

এ হাদীসটি হাসান। কোন কোন রাবী এ হাদীস সুফিয়ান-ইবনুল মুনকাদির–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আবার কোন কোন রাবী সালেম আবুন নাদর-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে-তার পিতা–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উয়াইনা যখন স্বতন্ত্রভাবে উভয় সনদের উল্লেখ করতেন তখন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের রিওয়ায়াতকে সালেম আবুন নাদরের রিওয়ায়াত থেকে পৃথক করে বর্ণনা করতেন এবং যখন উভয় সনদ একত্র করে বর্ণনা করতেন তখন প্রথমোক্তভাবে সনদটির উল্লেখ করতেন। আবু রাফে (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস, তার নাম আসলাম।

٢٦٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ اللَّخْمِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ هَلْ عَسٰى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيْثُ عَنِّيْ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى أَرِيْكَتِهِ فَيَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ ·

২৬০১। মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! অচিরেই এমন ব্যক্তির উদ্ভব হবে যে, সে তার সুসজ্জিত গদিতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, তখন তার নিকট আমার কোন হাদীস পৌছলে সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের সামনে তো আল্লাহ্র কিতাবই আছে। আমরা তাতে যা হালাল পাব সেগুলো হালাল হিসাবে গ্রহণ করব এবং যেগুলো হারাম পাব সেগুলো হারাম বলে মেনে নিব। সাবধান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতই হারাম (ই, দা, দার)।

এ হাদীসটি হাসান, তবে উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

ইল্‌মে হাদীস লিপিবদ্ধ করার নিষেধাজ্ঞা।

٢٦٠٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اسْتَاْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَاْذَنْ لَنَا .

২৬০২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (হাদীস) লিখে রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনুমিত দেননি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস অন্য সূত্রেও যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত আছে। হাম্মামও এটি তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি প্রসঙ্গে।

٢٦٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْخَلِيْلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَجْلِسُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلاَ يَحْفَظُهُ فَشَكَى ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيْثَ فَيُعْجِبُنِيْ وَلاَ اَحْفَظُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَاَ بِيَدِهِ الْخَطَّ .

২৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসতেন এবং তাঁর নিকট হাদীস শুনতেন। হাদীসগুলো তার কাছে ভালো লাগলেও তিনি তা স্মরণ রাখতে পারতেন না। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার এই অবস্থার কথা পেশ করে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার কথা শুনে থাকি এবং তা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু তা স্মরণ রাখতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও, এই বলে তিনি লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, খালীল ইবনে মুররা মুনকারুল হাদীস (প্রত্যাখ্যাত রাবী)।

٢٦٠٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو شَاهٍ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

২৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা (বিদায় হজ্জে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু হুরায়রা (রা) পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আবু শাহ আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এ ভাষণটি লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (তোমরা) আবু শাহের জন্য এ ভাষণটি লিখে দাও (বু, মু, দা, না, ই)।

এ হাদীসে আরো বিবরণ আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শাইবান (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীরের সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦٠٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ وَهُوَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّىْ اِلاَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو فَاِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لاَ اَكْتُبُ ‏.‏

২৬০৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ছাড়া আমার চাইতে বেশী তাঁর হাদীস সংরক্ষণকারী আর কেউ নেই। কারণ তিনি হাদীস লিখতেন, আমি লিখতাম না (বু, না)।[১]

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বেহ তার ভাই থেকে বর্ণনা করেন, যার নাম হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
বনী ইসরাঈল থেকে কিছু বর্ণনা করা সম্পর্কে।

٢٦٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‏.‏

২৬০৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পক্ষ থেকে একটিমাত্র আয়াত হলেও তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের বরাতে কথা বর্ণনা করতে পার, এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন দোযখে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয় (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবু আসেম-আওযাঈ-হাসসান ইবনে আতিয়্যা-আবু কাবশা আস-সালূলী-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

---

১. হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতি প্রসংগে বিস্তারিত জানার জন্য প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, পৃ. ২৪–২৬ অধ্যয়ন করা যেতে পারে (সম্পাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
সৎকাজের পথপ্রদর্শক উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য।

٢٦٠٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ فَلَمْ يَجِدْهُ مَا يَحْمِلُهُ فَدَلَّهُ عَلٰى اٰخَرَ فَحَمَلَهُ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ·

২৬০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিজের জন্য একটি বাহন চাইল। কিন্তু তিনি তাকে দেয়ার মত কোন বাহন না পেয়ে তাকে অপর এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সেই ব্যক্তি তাকে একটি বাহন দিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বলেন ঃ সৎকাজের পথপ্রদর্শক উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য।

আবু ঈসা বলেন, এই সূত্রে অর্থাৎ আনাস (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু মাসউদ ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٦٠٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ اُبْدِعَ بِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتِ فُلاَنًا فَاَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ اَوْ قَالَ عَامِلِهِ·

২৬০৮। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি বাহন (জন্তুযান) চাইতে এসে বলে, আমার জন্তুযানটি অচল হয়ে পড়েছে (বা মরে গেছে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও। সে তার কাছে গেলে সে তাকে একটি জন্তুযান দান করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের পথ দেখায়, তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু আমর আশ-শাইবানীর নাম সাদ ইবনে ইয়াস এবং আবু মাসউদ আল-বদরী (রা)-র নাম উকবা ইবনে আমর। আল-হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-আমাশ-আবু আমর আশ-শাইবানী-আবু মাসউদ (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তাতে সন্দেহমুক্তভাবে "মিসলা আজরি ফাইলিহি" উল্লেখ আছে।

٢٦٠٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهٖ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْفَعُوْا وَلْتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِيَ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ مَا شَاءَ .

২৬০৯। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। আল্লাহ্ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা চান তাই ফয়সালা করান (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বুরাইদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বুরদা ইবনে আবু মূসার সূত্রে সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুরাইদের উপনাম আবু বুরদা, তিনি আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-র পুত্র।

٢٦١٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ اَسَنَّ الْقَتْلَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ سَنَّ الْقَتْلَ .

২৬১০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন লোককেই অন্যায়ভাবে হত্যা

করা হয় তার খুনের (গুনাহর) একটি অংশ আদমের ছেলের (কাবীল) উপর বর্তাবে। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম (প্রাণ) হত্যার প্রচলন করে (বু, মু, না, ই)।

আবদুর রাযযাকের বর্ণনায়, "আসান্নাল কাতল" স্থলে "সান্নাল কাতল" বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
সৎপথে বা ভ্রান্তপথে ডাকার ফলাফল।

٢٦١١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ يَّتْبَعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اَلٰى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ يَّتْبَعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا .

২৬১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি হেদায়াতের পথে ডাকলে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, তবে অনুসারীর সওয়াব থেকে মোটেও কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি বিপথের দিকে ডাকে সে তার অনুসারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপের ভাগী হবে, তবে তাদের পাপ থেকে মোটেও কমানো হবে না (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٢٦١٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ اَجْرُهُ وَمِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِّنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ اَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا .

২৬১২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি উত্তম কাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের সওয়াবও পাবে এবং তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, তবে তাদের সওয়াব থেকে সামান্যও হ্রাস করা হবে না। আবার কোন ব্যক্তি বদকাজের প্রচলন করলে এবং তা অনুসৃত হলে সে তার নিজের গুনাহ্‌র ভাগী হবে এবং উপরন্তু তার অনুসারীদের সম-পরিমাণ গুনাহ্‌র ভাগীও হবে, কিন্তু তাতে অনুসরণকারীদের গুনাহর পরিমাণ মোটেও হ্রাস পাবে না (ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রের হাদীসটি একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস আল-মুনযির ইবনে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ–তার পিতা–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনে জারীর–তার পিতা–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও তা বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং বিদআত পরিহার করা।

٢٦١٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُحَيْرِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرٰى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ .

২৬১৩। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়াজ শুনালেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখে পানি এলো এবং অন্তর

প্রকম্পিত হল। জনৈক ব্যক্তি বলল, এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নসীহতের মত। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি আমাদের কি উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার এবং (নেতৃআদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তোমাদের যারা জীবিত থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে থাকবে। কেননা তা গোমরাহী। তোমাদের কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর (আ,ই,দা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাওর ইবনে ইয়াযীদ এ হাদীস খালিদ ইবনে মাদান-আবদুর রহমান ইবনে আমর আস-সুলামী-আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন আল-হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল প্রমুখ আবু আসেম-সাওর ইবনে ইয়াযীদ-খালিদ ইবনে মাদান-আবদুর রহমান ইবনে আমর আস-সুলামী-আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-ইরবাদ (রা)-এর উপনাম আবু নাজীহ। এ হাদীস হুজর ইবনে হুজর-ইরবাদ (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحٰرِثِ اعْلَمْ قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اعْلَمْ يَا بِلَالُ قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ أُمِيْتَتْ بَعْدِيْ فَإِنَّ لَهُ (كَانَ لَهُ) مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا .

২৬১৪। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইবনুল হারিসকে বলেন ঃ

তোমার জানা উচিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি জেনে রাখব? তিনি বলেন ঃ হে বিলাল! তুমি জেনে রাখ। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি জেনে রাখব? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি (আমার) এমন কোন সুন্নাত জীবিত করবে, যা আমার (ইন্তিকালের) পর বিলিন হয়ে যাবে, তার জন্য রয়েছে সেই সুন্নাতের উপর আমলকারীর সম-পরিমাণ সওয়াব। তবে তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার বিদআত চালু করে, যার প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট, তার জন্য রয়েছে সেই বিদআতের উপর আমলকারীর সম-পরিমাণ পাপ। তবে তাদের পাপ থেকে কিছুই কমানো হবে না (ই)।

এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে উয়াইনা হলেন মিসসীসী এবং সিরিয়াবাসী। আর কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ্‌র দাদার নাম আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী।

٢٦١٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْاَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا بُنَيَّ ذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحْيَانِيْ وَمَنْ اَحْيَانِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ .

২৬১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে বৎস! তুমি যদি সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে কাটাতে সক্ষম হও যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ নেই, তাহলে তাই কর। তিনি আমাকে পুনরায় বলেন ঃ হে বৎস! এটা হল আমার সুন্নাত। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত জীবিত করল, সে আমাকেই জীবিত করল, আর যে ব্যক্তি আমাকে জীবিত করল সে তো বেহেশতে আমার সাথেই থাকবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী ও তার পিতা উভয়ই সিকাহ্ রাবী। আলী ইবনে যায়েদ সত্যবাদী, কিন্তু যে হাদীসকে অন্যরা মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি কখনো কখনো তা মরফূরূপে বর্ণনা করেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনে বাশশারকে বলতে শুনেছি, আবুল ওয়ালীদ বলেন, শোবা বলেছেন, আলী ইবনে যায়েদ আমাদের

নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অনেক (মওকূফ রিয়ায়াতকে) মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) আনাস (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা ব্যতীত আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। আব্বাদ আল-মিনকারী উক্ত হাদীস আলী ইবনে যায়েদ-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের উল্লেখ করেননি। আমি বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলের সাথে আলোচনা করলে তিনি এ সম্পর্কে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সরাসরি আনাস (রা) থেকে উক্ত হাদীস বা অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না সে ব্যাপারেও তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) ৯৩ হিজরীতে এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব তার দুই বছর পর ৯৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

অনুচ্ছেদ ১৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

٢٦١٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتْرُكُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوْا عَنِّىْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ .

২৬১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যে বিষয়ে তোমাদেরকে বলি না সে বিষয়ে তোমরাও আমাকে ত্যাগ কর (নিজউদ্যোগে কিছু জিজ্ঞেস করো না)। আমি তোমাদের কিছু বললে আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নবীদের বেশী বেশী প্রশ্ন ও বিরুদ্ধাচরণ করার দরুন ধ্বংস হয়েছে (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

মদীনার আলেমদের সম্পর্কে।

٢٦١٧. حَدَّثَنَا بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَاِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً يُوْشِكُ اَنْ يَّضْرِبَ النَّاسُ اَكْبَادَ الْاِبِلِ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلاَ يَجِدُوْنَ اَحَدًا اَعْلَمُ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ ·

২৬১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই মানুষ উটে চড়ে ইল্‌ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তারা মদীনার আলেমদের অপেক্ষা বিজ্ঞ আলেম আর কোথাও খুঁজে পাবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এটা ইবনে উয়াইনার রিওয়ায়াত। এই প্রসংগে তিনি আরো বলেন, মদীনার আলেম হলেন মালেক ইবনে আনাস (র)। ইসহাক ইবনে মূসা বলেন, আমি ইবনে উয়াইনাকে আরো বলতে শুনেছি, মদীনার এই আলেম হলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বংশীয় পার্থিব মোহ বিমুখ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ। (আবু ঈসা বলেন) আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে মূসাকে বলতে শুনেছি, আবদুর রাযযাক বলেছেন, তিনি হলেন মালেক ইবনে আনাস (র)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

ইবাদতের তুলনায় জ্ঞানের মর্যাদা বেশী।

٢٦١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ·

২৬১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (বিজ্ঞ আলেম) শয়তানের জন্য হাজার (মূর্খ) আবেদ অপেক্ষা বিপজ্জনক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে ওয়ালীদ ইবনে মুসলিমের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢٦١٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى اَبِى الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ مَا اَقْدَمَكَ يَا اَخِىْ فَقَالَ حَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ اَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ قَالَ لاَ قَالَ اَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ قَالَ لاَ قَالَ مَا جِئْتَ الاَّ فِيْ طَلَبِ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَانِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِيْ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ بِهِ فَقَدْ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ .

২৬১৯। কায়েস ইবনে কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মদীনা থেকে দামিশকে (অবস্থানরত) আবূদ দারদা (রা)-র কাছে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! তুমি কি প্রয়োজনে এসেছ ? সে বলল, একটি হাদীসের জন্য এসেছি। আমি জানতে পারলাম যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সেই হাদীস বর্ণনা করছেন। তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অন্য কোন প্রয়োজনে আসনি ? সে বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসনি? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি নিছক সেই হাদীসটির অন্বেষণেই এসেছ। তিনি পুনরায় বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ্ এর দ্বারা তাকে বেহেশতের পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইল্‌ম অন্বেষীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। অনন্তর আলেমদের জন্য আসমান-যমীনের সকল প্রাণী (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির জগতের মাছসমূহও। সমস্ত নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে প্রাধান্য, ঠিক তেমনি (মূর্খ) আবেদগণের উপর আলেমদের মর্যাদা বিদ্যমান। আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। আর নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসেবে রেখে গেছেন ইল্‌ম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, আসেম ইবনে রাজা ইবনে হাইওয়ার রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমার মতে এই সনদসূত্র মুত্তাসিল নয়।

মাহ্মূদ ইবনে খিদাশও আমাদের নিকট উক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আসেম ইবনে রাজা ইবনে হাইওয়া-দাউদ ইবনে জামীল-কাসীর ইবনে কায়েস-আবুদ দারদা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। মাহমূদ ইবনে খিদাশের রিওয়ায়াতের তুলনায় এই সনদসূত্রটি অধিকতর সহীহ।

٢٦٢٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنِ ابْنِ اَشْوَاعَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَخَافُ اَنْ يُّنْسِيَنِيْ اَوَّلَهُ اٰخِرُهُ فَحَدِّثْنِيْ بِكَلِمَةٍ تَكُوْنُ جِمَاعًا قَالَ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْمَا تَعْلَمُ ·

২৬২০। ইয়াযীদ ইবনে সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো আপনার কাছ থেকে অনেক হাদীস শুনেছি। এখন আমার আশংকা হয় যে, পরের হাদীসগুলো পূর্বের হাদীসগুলোকে ভুলিয়ে দিতে পারে। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি বাক্য বলুন যার মধ্যে সব কিছু শামিল থাকবে। তিনি বলেন ঃ তুমি যা জান সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটির সনদসূত্র মুত্তাসিল নয়। আমার মতে এটি মুরসাল হাদীস। আমার মতে ইবনে আশওয়াআ (র) ইয়াযীদ ইবনে সালামা (রা)-র সাক্ষাত পাননি। ইবনে আশওয়াআ-র নাম সাঈদ।

٢٦٢١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ اَيُّوْبَ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَّلاَ فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ ·

২৬২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন দু'টি স্বভাব আছে যা মোনাফিকের মধ্যে একত্র সমাবেশ হতে পারে না (১) উত্তম চরিত্র ও (২) দীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস গরীব। খালাফ ইবনে আইউবের সূত্র ব্যতীত আওফ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ব্যতীত আমি তার বরাতে অপর কাউকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি। খালাফ ইবনে আইউবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার কিছু জানা নাই।

٢٦٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ .

২৬২২। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দু'জন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আবেদ (সাধক) এবং অপরজন আলেম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং (পানির) মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দোআ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয় (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। আমি আবু আম্মার আল-হুসাইন ইবনে হুরাইসকে বলতে শুনেছি, আমি ফুদাইল ইবনে ইয়াদকে বলতে শুনেছি, কর্মতৎপর একজন জ্ঞানবান শিক্ষককে উর্ধ্বজগতে মহান বলে আখ্যায়িত করা হয়।

٢٦٢٣. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ .

২৬২৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি কখনো কল্যাণকর কথা শুনে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٦٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا .

২৬২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন। সুতরাং যে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার অধিকারী (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ইবরাহীম ইবনুল ফাদল আল-মাখযূমী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

সংযোজন

২০৬৮ নং হাদীসের তরজমার শেষে নিম্নের অংশটুকু যোগ করতে হবে ঃ

"যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে ত্যাগ করে অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয় অথবা যে গোলাম নিজের মনিবকে ত্যাগ করে অন্যকে নিজের মনিব পরিচয় দেয় তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং আল্লাহ তার কোনরূপ দান-খয়রাত ও সৎকাজ কবুল করবেন না।"